"To the author's passion for gambling we owe the wonderful novel 'The Gambler' who goes the German- resort, improbably and perversely named "Roulletenburg". In this novel, the psychology of morbid passion and of the demon chance is exposed with unrivalled veracity. This master-work was written in 1867 between 'Crime and punishment'."

—Thomas Mann

নবম পরিচ্ছেদ

হোটেলের প্রবেশ-পথের প্রশস্ত সিঁড়ির উপরে দাসদাসী ও হোটেলের সেবক-পরিবৃতা সেই সম্ভ্রান্ত মহিলা আগন্তুক—যিনি এত লোকজন, বাক্সপেটরা নিয়ে এসেছেন, যাঁর অভ্যর্থনার জন্য ম্যানেজার স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়েছেন, আর, অসমর্থ-চেয়ারে বসিয়ে যাঁকে সিঁড়ির উপরে তোলা হচ্ছে তিনি আর কেউ নন—গ্রাণি, সেই বৃদ্ধা মস্কো-মহিলা, ধনাঢ্যা এন্‌টোনিডা গ্রাণি, যাঁর সম্বন্ধে 'তার' করা হয়েছে, উত্তরও পাওয়া গেছে—যিনি ছিলেন মুমূর্ষু। তিনি গতায়ু হননি। মাথার উপর তুষারের মতো তিনি আমাদের উপর এসে পড়েছেন। তাঁর বয়েস পঁচাত্তর, গত পাঁচ বছর ধরে হাঁটতে পারেননা, চেয়ারে বসিয়ে নিতে হয় তাঁকে। তবু তিনি এসেছেন। তিনি সর্বদাই তীক্ষ্ণদৃষ্টি, আত্মতৃপ্ত, চেয়ারে বসে কর্তৃত্বের স্বরে ভর্ৎসনা করেন সকলকে। জেনারেলের বাড়িতে মাষ্টারি করবার সময় যেমনটি দেখেছিলাম, আজও ঠিক তেমনিই আছেন তিনি। সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম সবিস্ময়ে। পশুর মতো প্রখর দৃষ্টিতে সিঁড়ি থেকে আমায় দেখে তিনি আমায় চিনে ফেলেছেন, আর নাম ধরে ডাক দিয়েছেন। ইনি হচ্ছেন সেই ভদ্রমহিলা যাঁর মৃত্যুতে ওরা সম্পত্তি পাবে আশা করছিল। তিনি দীর্ঘজীবী হোন, হোটেলে যারা বাস করছে তাদের সকলের চেয়ে বেশি বাঁচুন। কিন্তু, আমার বন্ধুরা কী করবেন এখন? কী করবেন জেনারেল? সারা হোটেলটা ওলট-পালট করে ফেলবেন তিনি।

'আমাকে উদ্দেশ্য করে গ্রাণি বললেন, ওহে, চোখ দুটো কপালে তুলে দাঁড়িয়ে রইলে কেন তুমি? আমায় অভ্যর্থনা করতে পারছনা? জিজ্ঞেস করতে পারছনা—কেমন আছেন আপনি? খুব দেমাক হয়েছে বোধ হয়! আমায় চিনতে পারছনা বুঝি? শুনছিস্ পোটাপিস্? তাঁর চাকরের দিকে

ফিরে বললেন, শুনছিস্, ও আমায় চিনতে পারছেনা! ওরা আমায় কবর দিয়ে ফেলেছে। আমি মরেছি কিনা—"তার" করেছে বারবার। সব জানি আমি। এই আমি—জীবিত, সম্পূর্ণ সুস্থ—সশরীরে উপস্থিত।

প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রফুল্লভাবে বললাম, সত্যি বলছি, আমি কেন আপনার অনিষ্ট চিন্তা করবো? আমি শুধু অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। না হয়েও বা পারবো কেন? এ যে আমার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত!...

: অবাক হবার কী আছে এতে? গাড়িতে চাপলাম, আর সোজা এখানে এসে গেলাম। গাড়িটি বেশ ভালো ছিল। ঝাঁকুনি লাগেনি একটুও। বেড়াতে গিয়েছিলে বুঝি?

: নাচঘরের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, চমৎকার জায়গাটি। বেশ গরম, গাছগুলো বেশ সুন্দর। এমনটিই আমি ভালবাসি। পরিবারের সব কুশল তো? জেন্যারেল?

: এখন সবাই ঘরে আছে, নিশ্চয়।

: এখানেও বুঝি সব কিছুর জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে রেখেছে? সেই ষ্টাইলই বজায় রেখেছে? শুনেছি, সে নাকি গাড়ি করেছে? এমনি করে টাকাটা উড়িয়ে দিয়ে ওরা চলে যায়। প্রেস্কোভিয়া বুঝি ওদের সঙ্গেই আছে?

: হ্যাঁ—পোলিনাও।

: আর সেই ফরাসীটা? যাক্, এখনি তো স্বচক্ষেই দেখবো সব। কোন্ দিক দিয়ে যাবো একবার দেখিয়ে দাওতো। তুমি—তুমি এখানে বেশ ভালো আছো তো?

: মন্দ নয়।

: ওই বেয়াকুপ ম্যানেজারটিকে একবার বলে আয় তো, আমায় যেন খুব ভালো একখানি ঘর দেয়—খুব উপরে না হয় যেন। আমার জিনিসপত্র

সব সেখানে নিয়ে যা। আমায় নিয়ে যাবার জন্য এত ব্যস্ততা কেন ?... তোমার সঙ্গে ইনি কে ?

: মিঃ এষ্টলি ?

: কোন্ এষ্টলি ?

: একজন পর্যটক, আমার বন্ধু, জেনারেলেরও পরিচিত।

: ইংরেজ নিশ্চয়। ইংরেজদের আমার ভালো লাগে। তা বেশ। আমায় ওপরে সোজা ওদের ঘরে নিয়ে চল। ওরা সব কোথায় ?

বাহকরা গ্রাণিকে নিয়ে চললো। আমি সিঁড়ির উপর দিয়ে চললাম আগে আগে। বেশ জমকালো ছিল এই শোভাযাত্রা। পথিকরা পথ চলা থামিয়ে একবার দেখলো। আমাদের হোটেলটি ছিল সব চেয়ে ভালো, আর সেই অঞ্চলে সব চেয়ে অভিজাত। জানালায়, সিঁড়িতে অভিজাত মহিলা ও সম্ভ্রান্ত ইংরেজদের দেখা যায়। নিচের ঘরে ম্যানেজারের কাছে অনেকে অনুসন্ধান করলো—কে এলেন ? ম্যানেজার তাদের জানিয়ে দিলেন, ইনি হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট অভিজাত-বংশীয়া মহিলা। গত সপ্তাহে ডিউক্ পত্নী এম্. জে. যে ঘরখানিতে ছিলেন, তিনি সেই ঘরখানিই নিচ্ছেন।

এ চাঞ্চল্যের কারণ হলো গ্রাণির দুরন্ত চেহারা। কাউকে দেখলেই তিনি তার আপাদমস্তক পরীক্ষা করে নিয়ে তার সম্বন্ধে বেশ উঁচু গলায় প্রশ্ন করছিলেন। চেয়ারে বসে থাকা সত্ত্বেও তাঁর বলিষ্ঠ, লম্বা-চওড়া চেহারাটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেননি। তাঁর ডাগর মাথাটি বেশ উঁচু করে বসেছিলেন। গর্বিত তাঁর দৃষ্টি। অস্বাভাবিক কিছু নেই তাতে। বয়স পঁচাত্তর হলেও তাঁর মুখে রয়েছে এক অপূর্ব তেজোদীপ্তি। দাঁতগুলো প্রায় নিখুঁত। তিনি পরেছিলেন কালো সিল্কের একটি গাউন আর একটি শাদা টুপি।

আমারই সঙ্গে যেতে যেতে চুপি চুপি মিঃ এষ্টলি বললেন, এঁকে খুব ভালো লাগছে আমার। বললাম, "তার" সম্বন্ধে ইনি জানেন—

হয়তো দ্য গ্রিয়ুকস্ সম্বন্ধেও। তবে, হয়তো মলি ব্ল্যাঙ্কি সম্বন্ধে বেশি কিছু জানেন না।...

বিস্ময়ের ভাব কেটে যাবার পর আনন্দিত হ'লাম আমি। আমরা যে জেনারেলের উপর বজ্রপাত করতে চলেছি! উৎসাহিত হয়ে আগে আগে চললাম।

চারতলায় আমাদের আস্তানা। গ্রাণির আগমন ঘোষণা না করে, এমনকি দরজার কড়াটি পর্যন্ত না নেড়ে, দরজাটি খুলে ধরলাম। গ্রাণিকে ঘরের ভেতর নেওয়া হলো। মলি ব্ল্যাঙ্কি, তার মা, প্রিন্স, আর জনৈক নতুন জার্মাণ পর্যটক জমায়েৎ হয়েছিলেন জেনারেলের ঘরে।

গ্রাণির চেয়ারটি রাখা হলো জেনারেলের অদূরে। সেদিনকার সে চাঞ্চল্য জীবনে ভুলবোনা। আমরা যখন ঘরে ঢুকলাম, ঠিক সেই সময়ে জেনারেল কিসের যেন বর্ণনা দিচ্ছিলেন, দ্য গ্রিয়ুকস্ মাঝে মাঝে তা' সংশোধন করছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, মলি ব্ল্যাঙ্কি আর সেই খুদে প্রিন্স জেনারেলকে বেশ খাতির করছিলেন ক'দিন ধরে। কৃত্রিম হলেও বেশ অন্তরঙ্গ হিসাবে ও হৃষ্টমনে আলাপ আলোচনা করছিলেন তাঁর সঙ্গে। গ্রাণিকে দেখে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন জেনারেল। হাঁ করে রইলেন তিনি। হঠাৎ তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। মন্ত্র-মুগ্ধের মতো উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন। গ্রাণিও নীরবে তাঁর উপর কটাক্ষপাত করলেন। সকলেই নীরব। তাঁরা দুজনে মুহূর্তেক চাইলেন দু'জনের দিকে। দ্য গ্রিয়ুকস্ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। পর মুহূর্তে চঞ্চল দৃষ্টি ফুটে উঠ্‌লো তাঁর মুখে। মলি ব্ল্যাঙ্কি চোখ তুলে গ্রাণির দিকে চাইলেন হিংস্র দৃষ্টিতে। প্রিন্স ও জার্মাণ ভদ্রলোকটি অবাক হয়ে চাইলেন। পোলিনার চোখে ফুটে উঠ্‌লো তীব্র বিস্ময়। রুমালের মতো শাদা হয়ে গেল সে। একটু পরে রক্ত চলাচল সুরু হলো, তার গাল দু'টি রাঙা হয়ে উঠ্‌লো। হ্যাঁ, এ যে তাদের সকলের পক্ষেই একটি অপ্রত্যাশিত

বিপদ! একবার চাইলাম—সকলের মুখের পানে। স্বাভাবিক, শান্ত, বিনম্রভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ এষ্টলি।

খিল খিল করে হেসে উঠলেন গ্রাণি। বললেন, টেলিগ্রামের বদলে সশরীরেই এসে উপস্থিত হলাম। তোমরা ভাবতেই পারনি—আমি এসে পড়বো। কেমন, নয় কি?

জেনারেল ক্ষুণ্ণ, আড়ষ্টভাবে বললেন,—এন্টোনিডা······আন্টি··আশ্চর্য···!

গ্রাণি আরেকটু চুপ করে থাকলেই হয়তো পঙ্গু হয়ে পড়তেন জেনারেল।

ঃ আশ্চর্য—আশ্চর্য কি? গাড়িতে চাপলাম আর এসে পড়লাম! রেলগাড়ি রয়েছে কি জন্যে? তোমরা সবাই ভেবেছিলে—আমি মরে গেছি আর তোমাদেরই জন্য আমার সম্পত্তিগুলো রেখে গেছি। আমি জানি—তোমরা এখান থেকে "তার" করেছ, অনেক টাকা নষ্ট করেছ তাতে। "তার" করতে খরচটা তো আর কম লাগে না। আমি এখানেই বসে পড়লাম এখন। ইনিই বোধ হয় সেই ফরাসী ত্য গ্রিয়ুকস—।

ত্য গ্রিয়ুকস উত্তর দিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

মলি ব্ল্যাঙ্কিকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন গ্রাণি, এ কে?

হাতে চাবুক ও অশ্বারোহণের পোষাক-পরা এই সুদর্শনা তরুণীকে নিশ্চয় চোখে লেগেছিল তাঁর। তাই জিজ্ঞেস করলেন, এখনকারই কেউ হবেন বুঝি?

বললাম, ইনি হচ্ছেন—মলি ব্ল্যাঙ্কি, আর ইনি—মাদাম ত্য কোমিন্‌জেস্। এঁরা এই হোটেলেই থাকেন।

গ্রাণি তেমনিভাবেই আমায় প্রশ্ন করলেন, মেয়েটির বিয়ে হয়েছে?

সবিনয়ে, মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলাম, না।

ঃ বটে?

ঃ আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারলাম না।

ঃ অর্থাৎ—তোমরা সে-খবরও রাখ দেখছি। আচ্ছা, ও রাশিয়ান্ জানে?

বললাম; ওঁরা কখনও রাশিয়ায় যাননি।

মলি ব্ল্যাঙ্কির দিকে ফিরে গ্রাণি বললেন, সুপ্রভাত!

: সুপ্রভাত—মাদাম!

জেনারেলের দিকে ঘুরে তিনি বললেন, ও চোখ নীচু করে নিজের রূপ দেখাচ্ছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে—কোন্ ধরণের অভিনেত্রী সে। আমি নীচের ঘরেই রয়েছি। এখানে তোমার প্রতিবেশিনী হয়েছি আমি। তাতে তুমি খুসী হওনি, না—?

জেনারেল বললেন, আমায় বিশ্বাস কর কাকিমা, আমি সত্যিই খুব আনন্দিত হয়েছি।

এতক্ষণে তিনি খানিকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন। সময় বিশেষে যথোপযুক্ত সম্মান বজায় রেখে, আর বেশ জোর দিয়ে কথা পারেন তিনি।

তিনি বলতে লাগলেন······তোমার অসুখের খবর পেয়ে আমরা সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম।······তা'ছাড়া, একসঙ্গে এতগুলো খারাপ খবর পেয়ে চিন্তিতও হয়েছিলাম—

বাধা দিয়ে গ্রাণি বললেন, মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা!

জেনারেলও সঙ্গে সঙ্গে সুর চড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, এতদূর পথ তুমি এলে কী করে? তিনি এমন ভাব দেখালেন—যেন "মিথ্যে" শব্দটি শুনতেই পাননি। বললেন, তোমায় স্বীকার করতেই হবে—এই বয়সে আর এই শরীরে তোমার এখানে আসাটা আমাদের ধারণাতীত। তাই, সত্যিই আমরা অবাক হয়েছি। কিন্তু তোমায় পেয়ে আমরা সবাই এত আনন্দ বোধ করছি! আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করবো—যাতে বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করতে পার তুমি।

: হয়েছে! হয়েছে! থামাও তো তোমার বক্-বকানি। কোন মানে নেই তোমার কথার। আমি নিজেই সব ব্যবস্থা করতে পারি। তবে, তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই আমার। সেজন্য আমি ঈর্ষাও করছি না।

জানতে চাও—আমি কেমন করে এলাম? এতে অবাক্ হওয়ার কিছু নেই। কেমন আছ প্রেস্‌কোভিয়া? কেমন লাগছে?

তাঁর কাছে এগিয়ে পোলিনা জিজ্ঞেস করল, তুমি কেমন আছ দিদিমা? অনেকদিন লাগলো বুঝি আসতে?

: হ্যাঁ, একটা প্রশ্নের মতো প্রশ্ন বটে! আর কেউ এমন প্রশ্ন করতে পারতো কিনা সন্দেহ। শোন তা'হলে।...কিছানায় পড়ে ছিলাম অনেকদিন। ডাক্তার ডাকলাম, ওষুষ খেলাম। অসহ্য হয়ে উঠলো সে অবস্থা। তাই একদিন ডাক্তারদের বিদেয় করে দিলাম। সেণ্ট্ নিকোলাস-এর এক আশ্রমের পরিচালককে ডেকে আনলাম তারপর। এক চাষীর বৌ ঠিক আমারই মতো অসুখে ভুগছিল। সে তাকে একটি খড়ের শিকড় খাইয়ে ভালো করেছিল, আমায়ও সে-ই ভালো করে দিয়েছে। ওষুধ খাবার তিন দিনের দিন সারাদিন ঘাম হলো, আমি বিছানায় উঠে বস্‌তে পারলাম। আত্মীয়-স্বজনেরা আমায় ঘিরে ধরলো আবার। কেউ বা বলল, এবার একটু হাওয়া বদল করে আসুন, তা'হলেই একেবারে সুস্থ হয়ে যাবেন। ভাবলাম—মন্দ নয় এ যুক্তি। তাই চলে এলাম এখানে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লেগেছে একদিন, পরের হপ্তায় শুক্রবার দিন একজন ঝি, পোটাপিস আর চাকরটিকে সঙ্গে নিয়ে নিলাম। বার্লিনে পৌছে চাকরটিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখলাম—তাকে দরকার নেই আর, আমি নিজেই আসতে পারবো। গাড়ির একটি কামরা রিসার্ভ করে নিলাম। ষ্টেশনে তো কুলি পাওয়াই যায়—দুটো টাকা দিলে যেখানে খুসী কাঁধে বসে যাওয়া যায়। তারপর চারদিকে একবার দেখে নিয়ে বললেন, কখানা ঘর নিয়েছ তোমরা? টাকা কোথায় পাচ্ছ? তোমার সবই তো বন্ধক রয়েছে! সুধু এই ফরাসীটার কাছেও তো তোমার অনেক দেনা। আমি জানি, সব জানি।

হতবুদ্ধি হলেন জেনারেল। বললেন, কাকিমা আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমার কথায়।...নিজে যা ভাল বুঝি, ঠিক তেমনিভাবে কাজ করবার

অধিকার হয়তো আমার আছে। উপরন্তু, আমার এখানকার খরচ আয়ের চেয়ে বেশি নয়। আর, আমরা এখানে রয়েছি—

ঃ তাহলে তুমি তোমার ছেলেমেয়েকে ঠকিয়েছ, তুমিই তাদের সম্পত্তি দেখা শোনা করছ?

জেনারেল বললেন, জানিনা, এ প্রশ্নের কী উত্তর দোব।

ঃ তা জানবে কেন? নিয়মিত জুয়া খেলছ, সব উড়িয়ে ফেলেছ তো?

অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন জেনারেল। পুঞ্জীভূত আবেগে কথা বলবার সময় থুথু বেরোচ্ছিল তাঁর মুখ দিয়ে।

ঃ জুয়া—! আমি! আমার মতো লোক? কী বলছ একবার ভেবে দেখ, কাকিমা। তুমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হওনি নিশ্চয়।

ঃ তুমি আমায় মিথ্যে বলছ। ওরা তোমায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে না—এ কথা বিশ্বাস করবো আমি? আজই আমি নিজে গিয়ে একবার দেখবো—জুয়াটা কেমন।

পোলিনাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বল তো প্রেসকোভিয়া, কী কী দেখবার আছে এখানে? তুমি নোট করে নাও তো, পোটাপিস,—কোথায় কোথায় যাওয়া যায়?

পোলিনা বলল, কাছেই রয়েছে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। তারপরে—স্লেনজেনবার্গ?

ঃ স্লেনজেনবার্গ কী? কোন বন বুঝি?

ঃ না বন নয়, পর্বত। সেখানে একটি শৃঙ্গ আছে……

ঃ শৃঙ্গ আবার কি?

ঃ পাহাড়ের চূড়া—মানে, সব চেয়ে উঁচু যায়গা। যায়গাটি ঘেরা দেওয়া। চমৎকার দেখতে।

ঃ আমার চেয়ারটি সেখানে নেওয়া যাবে কেমন করে? টেনে নেওয়া তো যাবে না। এরা পারবে কি?

বললাম, সেখানে কুলি পাওয়া যায়।

নার্স ফিডোসিয়া এলো গ্রাণিকে সম্ভাষণ জানাতে। জেনারেলের. বাচ্চাদেরও সঙ্গে নিয়ে এলো সে।

ঃ এসো, চুমু খাওয়ার দরকার নেই। বাচ্চাদের চুমু খেতে ইচ্ছে হয় না. আমার। ওদের নাকগুলো নোংরা থাকে সর্বদাই। কেমন আছ ফিডোসিয়া? ফিডোসিয়া বলল, জায়গাটি বেশ। আপনি কেমন আছেন? আপনার জন্য আমরা সবাই কী ব্যস্তই না হয়ে পড়েছিলুম!

ঃ হ্যাঁ জানি। তোর মনটা শাদা। আচ্ছা, এখানে অতিথি আসে বুঝি প্রায়ই?—তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পোলিনাকে জিজ্ঞেস করলেন, চশমাধারী ঐ খুদে পাজিটা কে?

নীচু স্বরে পোলিনা বলল, প্রিন্স নিল্‌স্‌কি।

ঃ তাহলে রাশিয়ান! ভেবেছিলাম, ও বুঝতে পারবে না। শোনেনি নিশ্চয়? মিঃ এষ্টলিকে তো দেখলাম। এ এখানে?

তারপর সোজা জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে, কেমন আছেন?

মিঃ এষ্টলি অভিবাদন জানালেন।

ঃ আমায় তোমার কিছু বলবার থাকে তো বল।

ওকে কথাটি বুঝিয়ে বলতো পোলিনা।

পোলিনা তাঁর আদেশ পালন করলো। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, হ্যাঁ, আপনাকে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, আপনার শরীর ভালো আছে দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করছি।

গ্রাণিকে কথাগুলো অনুবাদ করে বলা হোল। স্পষ্ট বোঝা গেল—তিনিও বেশ প্রীত হয়েছেন।

গ্রাণি বললেন, ইংরেজদের কথাগুলো ভারি সুন্দর! তাই আমি হামেশাই ইংরেজ পছন্দ করি। তাদের সঙ্গে ফরাসীদের তুলনাই চলে না।…এসো তো এষ্টলি, আমার সঙ্গে। তোমায় বেশি কষ্ট দোব না।…কথাটি ওকে বুঝিয়ে দাও। আমি নীচেই রয়েছি, বুঝলে?—এখানে—এই ঘরের নিচের ঘরে!

নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন তিনি।

তাঁর আহ্বানে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন মিঃ এষ্টলি। গ্রাণি একবার পোলিনার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিলেন। বলে উঠলেন হঠাৎ, তোমায় আমি ভালবাসতাম। সুন্দরী মেয়ে তুমি—সবার সেরা, আর উইলের পক্ষে—হ্যাঁ, আমিও উইল করবো। আচ্ছা, তোমার খোঁপাটা নকল নয় কি?

: না দিদিমা, এ আমার আসল খোঁপা।

: বটে! আজকালকার দিনের ফ্যাসানের ধার ধারিনা আমি। চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায়। জোয়ান্ ছোঁড়া হলে আমি তোমার প্রেমে পড়তাম। তুমি বিয়ে করছ না কেন? তা' যাক্; যাবার সময় হলো, এবার আমি বাইরে যেতে চাই। খালি ট্রেণ আর ট্রেণ আর ভালো লাগে না আমার।...তা জেনারেল, তোমার রাগ্ কি এখনো পড়েনি?

: ছিঃ ছিঃ—ওকি কথা বলছ কাকিমা? আমি বুঝি—!

: তবে শোন, আমি এখানকার দর্শনীয় সব কিছুই দেখতে চাই। আমার সঙ্গে এলেক্স্কি আইভ্যানোভিচ্কে দেবে কি?

: নিশ্চয়,—তোমার যেমন খুসী! কিন্তু আমি নিজে...আর—পোলিন এম্ গ্রিয়ুকস্—আমরা সবাই তোমার সঙ্গে যেতে আনন্দ বোধ করবো বরং।

ক্রূর হাসি হেসে দ্য গ্রিয়ুকস্ বললেন, খুব আনন্দ!

গ্রাণি বললেন, আনন্দ! হতেই পারে না। আমি তো আর টাকা দিচ্ছি না এখন একবার ঘরে যাবো। ওদের সবাইকে দেখে তারপর বেরোবো। এসো—আমায় তোল।

গ্রাণিকে চেয়ার-সুদ্ধু তুলে নেওয়া হলো। আমরা সবাই নিচের তলা চললাম। বজ্রাহতের মতো নির্বাক জেনারেলও চললেন। দ্য গ্রিয়ুকস্ কী যে ভাবছিলেন। মলি ব্ল্যাঙ্কির যাবার ইচ্ছাই ছিল না, কিন্তু কোন কারণে সে সকলের সঙ্গে যোগ দেওয়া স্থির করলো। প্রিন্স তারই অনুসরণ করলো। মাদাম দ্য-কোমিনজেস ও জার্মাণটি ছাড়া আর কেউ রইলো না জেনারেলের পাঠপ্রকোষ্ঠে

দশম পরিচ্ছেদ

সমুদ্রতীরের স্বাস্থ্যনিবাসে—আমার বিশ্বাস, সারা য়ুরোপে—হোটেলের মালিক ও পরিচালকেরা আগন্তুকদের জন্য ঘর নির্দিষ্ট করেন তাঁদের সম্বন্ধে নিজেদের ব্যক্তিগত ধারণার উপর; আগন্তুকদের চাহিদা বা ইচ্ছা অনুযায়ী নয়। তবে একথা সত্য যে তাঁরা ভুল করেন ক্বচিৎ। কিন্তু কেন জানিনা, গ্রাণির জন্য নির্দিষ্ট করা হলো অপ্রত্যাশিত সুন্দর একটি স্থান। চারখানি স্নানের ঘর, চাকরদের ও দাসীদের জন্য আলাদা এক একখানি ঘর। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে জনৈকা রাজবংশীয়া মহিলা ছিলেন এই ঘরগুলোতে। নোতুন বাসিন্দাকে জানানো হলো একথা—ঘরগুলোর দাম চড়াবার জন্যই। গ্রাণিকে ঘরগুলো এক একটি করে দেখানো হলো। তিনি মনোযোগের সঙ্গে দেখলেন। ম্যানেজার সসম্ভ্রমে তাঁর পশ্চাদনুসরণ করছিলেন।

ওরা গ্রাণিকে কী ভেবেছিল জানিনা। তবে, নিশ্চয় ভেবেছিল—তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ও বেশ সঙ্গতিপন্না। তাঁর নাম লেখা হলো খাতায়—রাজকুমারী টাবনিভিনোভ"—যদিও গ্রানি রাজকুমারী ছিলেন না কোনদিন।

তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ, বাক্সপেটরার ঘটা ইত্যাদিই হয়তো তাঁর মর্যাদা বাড়িয়েছিল। তাঁর ইন্‌ভেলিড্ চেয়ার, অসংবদ্ধ আলাপ ও কণ্ঠস্বর আর অস্বাভাবিক প্রশ্ন—এক কথায়, গ্রানির সরল সতেজ কর্তৃত্বপূর্ণ চেহারা তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আরো বাড়িয়েছিল। ঘরগুলো দেখবার সময় গ্রাণি মাঝে মাঝে চেয়ার থামাবার আদেশ দিচ্ছিলেন, কখনও বা আসবাব-পত্রগুলো লক্ষ্য করে ম্যানেজারকে অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত প্রশ্ন করছিলেন।

ম্যানেজার তখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে হাসছিলেন। তবে তাঁর অসাড়তা আসছিল ধীরে ধীরে। গ্রাণি ফরাসী ভাষায় কথা বলছিলেন আর আমি তা অনুবাদ করে দিচ্ছিলাম। ম্যানেজরের প্রায় জবাবই সন্তোষজনক মনে করছিলেন না তিনি। সত্যিই বাজে বকছিলেন তিনি। যেমন: কোন পৌরাণিক

বিষয় সম্পর্কিত বিখ্যাত কিন্তু অস্পষ্ট ছবির উপর ঝুঁকে পড়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার ছবি ?

ম্যানেজার উত্তর দিলেন, কোন কাউণ্টেস্ হবে, নিশ্চয়।

: আপনি জানেন না—এ কেমন কথা ? আপনি এখানে থাকেন অথচ খবর রাখেন না ? ছবিটা এখানে রাখবার কি দরকার ছিল তা'হলে ? ও কটাক্ষ করছে কেন, বলুন তো ?

এসব প্রশ্নের উত্তর কী দেবেন ভদ্রলোক ? তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল নিশ্চয়।

গ্রানি রুশ ভাষায় মন্তব্য করলেন, আহাম্মক কোথাকার !···

চীনেমাটির পুতুলগুলোর বেলায়ও হলো এই একই ব্যাপার। তিনি অনেকক্ষণ ধরে সেগুলো দেখলেন। তারপর বললেন, এগুলো সরিয়ে ফেলা হোক্।

ম্যানেজার বেচারাকে তিনি একেবারে হেস্তনেস্ত করে ছাড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন : স্নানের ঘরের কার্পেটটির দাম কত, কোথায় বোনা হয়েছে সেটা ?

ম্যানেজার এ বিষয়ে খোঁজ নেবেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন।

গ্রাণি মন্তব্য করলেন, আচ্ছা বোকা !

এবার তিনি বিছানার উপর দৃষ্টি দিলেন। বললেন, সত্যি, চমৎকার চাঁদোয়াটা ! বিছানাটি একবার খোল।

বিছানার বাণ্ডিলটি খোলা হলো।

: আরো খোলা—আরো, বালিশগুলো তোলো, পালকের বিছানাটি খুলে নাও।

সব জিনিস খোলা হলো। গ্রাণি মনোযোগের সঙ্গে সব পরীক্ষা করলেন। আপনমনে বললেন, এই ভালো যে ছারপোকা নেই ! চাকরকে বললেন আবার, চাদরগুলো সব তুলে নিয়ে আমার চাদরটি বিছাও। তবে, এগুলো খুব জমকালো, আমার মতো বৃদ্ধার পক্ষে এ ঘর উপযুক্ত নয়। এখানে একা

াকতে ভয় করবে আমার। দেখ আইভ্যানোভিচ্, ছেলেদের পড়িয়ে সময় রে আমায় দেখে যেতে হবে তোমার—যতবার পার।

বললাম, কাল থেকে আমি তো চাকরী ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি আর ক যায়গায় চলে গেছি।

: সেকি!

: সেদিন এক জার্মাণ ব্যারণ আর তাঁর স্ত্রী বার্লিন থেকে এখানে এসেছেন। াল আমি জার্মাণ ভাষায় তাঁদের সম্ভাষণ জানিয়েছি, কিন্তু উচ্চারণটা ঠিক ার্লিনী কায়দায় হয়নি—

: তা বেশ করেছ। তা'তে কী হয়েছে?

: ব্যারণ সেটা অভদ্রতা মনে করে জেনারেলের কাছে নালিশ করেছেন, ার জেনারেল আমায় জবাব দিয়ে দিয়েছেন।

: কেন? তুমি তো ব্যারণকে গালি দাওনি—অবশ্যি, গালি দিলেও মন দোষের কিছু হ'তো না।

: না, ব্যারণই বরং আমায় মারবার জন্য লাঠি তুলেছিলেন।

জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে গ্রাণি বললেন, আর—তুমি পাগল, তোমার ষ্টারের উপর এমন ব্যবহার হতে দিলে—তাকে বরখাস্ত করে দিলে! াকা, বোকা, তোমরা সব আহাম্মকের দল।

: ওর জন্য সমবেদনা দেখাতে গিয়ে মন খারাপ করোনা, কাকিমা। আমার জের কাজ কেমন করে করতে হয়, আমি জানি। তা'ছাড়া, আইভ্যানোভিচ্, ামায় ঘটনাটি পূরোপুরি ও সঠিকভাবে বলেনি।

আমায় গ্রাণি মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি স্বীকার করছ একথা?

শান্ত, বিনীতভাবে বললাম, আমি ভাবছিলাম ব্যারণকে একবার সামনা-নি ডেকে বোঝাপড়া করবো। কিন্তু তা'তে জেনারেল বাধা দিলেন।

গ্রাণি জেনারেলকে জিজ্ঞেস করলেন, বাধা দিয়েছিলে তুমি? ম্যানেজারকে লন, আর তুমি—তুমি এবার যাওতো ভাল মানুষটি। ডাকলেই এসো।

হাঁ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন দরকার নেই। এ আমার বরদাস্ত হয় না।

ছোট একটি নমস্কার করে বিদায় নিলেন ভদ্রলোক। বুঝতে পারলেন না গ্রাণির কথার মানে।

জেনারেল বললেন: বিশ্বাস কর কাকিমা, এখানে সামনাসামনি ডেকে বোঝাপাড়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

: কেন ওঠেনা? মানুষ মাত্রেই হচ্ছে মোরগ। তার যুদ্ধ করা উচিত তোমরা সব আহাম্মক, নিজের দেশের মান রক্ষা করতে শেখনি এখনও আমায় বিছানায় উঠিয়ে দে তো, পোটাপিচ। দেখিস্, ছুটোর বেশি "কুলি যেন না থাকে, দুজনের বেশি দরকার নেই আমার। সিঁড়ি দিয়ে ওঠাবা বা নামাবার জন্য, আর রাস্তায় বেড়াবার জন্য ওদের দরকার হবে আমার একথা বুঝিয়ে দিস্ তাদের। টাকাটা না হয় আগেই দিয়ে দে। তাহ'লে তারা একটু বেশি সমীহ করে চলবে। তুই সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবি আর—আইভ্যানেভিচ্, আমরা যখন বাইরে যাবো তখন সেই ব্যারণটাকে একবার দেখিয়ে দিয়ো, আমি তাকে দেখবো। আচ্ছা, জুয়াঘর কোথায়?

বললাম, নাচঘরের ভেতরেই জুয়ার টেবিলগুলো আছে।

তারপর প্রশ্ন হলো: সেখানে বুঝি অনেকগুলো টেবিল রয়েছে? অনেকে বুঝি খেলে? সারাদিন খেলা হয় কি? সেখানকার ব্যবস্থা কেমন?

অগত্যা বলতে হলো: নিজে গিয়ে একবার দেখে এলেই ভালো হবে বাইর থেকে তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন।

: বেশ, তা'হলে আমায় একবার সেখানে নিয়ে চলো। তুমি আ আগে যাও, আইভ্যানেভিচ্।

ব্যস্তভাবে জেনারেল বললেন, এতদূর পথ রেলগাড়িতে এলে—একটু বিশ্রাম করবেনা কাকিমা?

গ্রাণি যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। অন্যান্য সকলকেও সত্যিই বিব্রত দেখাচ্ছিল। তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। হয়তো ভাবছিল—গ্রাণির সঙ্গে যাওয়া বিপজ্জনক, অপমানকরও বটে। সেখানে গিয়েও তিনি হয়তো অস্বাভাবিক একটা কিছু করে বসবেন। তবু, তাঁর সঙ্গে যেতে চায় সবাই।

গ্রাণি বললেন: বিশ্রাম করবো কেন? আমি তো একটুও পরিশ্রান্ত হইনি। তিনদিন একটানা বসেই কাটিয়েছি! নাচঘর থেকে ঝরণা ও জলপ্রপাত দেখতে যাবো। কোথায় সেগুলো? তারপর—তুমি কি বললে, প্রেসকোভিয়া—সেই পাহাড়ের চূড়া! নয় কি?

: হ্যাঁ।

: হ্যাঁ তাই দেখবো। এ ছাড়া, এখানে আর কী কী আছে দেখবার?

পোলিনা উত্তর দিল, হয়তো আরো অনেক কিছু—

: তুমি সব জাননা বুঝি?—মার্থা, তোকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে, বুঝলি?

জেনারেল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, ও যাবে কেন? ওকে হয়তো সেখানে—মানে নাচঘরে—ঢুকতেই দেওয়া হবেনা।

: এ কী অন্যায়? দাসী বলে তাকে ফেলে যেতে হবে? সে-ও তো মানুষ! আমরা এক হপ্তা এখানে থেকে এটা-ওটা দেখবো, সে-ও আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমার সঙ্গে ছাড়া আর কার সঙ্গে যাবে ও? রাস্তায় একা বেরোবার সাহসটি পর্যন্ত সে করেনা।

: তাহলে কিন্তু—

: ও! আমার সঙ্গে যেতে তোমার লজ্জা হচ্ছে। তুমি তা'হলে ঘরেই থাক, তোমায় যেতে বলছিনে। জেনারেল! আমার স্বামীও তো জেনারেল ছিলেন। আর, তোমরা সব আমার পেছনে দঙ্গল বেঁধে চলবেই বা কেন? পাইভ্যানোভিচ্‌কে নিয়ে আমি সব দেখতে পারবো।

দ্য গ্রিয়ুকস্ বিনীতভাবে বললেন, আমাদের সকলকে যেতেই হবে তার সঙ্গে। আমরা তাতে বরং আনন্দিতই হবো।.........

সকলেই যাত্রা করলাম।

আধ মাইল দূরে নাচঘর। বাদামগাছ-ঘেরা রাস্তাটি ধরে খানিকটা যাবার পরে একটি "পার্ক"। পার্কটি ঘুরে আমরা নাচঘরে পৌছলাম। জেনারেল অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমাদের শোভাযাত্রাটি ছিল অস্বাভাবিক দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো। এক অসমর্থ ব্যক্তি যদি নাচঘরে যায়—তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই! কিন্তু জেনারেলের আপত্তি—এক বৃদ্ধা অসমর্থ মহিলা এখানে আসবেন কেন?

মলি ও পোলিনা দুজনে ছিল চেয়ারের দুপাশে। মলি হোঃ হোঃ করে হাসছিল, ব্যঙ্গ-কৌতুক করছিল মাঝে মাঝে, গ্রাণি প্রশংসাই করছিলেন তার। পোলিনাকে বাধ্য হয়ে গ্রাণির অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছিল:

এ লোকটা কে? গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে—কে ঐ মহিলাটি? শহরটা খুব বড় বুঝি? বাগানটি নিশ্চয় মস্ত। এগুলি কী গাছ? ঐ পাহাড়গুলোর নাম কী?—এখানে ঈগল পাখী আছে নাকি? ঐ বিদ্‌ঘুটে ছাদটা কী?......

আমার পাশাপাশি চলেছিলেন মিঃ এষ্টলি। তিনি আমার কানে কানে বললেন, সেদিন সকাল থেকে অনেক কিছু আশা করছিলেন তিনি। চেয়ারের পিছু পিছু চলেছিল পোটাপিচ ও মার্ফা। গ্রাণি ফিরে ফিরে তাদের এটা-ওটা বলছিলেন। দ্য গ্রিয়ুকস হয়তো জেনারেলকে কী উপদেশ দিচ্ছিলেন অনুচ্চকণ্ঠে। গ্রাণি তো সেই মর্মঘাতী কথাটি বলে ফেলেছেন—"আমি তোমায় টাকা দিচ্ছিনা!" এ ঘোষণা দ্য গ্রিয়ুকস-এর কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছিল। কিন্তু জেনারেল তার কাকিমাকে জানেন। দ্য গ্রিয়ুকস ও মলি ব্ল্যাঙ্কি ভ্রূকুটি বিনিময় করছিলেন। প্রিন্স্ ও জার্মাণ ভ্রামণকারীকে দেখলাম পথপ্রান্তে। ওরা চলেছিল একটু তফাতে।

আমাদের নাচঘরে যাওয়াটা হলো একটা বিজয় অভিযান ছাড়া আর কিছু নয়। কুলি ও ভৃত্যেরা সম্মান ও আনুগত্য দেখাচ্ছিল। আমাদের দিকে সকৌতুক দৃষ্টিও নিক্ষেপ করছিল বটে।

নাচঘরে ঢুকতে ঢুকতে গ্রাণি আমায় বললেন—তাঁকে যেন ঘুরিয়ে সব দেখানো হয়। কয়েকটি জিনিসের প্রশংসা করলেন তিনি, আর কিছুই তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলোনা মোটেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন তিনি।

জুয়াঘরে পৌছলাম। ভেজানো দরজার সামনে সান্ত্রীর মতো দাঁড়িয়েছিল ভৃত্যেরা। তারা বিমুগ্ধভাবে দরজা খুলে ধরলো।

গ্রাণিকে জুয়ার টেবিলে দেখে সচকিত হয়ে উঠ্‌লো সবাই। ঘরের অপরপ্রান্তে দেড়শো-দুশো লোক ছিল। তারা এগিয়ে এলো সোজাসুজি, এক একটি যায়গা দখল করে বসলো। শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত না-হারা পর্যন্ত তারা বসেই থাকে। টেবিলের সামনের দিকে কাউকে বসতে দেওয়া হয়না। চারদিকে চেয়ার সাজানো থাকে। কিন্তু কেউ চেয়ারে বসে থাকে কদাচিৎ। ভিড়ের সময় দাঁড়িয়ে দান ধরাই সুবিধে কিনা, তাই। পেছন থেকে চাপ আসে—প্রথম লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলোর উপর, কেউবা পেছনের সারি থেকে হাত বাড়িয়ে দান দেয়। কয়েক মিনিট পর পর বাক্‌বিতণ্ডা সুরু হয়। এখানকার পুলিশ অবশ্যি বেশ ভালো। ভিড় থামানো যায়না কিছুতেই। নাচঘরের স্বত্বাধিকারী ভিড় হলেই খুসী হয়। তাতেই যে তার লাভ! টেবিলের ধারে বসে আট জন লোক সতর্ক-দৃষ্টিতে পাহারা দেয়, কে কত টাকা দান ধরলো মনে মনে হিসেব রাখে, ঝগড়া-তর্ক নিষ্পত্তি করে দেয়, নেহাৎ প্রয়োজন হলে পুলিশ ডাকে। মুহূর্তেই গোলমাল চুকে যায়। খেলোয়াড়দের মধ্যেও পুলিশ আত্মগোপন করে থাকে। বিশেষ করে চোর ও পকেটমারের উপরই নজর রাখে ওরা। জুয়ার টেবিলে হাত-সাফাই দেখাবার সুযোগ মেলে, তাই চোর পকেটমার এখানে এসে ভিড় করে। বাইরে, পকেট মারতে

হয়, তালা ভাঙতে হয়, ধরা পড়লে লাঞ্ছনার অবধি থাকেনা। কিন্তু জুয়া টেবিলে সে-ভয় নেই। এখানে, সুধু প্রকাশ্যভাবে খেলা আরম্ভ করা, আর তৃতীয় ব্যক্তির প্রাপ্য টাকা নিজের পকেটে তুলে নেওয়া, ধরা পড়লে গলা বাজিয়ে বলা—"দানটি আমার"! টাকার অঙ্ক খুব মোটা না হলে, আর সাক্ষীরা একটু ইতস্ততঃ করলেই চোর টাকাটা হস্তগত করতে পারে। খেলোয়াড়রা নিজ নিজ দানের উপরই নজর রাখে, অপরের দানের উপর তাদের দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজন কী? বেশি কেলেঙ্কারীর ভয় নেই এখানে। চোরকে ধরতে পারলেই তৎক্ষণাৎ গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়।

গ্রাণি দূর থেকে চেয়ে রইলেন। একটি চোরকে এমনি করে বের করে দেওয়া হলো দেখে তিনি আনন্দিত হলেন। জুয়াখেলা তাঁর মনে ধরলো। আরো কাছে গিয়া দেখবার ইচ্ছা হলো তাঁর। খানসামারা ও উপস্থিত ভদ্রলোকেরা ভিড় ঠেলে টেবিলের সামনে নিয়ে এলো তাঁর চেয়ারখানি। কয়েকজন ইংরেজ দর্শক ও তাঁদের পরিবারবর্গ সুধু গ্রাণির খেলা দেখবার আগ্রহে টেবিলের চারিদিকে জড় হলেন। আয়নার উপর খোদাই করা সংখ্যাগুলো তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। অর্থসংগ্রাহকদের মনে আশা হলো। সাধারণের চেয়ে আলাদা একটা কিছু তিনি করবেন—এ ধারণা হলো সকলের। সত্তর বছরের এক চলচ্ছক্তিহীনা বৃদ্ধার এমন আগ্রহ সচারচর দেখা যায়না।

আমিও টেবিলের কাছে গেলাম, দাঁড়ালাম গ্রাণির পাশে। পোটাপিচ ও মার্ফা ভিড়ের মধ্যে কোথায় পড়ে ছিল। জেনারেল, পোলিনা, গ্রিয়ুকস ও মলি ব্ল্যাঙ্কি অদূরে দর্শকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গ্রাণি একবার চারিদিকে চাইলেন। আমায় চুপি চুপি প্রশ্ন করতে লাগলেন: ঐ স্ত্রীলোকটি কে? এরা কারা বসে আছে এখানে?······

একটি যুবক টেবিলের এক ধারে উঁচু দানে খেল্‌ছিল। সবাই বলাবলি করছিল—এরই মধ্যে সে চল্লিশ হাজার টাকা জিতেছে। সোনাও নোট স্তূপীকৃত

হয়ে রয়েছে তার হাতের কাছে। বিবর্ণ হয়ে গেছে সে। তার চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করছিল, হাত থর থর করে কাঁপছিল। না গুণেই সে মুঠো মুঠো টাকা দান ধরছিল, তবু সে স্বধু জিতেই যাচ্ছিল। খানসামারা ব্যাকুলভাবে তার চার পাশে ঘুরতে আরম্ভ করলো, তাকে একখানি চেয়ার এনে দিল, ভিড় ঠেলে খানিকটা যায়গা করে দিল—বখ্‌শিসের আশায়। কোন-কোন খেলোয়াড় বিজয়ের উল্লাসে এক মুঠো মুদ্রা তুলে নিয়ে খানসামাদের বখ্‌শিস্ দিয়ে যায়। পোল্যাণ্ডের একজন লোক তার পাশে লেগেই রয়েছে। সে অবিশ্রান্ত তার কানে কানে কী বলছিল—হয়তো দান বলে দিচ্ছিল, খেলা দেখিয়ে দিচ্ছিল। অবশ্যি সেও আশা করছিল কিছু। কিন্তু যুবকটি তার দিকে মোটেই তাকাচ্ছিল না সে খুসী-মত দান ফেলছিল আর সঙ্গে সঙ্গে জিতছিল। এক কথায়, সে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল।

গ্রাণি কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলেন।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে আমায় গুঁতো মেরে বললেন, বল—ওকে বল না—আর না খেলে টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে যাক, নইলে যে সবই হারবে!

উত্তেজনায় তাঁর দম আটকে যাচ্ছিল প্রায়।

গ্রাণি আবার কনুইএর গুঁতো মেরে আমায় বললেন, পোটাপিচ্ কোথায় গেল? তাকে একবার ওর কাছে পাঠিয়ে দাও। ওকে একবার বলে দাও—বলে দাও না!

তিনি নিজেই সেই যুবককে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর কানের উপর মুখ নিয়ে বললাম, এখানে তাঁর এমন করে চেঁচানো ঠিক নয়, এখানে জোরে কথা বলা নিষেধ, তাতে টাকা গুণতে ভুল হয়ে যেতে পারে, তাহলে আমাদের থাকতে দেওয়া হবেনা।

ঃ কী মুস্কিল! লোকটার সর্বনাশ হয়ে যাবে! আমি স্বধু তার কথা ভাবছি। তার দিকে চাইতে পারছিনা আমি। আমার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।......

গ্রাণির চোখে পড়লো—একটি তরুণী আর তার পাশে খর্বাকার একটা লোকের উপর। জানিনা, সেই বামুনটি কে, মেয়েটি তাকে সঙ্গে করে এনেছে কিনা। মেয়েটিকে ইতঃপূর্বে আমি দেখেছি। বিকালে সে জুয়ার টেবিলে আসতো, রাত ছটায় চলে যেতো। রোজ ঠিক দু'ঘণ্টা ধরে সে খেলতো। পকেট থেকে কিছু মোহর, কয়েক হাজার টাকার নোট বার করে এক টুকরো কাগজে সংখ্যাগুলো টুকে নিয়ে স্থিরভাবে, নিপুণতার সঙ্গে খেলতো। বেশ মোটা টাকা দান ধরতো। রোজ সে জিততো—হাজার-দু'হাজার টাকার বেশী নয়। তারপর সে চলে যেতো। গ্রাণি অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখলেন। বললেন, ও হারবেনা কোনদিন। বলতে পার—এ কোন্ জাত? জান, এ কে?

নীচুস্বরে বললাম, ফরাসী হবে নিশ্চয়।

: ঠিক বলেছ। ওড়ন দেখেই পাখি চেনা যায়। তার থাবা বেশ ধারাল মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আমায় একবার বলে দাওতো—এক-একটি দানের মানে কী, আর কেমন করে দান ধরতে হয়।……

গ্রাণিকে মোটামুটি খেলাটি বুঝিয়ে দিলাম। তিনি মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন, খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে আরো পরিষ্কারভাবে জিনিসটা বুঝে নেবারই উদ্দেশ্যে আবার প্রশ্ন করলেন: শূন্যটা কী? এত টাকা ওই লোকটি নিয়ে যাচ্ছে! এর মানে কী!

"শূন্যে"র মানে হলো টাকাটা সবই ব্যাঙ্ক জিতলো। ছোট বলটি শূন্যের উপর এসে পড়লে ব্যাঙ্কই টেবিলের সব টাকাটা পেয়ে যাবে। আপনিও তখন দান ধরতে পারেন, কিন্তু ব্যাঙ্ক আপনাকে কিছু দেবেনা।

: সেকি! দান ধরবো, অথচ টাকা পাবোনা?

: না গ্রাণি, তবে শূন্যে পড়বার আগে যদি শূন্যের উপর দান ধরেন তাহলে আপনি পাবেন পঁয়ত্রিশ গুণ।

: পঁয়ত্রিশ গুণ! বল কী? বোকারা শূন্যের ওপর দান ধরেনা কেন?... বলতো এবার, ছত্রিশে ধরলে কী হয়? দাঁড়াতো, পোটাপিচ্। আমার সঙ্গে টাকা আছে।

তিনি তাঁর পকেট থেকে একটি নোটের থলি বের করে আমায় একখানা দশ টাকার নোট নিয়ে বললেন, এটা এক্ষুণি শূন্যের উপর ধর দিকিন!

বললাম, এইমাত্র শূন্য পড়েছে। অনেকক্ষণ ধরে আর পড়বেনা। আপনি হারবেন। আর একটু সবুর করুন।

: কী আহাম্মক! ধর!

: আপনি বলছেন যখন—! কিন্তু, সন্ধ্যা অবধি এ দান আর না-ও পড়তে পারে। আপনাকে হাজার হাজার টাকা দান ধরতে হবে তখন। এমন হয়েছে যে! আবার ভেবে দেখুন।

: কী বোকা রে বোকা! ন্যাকৃড়ের ভয় করলে বনে না যাওয়াই তো ভালো। আমি হেরেছি? ধর—আবার ধর।

দ্বিতীয়বারেও দশ টাকার নোটখানি গেল। তিনি তৃতীয়বার ধরলেন! সেটিও হারলেন। আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন গ্রাণি। স্থির থাকতে পারছিলেন না তিনি। অর্থ-সংগ্রাহক যখন তাঁর প্রত্যাশিত শূন্যের বদলে ঘোষণা করলো—"ছাব্বিশ,"—তখন তিনি টেবিলের উপর কিল মারলেন। সসব্যস্তে বললেন, সেই পোড়াকপালে শূন্যটা শিগগির আসে না। যতক্ষণ না শূন্য আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি প্রাণ থাকতে এখান থেকে নড়ছি না। এ বোধ হয়, ঐ চুল কোঁকড়ানো মেয়েটির কারসাজি! এক্ষুণি দুটো মোহর ধর তো, আইভ্যানোভিচ। তুমি যেমন করে ধরছ, তাতে শূন্য এলেও তো কিছু পাবে না!

: গ্রাণি!

: ধর বলছি—এ তো আর তোমার টাকা নয়।

দু'টি মোহর ধরলাম। বলটি অনেকক্ষণ ধরে ঘুরলো চাকার চারদিকে, তারপর নাচলো শিকের চারদিকে। গ্রাণি উত্তেজনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, আমার হাতের আঙ্গুল টিপতে লাগলেন তিনি।

অর্থ-সংগ্রাহক ঘোষণা করলো—"শূন্য"!

আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে গ্রাণি তাকালেন আমার দিকে। বললেন, দেখলে? আমি তোমায় বলিনি? স্বয়ং ভগবানই আমায় দু'টো মোহর ধরতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বল তো, এবার আমি কত পাবো? টাকাটা দিচ্ছে না কেন? পোটাপিচ্! মার্ফা! এরা সব গেল কোথায়?

বললাম, পোটাপিচ্ দরজায় রয়েছে। ওকে তো এখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ঐ নিন্, আপনার টাকা দিচ্ছে।

গ্রাণির দিকে নোটের তাড়া এগিয়ে দেওয়া হলো।...

খেলা আরম্ভ হ'লো আবার।

গ্রাণি চঞ্চল হয়ে বলে উঠ্লেন, খেলা তো আরম্ভ হয়ে গেল আবার। এই নাও—ধর তাড়াতাড়ি!

: কোথায় ধরবো, গ্রাণি?

: শূন্য—আবার সেই "জিরো"তে। যত বেশি টাকা পার ধর। আমাদের কাছে মোট কত টাকা আছে? এক সঙ্গে দু'শো ধর।

: আবার ভেবে দেখুন গ্রাণি। অনেক সময়, দু'শো বারে জিরো পড়ে না—আপনাকে হয়তো সব টাকাই হারতে হবে।

: তাড়াতাড়ি ধরে ফেল না, বোকা কোথাকার! তোমার জিভ এত নড়ে কেন? আমি জানি—কী করছি আমি।

গ্রাণি উত্তেজনায় কাঁপছিলেন তখনও।

: এখানকার নিয়মানুসারে শূন্যের ঘরে একসঙ্গে একশো কুড়ি টাকার বেশি ধরা যায় না। আমি তা'ই ধরেছি।

: কেন ধরা যায় না? মিথ্যে বলছ না তো?

অর্থসংগ্রাহক চাকা ঘুরাতে যাচ্ছিল। গ্রাণি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'জিরো'তে কি একশো কুড়ি টাকার বেশি ধরা যায় না।

প্রশ্নটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে বললাম অর্থসংগ্রাহককে। সে সবিনয়ে আমাকেই সমর্থন জানিয়ে বলল, এক দানে চার হাজার টাকার বেশি লাভ দেওয়া হয় না।

ঃ তাহলে একশো কুড়ি টাকা ধর। উপায় নেই।

চাকা ঘুরলো। নম্বর উঠ্‌লো—তিরিশ।

গ্রাণি হারলেন।

ঃ আবার ধর—আবার!

প্রতিবাদ না করেই একশো কুড়ি টাকা ধরলাম। চাকা ঘুরতে লাগলো। গ্রাণি কম্পিতভাবে চাকার দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি হয়তো ভাবছিলেন এবারও "শূন্য" উঠ্‌বে। বিজয়ের সুদৃঢ় বিশ্বাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখখানি। তাঁর মনে অবিচল আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল—মুহূর্তের মধ্যেই তিনি শুনতে পাবেন—"জিরো" উঠেছে।

বলটি লাফিয়ে পড়্‌লো। অর্থসংগ্রাহক বলে উঠ্‌লো—"শূন্য"! গ্রাণি বিজয়গর্বে একবার আমার পানে চাইলেন। আমি নিজেও জুয়াড়ী। সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম—আমার বাহু ও পা দু'খানি কাঁপছে। কম্পন আরম্ভ হয়েছিল মাথার ভিতরেও। কয়েকবারের মধ্যে তিন তিনবার জিরো পড়ে না সচরাচর। তবে, বিস্ময়ের কিছু নেই এতে। দুদিন আগে তিনবার পর পর "জিরো" পড়তে দেখেছি।............

অনেক টাকা জিতলেন গ্রাণি। টাকাটা গুণে দেওয়া হ'লো তাঁকে। তিনি পোটাপিচ্‌কে ডাকলেন না এবার। হয়তো অন্য কিছু ভাবছিলেন। গ্রাণি চুপ করে রইলেন, এতটুকুও কাঁপলেন না। বোধ হয়, তাঁর অন্তরে কম্পন সুরু হয়েছিল তখন।

গ্রাণি বললেন, ও বলল না—এক সঙ্গে চার হাজার টাকার বেশি লাভ দেওয়া হয় না। এসো এই চার হাজার টাকা লাল এর উপর ধর।

প্রতিবাদ করা নিরর্থক।

চাকা ঘুরতে লাগলো। .....

: লাল!—অর্থসংগ্রাহক ঘোষণা করলো। চার হাজার টাকা আট হাজার হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যেই। গ্রাণি বললেন, চার হাজার আমায় দিয়ে বাকী চার হাজার আবার 'লাল'-এর উপর ফেল।

: লাল!

এবারও 'লাল' পড়লো।

: সবসুদ্ধু বারো হাজার! আমায় সব টাকাটা দাও। সোনাটা ও নোটগুলো থলের মধ্যে পূরে নাও। যথেষ্ট হয়েছে—এবার বাড়ি চল। চেয়ারটা ঘুরিয়ে বার করে নাও!

একাদশ পরিচ্ছেদ

চেয়ারটি দরজার কাছে আনা হলো। উৎফুল্ল দীপ্তিময়ী হয়েছিলেন গ্রানি। পার্টির সকলেই তাঁকে ঘিরে ধরে অভিনন্দন জানালো। হোক্ তাঁর আচরণ অদ্ভুত। এই বিজয় তাঁর অনেকগুলো দোষই ঢেকে দিল। জেনারেল এই মহিলার সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে আত্মীয়তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলেন না। বিনম্র প্রশান্ত হাসির সঙ্গে গ্রানিকে অভিনন্দন জানালেন। অপরাপর দর্শকের মতো জেনারেলকেও বেশ বিচলিত দেখালো। তাকে একটু ভালো করে দেখবার জন্যে এগিয়ে এলো অনেকে। মিঃ এষ্টলি এক পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন ইংরেজের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা সীমাহীন বিস্ময়ের সঙ্গে গ্রাণির দিকে চেয়ে ছিলেন। দ্য গ্রিয়ুকস হাসি ও অভিনন্দন বর্ষণ করছিলেন।

মলি ব্ল্যাঙ্কি খোসামুদের স্বরে বলল, কিছু টাকা পেলেন, মাদাম।

: হ্যাঁ, হাজার বারো তো পাওয়া গেল। হ্যাঁ—বারো—! সোনাটা কী হবে? সোনাটা সুদ্ধু নিয়ে প্রায় তেরো হাজার হবে। আচ্ছা, আমাদের দেশীয় মুদ্রায় কত হবে? ছ' হাজার হবে কি?

বললাম, সাত হাজারের বেশি হবে, বর্তমান বাজার দরে আট হাজারও হতে পারে।

: বাঃ—আট হাজার! আর তোমরা—সব বোকারা—এখানে থেকে কিছুই কর না! দেখ্লি পোটাপিস্, দেখলি তো মার্ফা?

সাপের মতো দুলে সার্ফা বলল, সত্যিই আট হাজার টাকা পেয়ে গেলেন?

: এই নে—এই মোহর পাঁচটি তুই নিয়ে নে। পোটাপিস ও মার্ফা তার হাতে চুমো খাবার জন্য এগিয়ে এলো।

: চাকরদের দশ টাকা করে দাও। ওদেরও মোহর একটি করে দিয়ে দাও তো আইভ্যানোভিচ্। ওরা লম্বা সেলাম ঠুকছে কেন? ওরা আমায় অভিনন্দন জানাচ্ছে কি? দাও—একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে দাও।

ছেঁড়া কোট-পরা সেই গোঁফওলা লোকটি ক্যান্ ক্যান্ করতে করতে গ্রাণির দিকে এগিয়ে আসছিল। টুপিটি হাতে নিয়ে নাড়ছিল সে।

: দাও—ওকেও দশটি টাকা দাও! না—কুড়ি টাকা দাও। তাই যথেষ্ট। আমায় তোল, বাইরে নিয়ে চল এবার। প্রেস্কোভিয়া—।

পোলিনার দিকে ফিরে বললেন, কালই তোমায় একটি পোশাক কিনে দোব। মলি—ওর নাম মলি ব্ল্যাঙ্কি নয় কি? তাকেও পোশাক কিনে দিতে হবে।

মলি ব্ল্যাঙ্কি বলল, আপনার দয়া অপরিসীম।

কপট হাসি হাসলো সে। জেনারেল অপ্রস্তুত বোধ করছিলেন।

রাস্তায় পৌছলাম আমরা। জেনারেল যেন স্বস্তি পেলেন।

জেনারেলের নার্স সম্বন্ধে গ্রাণি বললেন, ওর মন খারাপ করবার কিছু নেই। ওকেও একটি জামা কিনে দোব' খন।…দেখ তো আইভ্যানোভিচ্, ঐ গরীব লোকটি কে।

ছিন্ন বসন একটি কুব্জ আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। বললাম, লোকটি নিশ্চয় গরীব নয়, ধূর্ত।

: ওকে একটি টাকা দাও না।

একটি টাকা দিলাম তার হাতে। অবাক হয়ে সে চাইল আমার দিকে। তারপর টাকাটি পকেটে পূরে নিল। তার মুখে মদের উগ্র গন্ধ।

: আর—দেখ আইভ্যানোভিচ, তুমি এখনও ভাগ্য-পরীক্ষা করনি তোমার?

: না গ্রাণি।

: কিন্তু তোমার চোখ দুটো জল্ জল্ করছিল কেন?

: জানিনা, তবে—পরে একদিন ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবো নিশ্চয়।

: সোজা "জিরো"য় ধরতে হবে। বুঝলে? তোমার হাতে কত টাকা আছে?

: দু'শো টাকা।

: মাত্র? আমি তোমায় পাঁচশো টাকা দিচ্ছি। তারপর জেনারেলের দিকে ঘুরে বললেন, তা'বলে তুমি কিছু আশা করোনা। তোমায় একটি পয়সাও দিচ্ছিনা।

জেনারেল কপাল কুঞ্চিত করলেন, উচ্চবাচ্য করলেন না।

চেঁচিয়ে উঠলেন গ্রাণি, ভিখিরী—ঐ আর একটি ভিখিরী, ওকে একটি টাকা দাও, আইভ্যান্—

এবার এলো একটি পলিতকেশ বৃদ্ধ। তার একখানি পা কাঠের, পরণে নীল কোট, হাতে একটি লম্বা লাঠি। জরাগ্রস্ত সৈনিকের মতো দেখাচ্ছিল তাকে। কিন্তু তার দিকে একটি টাকা বাড়িয়ে ধরতেই একটু পিছু হটে সে আমার দিকে তাকালো সক্রোধে। বলল, এ কী, ঠাট্টা করছ?

তাকে হাত নেড়ে বিদেয় করে দিয়ে গ্রাণি বললেন, ও একটা আস্ত আহাম্মক। চল, আমার ক্ষিদে পেয়েছে। এবার যেতে হবে। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার আসবো।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আবার খেলবেন?

: খেলবোনা? ভেবেছ কি—তোমরা সবাই এখানে বসে বসে সময় কাটাবে, আর আমি তোমাদের পাহারা দেব?

ডি গ্রিয়ুকস্ এগিয়ে এলেন। বললেন, সুযোগ বার বার আসে না। বেশি খেলতে গিয়ে শেষকালে ভয়ানকভাবে হেরে যাবেন।

: তোমাদের কী তাতে, আমি তো আর তোমাদের টাকা হারাবো না! তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন, মিঃ এষ্টলি কোথায়?

: সে নাচঘরেই রয়েছে।

: আহা—হা। সত্যিই, তিনি বড় ভাল লোক।

বাড়ি ফিরে এলাম। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হলো সিঁড়িতেই। গ্রাণি জিতেছেন বলে উল্লাস প্রকাশ করলেন তিনি। ফিডোশিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে

তার হাতে তিরিশ টাকা দিয়ে খাবার আনতে বললেন। মার্ফা ও ফিডোশিয়া তাঁর খাবার সময় দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

মার্ফা বলল: আমি প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে দেখছিলাম। পোটাপিচকে বলছিলাম, আমাদের কর্ত্রী এ কী করছেন? এত টাকা! আমি আমার জীবনে এত টাকা দেখিনি। জিজ্ঞেস করছিলাম—ভদ্দরলোকেরা সব কোত্থেকে আসে? মনে হচ্ছিল—ঠিক জিতবেন আমাদের কর্ত্রী। ঈশ্বরের কাছে শুধু প্রার্থনা করেছিলাম আপনার জন্য। আমার বুকটি দপ্ দপ্ করে কাঁপছিল। বলছিলাম—ঈশ্বর আপনার সহায় হোন। আর সেই ঈশ্বর আপনার ভাগ্য ফিরিয়ে দিলেন!. দেখুন না, সেই যে কাঁপন আরম্ভ হয়েছে এখনও থামেনি।

: খাবার পর চারটের মধ্যে তৈরী হয়ে থেকো। আমরা চারটেয় যাবো। এখনকার মত বিদায়। আমার জন্য একটা ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়ো। ভুল করোনা যেন। আমায় একটু জল খেতে হবে। তুমি যাও, হয়তো ভুল হয়ে যাবে।

মোহাচ্ছন্নের মতো চললাম। একবার ভাববার চেষ্টা করলাম—কী হবে আমাদের দলের লোকগুলোর, ঘটনা-প্রবাহ কোন দিকে ছুটবে। দেখলাম—প্রথম ধাক্কাটা এখনো সামলে উঠতে পারেনি ওরা—বিশেষ করে, জেনারেল। যে গ্রাণির মৃত্যু-সংবাদ তারা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করছিল, তাঁর সশরীরে উপস্থিতি বানচাল করে দিয়েছে তাদের সম্পূর্ণ কর্ম-পদ্ধতি। জুয়ায় গ্রাণির এই অভিযান তাদের বোকা বানিয়ে দিয়েছে।

প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টির গুরুত্ব বেশি। গ্রাণি দু'বার বলেছেন—জেনারেলকে টাকা দেবেন না তিনি। তবু,—। এখনও নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। জেনারেলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্য গ্রিয়ুকস আশা ছাড়েননি এখনও। মলি ব্ল্যাঙ্কিও হয়তো জেনারেলের সঙ্গে জড়িত (তার উদ্দেশ্য বহু-বিত্তের অধিকারী জেনারেলকে বিয়ে করা)। সেও নিরাশ হয়নি। গর্বিতা ও দুর্জ্ঞেয়া পোলিনা অনুগ্রহ চায় না কারো। ব্ল্যাঙ্কি তার মতো নয়। সকল কৌশলই

সে প্রয়োগ করতো গ্রাণির উপর। কিন্তু তিনি জুয়ায় জিতেছেন, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ হয়েছে। এখন হয়তো সবই ভেস্তে গেল। শিশুর মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর উল্লাসের মাত্রা এত বেশি যে না হারা পর্য্যন্ত তিনি খেলবেন। গ্রাণির প্রতিটি দান যেন জেনারেলের বুকে এক একটি ক্ষতের মতো দাগ কেটে গেছে। উন্মাদ হয়ে পড়েছেন জেনারেল। স্য গ্রিয়ুকস ও ক্ষিপ্ত মলি স্য কোমিনজেস দেখলো—তাঁর মুখের পেয়ালা খসে পড়লো। বিজয়ের উন্মত্ততার গ্রাণি যখন সকলকে টাকা দিচ্ছিলেন, রাস্তার প্রতিটি লোককেই ভিখারী ভাবছিলেন, তখনও তিনি জেনারেলকে বলছিলেন : তোমায় কিছু দিচ্ছিনা। মানে—এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

গ্রাণির ঘর থেকে বেরিয়ে আমার আস্তানায় যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে মনের মধ্যে এ-সব কল্পনা করছিলাম। বেশ আমোদ বোধ করলাম তাতে। অভিনেতৃবর্গের মনোভাব সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করছিলাম। নাটকের রহস্য ও নিগূঢ় তাৎপর্য বোধগম্য হলো না, তবু। পোলিনা মনের কথা প্রকাশ করেনি আমার কাছে। কখনও-বা তার তীব্র আবেগ লক্ষ্য করেছি। আসল কথাটি চেপে সে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছে। অনেক কিছুই গোপন করেছে সে। এই রহস্যজনক দুর্ণিবার পরিস্থিতির পরিণাম কল্পনা করলাম। আর এক ধাক্কাতেই সব শেষ হয়ে যাবে—ফাঁস হয়ে যাবে সবই। আমার নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবলাম না একবারও। বিচিত্র ছিল আমার মনের ভাব। আমার কাছে আছে মাত্র দু'শো টাকা। প্রবাসী বেকার আমি—আশা নেই, উন্নতি নেই, আর সে-চিন্তাও নেই। স্নধু পোলিনার জন্য! নইলে এই আসন্ন বিপদে আত্মঘাতী হতাম; হাসতে হাসতে চিৎকার করে উঠতাম। পোলিনার চিন্তায় অধীর হয়েছিলাম আমি। মনশ্চক্ষে দেখলাম—তার অদৃষ্ট নিরূপিত হচ্ছে। কিন্তু সেজন্য ভাবছিলাম না। সে-রহস্য অনাবৃত করবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল মনে। সে আমার কাছে এসে বলুক—"আমি তোমায় ভালবাসি।" তা যদি না হয়, আর এ যদি হয় এক উন্মাদনা—ত'াহলে চিন্তার কী আছে?

আমি কী জানি—কী আমি চাই? আমি যেন সম্বিৎহারা হয়ে পড়েছি আমি চাই—তার বিজয়ে ও গৌরব-দীপ্তিতে সারাটি জীবন তারই পাশে থাকতে! আর কিছু জানি না। আমি কী তাকে ছাড়তে পারি?

তেতালায় দাঁড়িয়ে পোলিনাদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কে যেন আমায় ইশারা করছে। দেখলাম, পোলিনা দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে। দরজাখানি হাত দশেক দূরে। সে যেন আমারই অপেক্ষায় ছিল। আমায় দেখতে পেয়ে ইশারা করেছিল সে-ই।

: পোলিনা!

: চুপ!

অনুচ্চকণ্ঠে এবার বললাম, দেখ! আমার মনে হচ্ছিল—কে আমায় ডাকছে, এদিক ও-দিক দেখছিলাম তাই। তুমি? তোমার গায়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে!

ব্যস্তভাবে পোলিনা বলল, তা' হবে। এই চিঠিখানি এষ্টলির হাতে হাতে দিয়ে এসে। দেরী করো না। জবাব আনবার দরকার নেই। তিনি—

অসমাপ্ত রয়ে গেল তার মুখের কথাটি।

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, মিঃ এষ্টলি?

পোলিনা ততক্ষণে দরজার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তা'হলে তাদের মধ্যে চিঠিপত্র আদান প্রদান হয়!...ছুটে চললাম মিঃ এষ্টলির কাছে। হোটেলে তাঁর দেখা মিললনা। নাচঘরে খোঁজ করলাম, সেখানেও না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে ফিরে আসছিলাম। পথে তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি ক'জন ইংরেজ অশ্বারোহী ও ভদ্রমহিলার সঙ্গে যাচ্ছিলেন। চিঠিখানি তাঁর হাতে দিলাম তাঁকে ডেকে। থামবার বা আমার দিকে তাকাবার সময় ছিল না। তাঁর মনে হলো—ইচ্ছে করেই ঘোড়ার লাগাম ধরলেন তিনি।

ঈর্ষায় জর্জর হয়ে পড়েছিলাম কি? না, একেবারে নিরাশ হয়েছিলাম। জানবার ইচ্ছা হলোনা—কী লিখেছে সে। ভাবলাম, তিনি তার বন্ধু

তা' তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। বন্ধু হবার যথেষ্ট অবকাশও আছে তাঁর। কিন্তু এখানে ভালবাসা আছে কি? নিশ্চয় না। তবে বিষয়টা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। সব ব্যাপারই ঘোরালো মনে হলো।

হোটেলে পা দেওয়ামাত্রই প্রথমে দারোয়ান, তারপর ম্যানেজার জানাল— আমায় তলব করা হয়েছে তিন তিনবার লোক পাঠিয়ে খবর নেওয়া হয়েছে— আমি কোথায়। আমি যেন অবিলম্বে জেনারেলের ঘরে যাই।

মনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। জেনারেলের ঘরে গিয়ে দেখলাম—দ্য গ্রিয়ুকস আর মলি ব্ল্যাঙ্কি বসে আছে একা—তার মা নেই সেখানে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে কী পরামর্শ করছিল তারা। পাঠ-প্রকোষ্ঠের দরজাটি ছিল তালা-বন্ধ। এমন আর কোনদিন। একটি কোলাহল কানে এসে বাজলো—দ্য গ্রিয়ুকস-এর কুপিত কণ্ঠস্বর, মলি ব্ল্যাঙ্কির রাগোক্তি আর জেনারেলের সকরুণ মিনতি। আমার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই সবাই নীরব ও সংযত হলো। মাথার চুলের উপর হাত বুলাতে বুলাতে দ্য গ্রিয়ুকস তাঁর রুষ্ট মুখখানির উপর সেই মামুলী ফরাসী হাসি টেনে আনলেন—আমি যা ঘৃণা করি। জেনারেল তাঁর পদ-মর্যাদার উপযুক্ত গাম্ভীর্য আনবার চেষ্টা করলেন। শুধু রোষদীপ্ত মলি ব্ল্যাঙ্কির চেহারার বিশেষ কোন পরিবর্তন হলো না। অধীর আগ্রহে একবার আমার উপর দৃষ্টিক্ষেপ করে চুপ করে রইলো সে। এখানে বলে রাখি—আজকাল সে আমায় গভীর অবজ্ঞার চোখে দেখে। আমার নমস্কারের প্রতি-নমস্কার জানায় না। আমার সঙ্গে দেখাই করেনা।

প্রশান্ত, বিনম্রকণ্ঠে জেনারেল বললেন: দেখ, আমার ও আমার পরিবারবর্গের প্রতি তোমার আচরণ সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁর মুখের কথা টেনে নিয়ে বিরক্তি ও অবজ্ঞার সঙ্গে গ্রিয়ুকস বললেন, শুনছেন মশায়, জেনারেল আপনাকে বলতে চান আপনি যেন তাঁকে ধ্বংস—হ্যাঁ, ধ্বংস—না করেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন করে?

ইতস্তত: করে ত্য গ্রিয়ুকস্ বললেন, আপনি কেন—কী বলে—এই বৃদ্ধার "গাইড্" হচ্ছেন? জানেন, তিনি এ'ভাবে তাঁর সব টাকা খোয়াবেন? আপনি নিজেই তো দেখেছেন—কেমন করে তিনি খেলেন। একবার হারতে আরম্ভ করলেই তিনি তাঁর জেদ ছাড়বেন না। সবই হারবেন। তখন?

জেনারেল বললেন, তখন সমস্ত পরিবারটা সুধু তোমারই জন্য ধ্বংস হবে। তোমায় স্পষ্ট করে বলতে আপত্তি নেই—আমি ও আমার পরিবারবর্গই তাঁর উত্তরাধিকারী, তাঁর আর কোন নিকট আত্মীয় নেই। তাছাড়া, আমার কাজকর্ম সব এলোমেলো হয়ে আছে। আমার মনের অবস্থা সম্বন্ধে তুমিও কিছু কিছু জান। তিনি যদি সব হারিয়ে বসেন, তখন কী হবে আমার ও আমার পোষ্যদের?

জেনারেল ত্য গ্রিয়ুকস-এর দিকে চাইলেন। তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন ঘৃণাভরে। জেনারেল আবেগভরে বলে উঠলেন, আমাদের রক্ষা কর আইভ্যানোভিচ্!

: কিন্তু—আমি কেমন করে পারবো—এতে আমার কী হাত আছে?

: তুমি তাঁর সঙ্গে যেতে অস্বীকার কর, তাঁকে ছাড়।

বললাম, তা'হলে আর কেউ জুটবে, নিশ্চয়।

ত্য গ্রিয়ুকস বললেন: না, তাঁকে ছেড়ে যাবেন না। তাঁকে খেলতে বারণ করুন—বেশি খেলতে দেবেন না। যে কোন উপায়ে তাঁকে সে-পথ থেকে ফিরিয়ে আনুন।

সবিনয়ে বললাম, আমি তা' পারবো কেমন করে? আপনিই কেন সে কাজটা করুন না, ত্য গ্রিয়ুকস?

ত্য গ্রিয়ুকস-এর দিকে তীব্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিপাত করলো মলি ব্ল্যাঙ্কি। এক বিচিত্র ভাব প্রকাশ পেলো ত্য গ্রিয়ুকস-এর মুখে। তিনি তা' লুকোতে পারলেন না।

দু'হাত [illegible] গ্রিয়েকস্ বললেন, কথা হচ্ছে—তিনি আপাততঃ আমার কথা শুনবেনই না। [illegible] যদি পরে—

মলি ব্ল্যাঙ্কির দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

মধুর হাসিভরা মুখে এগিয়ে এলো মলি ব্ল্যাঙ্কি। সে হাত বাড়িয়ে দিল আমার হাতের দিকে। বলল, হ্যাঁ আপনি—আপনিই পারেন এ কাজ।

তার ক্রুর মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হলো। শিশুসুলভ সারল্য ফুটে উঠ্‌লো তার মুখে। সে এক দুষ্টু চাহনি চাইলো।

জেনারেল লাফিয়ে উঠ্‌লেন: হ্যাঁ, হয়েছে। আমায় রক্ষা কর, আইভ্যানোভিচ্। আমি ভাবিনি তা। তোমায় মিনতি করছি—একমাত্র তুমিই আমাদের বাঁচাতে পার। আমি ও মলি তোমায় আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। তুমি সব বুঝতে পারছ—বুঝতে পারছ, নিশ্চয়।······

অনুকম্পা হচ্ছিল তাঁর উপর!

দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। আগল খোলা হলো। দরজায় ঘা দিচ্ছিল চাকর। তার পেছনে দাঁড়িয়েছিল পোটাপিচ্। ওরা গ্রাণির কাছ থেকে এসেছে। তাদের পাঠানো হয়েছে আমায় অবিলম্বে খুঁজে বা'র করে নিতে। পোটাপিচ্ আমায় জানাল—উনি রাগ করেছেন।

: কিন্তু এই তো সবে সাড়ে তিনটে!

জানলাম, ঘুমুতে পারেননি উনি। সারাক্ষণ ছটফট করছিলেন শুধু। তারপর বিছানা থেকে উঠে নিচে যেতে চাইলেন। তিনি এখন সদর দরজায় অপেক্ষা করছেন।

আমার অনুপস্থিতিতে ব্যাকুল গ্রাণিকে পেলাম সিঁড়িতে। চারটে অবধি অপেক্ষা করতে পারেননি তিনি। আমায় দেখে বললেন, এসো!

আবার জুয়াঘরে চললাম আমরা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চঞ্চল, উগ্র হয়েছিলেন গ্রানি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, এই জুয়া তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছে। আর কোন কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিলনা তাঁর। তিনি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। আগের মতো রাস্তায় কোন প্রশ্নই করলেন না। সুধু সুসজ্জিত এক একখানি শকট সেদিক দিয়ে ঘুরতেই জিজ্ঞেস করছিলেন: এটা কী? কে যাচ্ছে?...যথোচিত উত্তর দিচ্ছিলাম, কিন্তু আমার বিশ্বাস—তিনি শুনতেই পাচ্ছিলেন না আমার কথা। অর্থহীন, অধীর অঙ্গ-ভঙ্গি করছিলেন তিনি। তাঁর মনোযোগ বাধা পাচ্ছিল তাতে। বার্মারহাম-এর ব্যারণ ও ব্যারণপত্নী এলেন সেদিকে। তাঁদের দেখালাম গ্রাণিকে। একবার উদাসীনভাবে তাঁদের দিকে চেয়ে তিনি পোটাপিচ ও মার্ফার দিকে ফিরলেন। বললেন, তোরা আমার উপর ঝুঁকে রয়েছিস্ কেন? বার বার তোদের সেখানে নিয়ে যাবো না। বাড়ি যা।

বাড়ি ফিরে গেল তারা। তিনি বললেন, তুমি আর আমিই যথেষ্ট।

নাচঘরে গ্রাণির প্রতীক্ষায় ছিল সবাই। অর্থ-সংগ্রহকেরা গ্রাণির জন্য যায়গা করে দিল তাদের পাশেই। সর্বদাই ওরা বেশ ভদ্র, ব্যাঙ্কের হারজিত বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। কিন্তু আমার ধারণা—ব্যাঙ্ক যখন ঘাটতি দিতে থাকে, তখন তারা ঠিক তা নয়। খেলোয়াড়দের আকৃষ্ট করবার জন্য তাদের পুরস্কার ও বোনাস্ দেওয়া হয়। পূর্বাহ্নেই তাদের উপর নির্দেশ দেওয়া থাকে। গ্রাণিকে তারা ধরলো শিকার।

আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম তা'ই ঘটলো। গ্রানি আমায় নির্দেশ দিলেন—"জিরোর" উপর একশো কুড়ি টাকা দান ধর।

একবার···দু'বার তিনবার!······

"জিরো" এলোনা ঘুরে।

অধীর হয়ে উঠলেন গ্রাণি : ধর—ধর! আবার! আমি শুধু তাঁর নির্দেশ পালন করে চললাম।

দাঁত কড়মড় করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ক'বার ধরেছ?

: বারো বার। মোট চোদ্দশো চল্লিশ টাকা! আমি বলছিলাম—খুব সম্ভব, সন্ধ্যা পর্যন্ত—

: চুপ কর। জিরোতেই ধরতে থাক। আর লাল-এর উপর এক এক হাজার টাকা দাও।

লাল উঠলো। জিরো হারালো আবার। এক হাজার টাকা লাভ হলো লাল-এ।

: দেখলে—দেখলে! যা হেরেছি, প্রায় সবটাই উঠে এসেছে। আবার "জিরো" ধর। আর দশবার ধরবো, তারপর ছাড়বো।

পাঁচ বারের বার গ্রাণি সম্পূর্ণ ধৈর্যহারা হলেন। বললেন, জিরোর উপর যেন শয়তান বসেছে। লালের উপর চার হাজার ধর।

: খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে গ্রাণি। যদি লাল না পড়ে?

গ্রাণি আমার প্রায় মারছিলেন আর কি! আমায় তিনি এত জোরে ধাক্কা দিলেন যে তাকে অনায়াসে 'মার'—বলা যেতে পারে।

কিন্তু উপায় নেই। সেই চার হাজার টাকা ধরলাম লালের উপর। তিনি যে জিতবেন, এ-সম্বন্ধে তাঁর এতটুকু সন্দেহ ছিল না। চাকা ঘুরলো। গ্রাণি সহজভাবে সোজা হয়ে বসে রইলেন।

অর্থসংগ্রাহক ঘোষণা করল : জিরো!

গ্রাণি প্রথমটা বুঝতে পারেন নি। অর্থসংগ্রাহক যখন টেবিলের টাকা কুড়িয়ে নিল, তখনই তিনি বুঝলেন—যার উপর তিনি দু'চার হাজার টাকা ধরেছেন, আর—একটু আগেই যাকে গাল পাড়ছিলেন—সেই "জিরো" পড়েছে। হাত পা ছুঁড়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন গ্রাণি। আশে-পাশে যারা ছিল তারা সবাই এই দৃশ্য দেখে হাসলো। কেঁদে বললেন গ্রাণি, "জিরো"ই পড়লো

শেষে। এ শুধু তোমারই জন্য! আমায় ধাক্কা মেরে গ্রানি বলে উঠলেন, তুমি—তুমিই আমায় প্রতারিত করেছ।

আমার নিজের পক্ষে যা সুযুক্তি মনে হয়েছে, তাই বলেছি। কিন্তু সুযোগ কখন আসবে বা আসবেনা, আপনাকে কেমন করে বলবো?

রেগে উঠলেন তিনি। বললেন, আমি নিজেই সুযোগ নেব। তুমি চলে যাও!

: নমস্কার, গ্রানি।

চলে যাবার জন্য ফিরলাম।

: থাম। থ'ম আইভ্যানোভিচ্—থাম! কোথায় যাচ্ছ? এসো। কী হয়েছে? ইস্, রাগ করেছেন উনি! বোকা কোথাকার! এসো, এসো—রাগ করোনা। আমি নিজেও আহাম্মক। এসো, আমায় বল, এখন কী করি?

: সে-ভার আমি নিতে পারবোনা, গ্রানি। পরে দোষারোপ করবেন আপনি। আপনি নিজেই দেখুন, আপনার কথামতো আমি দান ধরে যাবো।

: বেশ, বেশ! লালের উপর আর চার হাজার ধর। এই নাও আমার ব্যাগটি।

তিনি পকেট থেকে ব্যাগটি তুলে আমায় দিলেন। জানালেন—কুড়ি হাজার টাকা আছে তাঁর ব্যাগে।

বিড়্ বিড়্ করে বললাম,—এ সব দান—

: আমি তো বেঁচেই আছি। টাকাটা তুলে না নিয়ে যাচ্ছিনে। দান ধর।

দান ধরে আমরা হারলাম।

: আট হাজার ধর।

: তা পারবেননা। সর্বোচ্চ দান হলো চার হাজার।

: বেশ, চার হাজারই ধর।

আমরা এবার জিতলাম। গ্রাণি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। আমায় ধাক্কা দিয়ে তিনি বললেন, দেখেছ—দেখেছ! আবার চার হাজার ধর।

তিনি ধরলেন। হারলেন। বার বার হেরেই চললেন।

বললাম, বারো হাজার গেছে, গ্রাণি।

অন্যমনস্কভাবে তিনি বললেন, সবই তো গেছে দেখছি। ইস্! আর চার হাজার ধর।

: কিন্তু আর যে টাকা নেই! কতগুলো রাশিয়ান টাকা ও "বিল" ছাড়া আর কিছু নেই।

: ঐ থলের মধ্যে?

: থলেতে কয়েকটি খুচরো টাকা আছে মাত্র।

: এখানে টাকা ভাঙিয়ে নেওয়া যায়না কারো কাছ থেকে? শুনেছিলাম, এ সব যায়গায় যে কোন নোটও 'বিল' ভাঙানো যায়।

: হঁ্যা, তা যায়। কিন্তু বিনিময়-হিসাবে আপনার অনেক ক্ষতি হবে তা'তে। সে যে ইহুদীর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

: তা হোক্। ক্ষতিটা খেলায় জিতে পূরণ করে নোব। আমায় নিয়ে চল সেখানে। ডাক তো—সেই বোকাদের—মানে, যারা টাকা খুচরো করে দেবে তাদের।

চেয়ারটা ঘোরানো হলো। কুলিরা এলো। আমরা নাচঘরের বাইরে এলাম।

গ্রাণি বললেন, তাড়াতাড়ি কর। পথটা দেখিয়ে দাও, আইভ্যান্। যেটি কাছে সেখানেই নিয়ে চল। খুব বেশি দূর হবে কি?

: না-না, এই তো—ঐখানে—।

...... রাস্তার মোড়ে আমাদের দলের সঙ্গে দেখা হলো। সুধু পোলিনা ও মিঃ এষ্টলি ছাড়া আর সকলেই ছিল সেই দলে।

গ্রাণি বলে উঠলেন, আমাদের পথ আগলে রয়েছ কেন তোমরা? কী চাও? পথ ছাড়। তোমাদের জন্য নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই।

আমি পেছন ফিরে তাকালাম। দ্য গ্রিয়ুকস ছুটে এলেন আমার দিকে।

চুপি চুপি তাঁকে জানালাম, সকালে যা পেয়েছিলেন, এবেলা তার সবই হেরেছেন তিনি। এখন আমরা টাকা ভাঙাতে চলেছি।

দ্য গ্রিয়ুকস উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন জেনারেলকে খবর দিতে। গ্রাণিকে ঘুরিয়ে নিয়ে চললাম আমরা।

জেনারেল আমায় উদ্দেশ্য করে ডাক দিলেন : দাঁড়াও, দাঁড়াও।

বললাম, আপনিই গ্রাণিকে থামাবার চেষ্টা করুন।

কাছে এসে জেনারেল বললেন, কাকিমা আমরা এক্ষুণি…এক্ষুণি—…

—(তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো, তারপর জড়িয়ে এলো)—ঘোড়া নিয়ে গাঁয়ের দিকে যাচ্ছি…খুব চমৎকার দৃশ্য… পাহাড়ের চূড়া।…তোমায় নিতে এসেছি আমরা—

: রাখ তোমার সেই চূড়াটির কথা।

জেনারেল বললেন, সেখানে গাছ-পালা আছে—আমরা চা খাবো—

গ্রাণি বললেন, কেন আমায় বিরক্ত করছ তোমরা? আমি বলছি—আমার সময় নেই।

গ্রাণিকে বললাম, এখানেই—এই ব্যাঙ্কে।

ব্যাঙ্কে গেলাম নোট ভাঙাবার জন্যে। গ্রাণি দরজায় রইলেন তার গাড়িতে বসে। দ্য গ্রিয়ুকস, জেনারেল ও ব্ল্যাঙ্কি দূরে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়ালেন। গ্রাণি একবার তাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। নাচঘরের পথ ধরে তারা চললো ধীরে ধীরে।

ব্যাঙ্ক এমন অসম্ভব শর্ত আমায় দিল যে আমি তা গ্রহণ করতে পারলামনা। ফিরে এলাম গ্রাণির কাছে।

শর্ত শুনে তিনি হাত দু'টো ছুঁড়ে বললেন, কী ডাকাত! তা বেশ—পরোয়া নেই, ব্যাঙ্কারকে আমার কাছে ডেকে দাও।

: ব্যাঙ্কের কোন কেরাণীর কথা বলছেন কি?

: হ্যাঁ, ঈস্! একেবারে ডাকাত :……

জনৈক অসমর্থ বৃদ্ধা কাউণ্টেস্ নিজে ব্যাঙ্কে যেতে না পেরে তাঁকে আহ্বান করেছে জেনে কেরাণীবাবু তাঁর কাছে আসতে রাজী হলেন। রুশ, জার্মাণ ও ফরাসী ভাষা মিশিয়ে গ্রাণি তিরস্কার করলেন তাকে। দোভাষীর কাজ করতে হলো আমায়। গম্ভীর কেরাণীবাবু নীরবে শুনলেন, ঘাড় নাড়লেন। গ্রাণির দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি। অবশেষে নির্বোধের মতো হোঃ হোঃ করে হাসলেন।

গ্রাণি বললেন, যাও তো আইভ্যানোভিচ, টাকাটা বদলে নাও ওর কাছ থেকে। আমাদের হাতে সময় নেই মোটেই। এখানে না হয়, অন্য কোথাও চেষ্টা করতে হবে।

বললাম, কেরাণীবাবু বলছেন অন্য ব্যাঙ্কগুলো আরও কম দেয়।

টাকার অঙ্কটা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে, ব্যাঙ্কের "চার্জ" ছিল খুব বেশি। প্রায় বারো হাজার টাকার সোনা ও নোট নিয়ে হিসাব সমেত গ্রাণির কাছে গেলাম।

তিনি বললেন, হয়েছে—হয়েছে! গুণে কাজ নেই। চল, তাড়াতাড়ি চল।

গাড়ির চাকা ঘুরিয়ে দেওয়া হলো নাচঘরের দিকে। গ্রাণি বললেন, ঐ পোড়ো জিরো আর লাল-এ দান ধরবোনা।

তাঁকে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করলাম—দান ধরতে হয় অল্প অল্প করে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে দান বাড়ানো যাবে। প্রথমে তিনি রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু খেলতে আরম্ভ করে তিনি এত অধৈর্য হয়েছিলেন যে তাঁকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব হলো। দশ-কুড়ি টাকার দান জিততেই তিনি আমায় বলছিলেন, দেখ—এই দেখ—আমরা জিতেছি! দশ টাকার বদলে যদি চার হাজার ধরতাম, তা'হলে আমরা চার হাজার টাকা পেয়ে যেতাম! এ সামান্য টাকা পেয়ে কী লাভ? এ সুধু তোমারই জন্য।

বিরক্তি অনুভব করলাম আমি। তাই আর কোন উপদেশ না দেওয়াই স্থির করলাম।

হু গ্রিয়ুকস লাফিয়ে এলেন হঠাৎ। অপর দুজনে ছিল অদূরে। দেখলাম—মলি ব্ল্যাঙ্কি এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার মার সঙ্গে। প্রিন্সের সঙ্গে চোখ টিপাটিপি করছিল সে। জেনারেল কোন পাত্তাই পাচ্ছিলেন না সেখানে। তিনি তাকে আকৃষ্ট করবার যথাসামান্য চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ব্ল্যাঙ্কি ফিরেও তাকাচ্ছিলনা তাঁর দিকে। তিনি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ থর্ থর্ করে কাঁপছিল। গ্রাণির খেলা তিনি লক্ষ্য করতে পারছিলেন না। অবশেষে, ব্ল্যাঙ্কি ও প্রিন্স বেরিয়ে গেল, জেনারেল তাদের পেছনে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন।

গ্রাণির কানের কাছে মুখ নিয়ে মধুরকণ্ঠে ভাঙা রুষ-ভাষাতে হু গ্রিয়ুকস্ বললেন, এমন দান কখনও পড়েনা—না, না—অসম্ভব।

গ্রাণি তার দিকে ফিরে বললেন, তা কেমন করে পড়ে আমায় দেখিয়ে দাও।

হু গ্রিয়ুকস্ ফরাসী ভাষায় কী বললেন, তাঁকে উপদেশ দিতে লেগে গেলেন উত্তেজিতভাবে। বললেন—সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে।

একটি সংখ্যা বেছে নেবার চেষ্টা করলেন তিনি। গ্রাণি একটি বর্ণ-ও বুঝতে পারলেননা তাঁর কথা। কথাটি বুঝিয়ে দেবার জন্য আমার দিকে ফিরলেন গ্রাণি। হু গ্রিয়ুকস পেন্সিল নিয়ে কী একটি হিসেব করতে লাগলেন। গ্রাণি ধৈর্য হারালেন। বললেন, যাও-যাও—কী বোকার মতো ঘ্যান্-ঘ্যান্ করছ। নিজেই কিছু বোঝনা! যাও!

হু গ্রিয়ুকস বলে উঠলেন, মাদাম! দেখুন!

গ্রাণি বললেন, বেশ ও যেমন বলে তেমনি একটি দান ধরে দাও। দেখা যাক না।

হু গ্রিয়ুকস বেশি টাকা দান ধরবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি পরামর্শ দিচ্ছিলেন—সংখ্যাগুলোর উপর দান ধরতে হবে—প্রত্যেকটি আলাদাভাবে, নয়তো সবগুলো এক সঙ্গে।

তাঁর নির্দেশমত প্রথমবারে বিজোড় সংখ্যাগুলোর উপর দশ টাকা ধরে বারো থেকে আঠারোয়, আর আঠারো থেকে ছাব্বিশে, পঞ্চাশ টাকা—মোট একশো ষাট টাকা ধরলাম।

চাকা ঘুরলো।

অর্থসংগ্রাহক ডাক দিল : "জিরো!"

হেরে গেলাম আমরা।

দ্য গ্রিয়ুক্সকে উদ্দেশ্য করে গ্রাণি বললেন, কোথাকার এক হাবা! পাজি ফরাসী! ব্যাটা পিশাচ, উপদেশ দিতে এসেছে। চলে যা—চলে যা। নিজে তো কিছুই জানেনা, অথচ এসেছে বাহাদুরি দেখাতে।

ক্ষুণ্ণ হলেন দ্য গ্রিয়ুক্স। ঘৃণাভরে গ্রাণির দিকে একবার চেয়ে তিনি চলে গেলেন। গ্রাণির ব্যাপারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পরামর্শ দিয়ে লজ্জা বোধ করলেন মনে মনে। দ্রুতপদক্ষেপে সেখান থেকে চলে গেলেন তাই।

যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম জিতবার, কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা সর্বস্ব হারলাম।

গ্রাণি বললেন, বাড়ি চল।

রাস্তায় না আসা পর্যন্ত কোন কথা বললেন না তিনি। হোটেলের কাছাকাছি এসে তিনি বললেন, বোকা, বোকা! তুমি একটা আস্ত বোকা!......

ঘরে ঢুকতেই গ্রাণি বললেন, জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও, আমরা যাচ্ছি এবার।

মার্ফা বলল, কোথায়?

: তোমার কী দরকার তাতে? তোমার কাজ তুমি কর। সব গুছিয়ে বেঁধে নাও। আমরা মস্কোয় ফিরে যাচ্ছি। পঞ্চাশ হাজার—পঞ্চাশ হাজার টাকা উড়িয়ে দিয়েছি।

পোটাপিচ বলল, পঞ্চাশ হাজার! বলছেন কী?

: আয় তো, বোকা কোথাকার। উনি এখন রসিকতা করছেন। একটু চুপ কর। জিনিসপত্র সব গুটাতে থাক। হোটেলের বিলখানি নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি।

তাঁর ব্যস্ততা কমাবার জন্য বললাম, গাড়ি যাবে সাড়ে নটায়।

: এখন হয়েছে কত ?

: সাড়ে সাতটা।

: কী মুস্কিল! তা'তে কিছু যায় আসেনা। দেখ আইভ্যানোভিচ, আমার কাছে একটি কপর্দকও নেই। মাত্র দুখানি 'নোট' আছে। এগুলো ওখানে গিয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে এসো। নইলে আমার পথ-খরচের টাকাও যে হচ্ছেনা!……

…আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এলাম হোটেলে। গ্রাণির ঘরে দেখলাম আমাদের পার্টিকে। গ্রাণির আসন্ন বিদায়ে তারা যেন মুসড়ে পড়েছে। জুয়ায় হেরে তিনি যতটা মনমরা হয়ে পড়েছেন, তার চেয়ে বেশি হয়েছে ওরা। এখান থেকে গেলে তাঁর সম্পত্তি রক্ষা হতে পারে। কিন্তু কী হবে জেনারেলের? দ্য গ্রিয়ুকস-এর পাওনা মিটাবে কে? মলি ব্ল্যাঙ্কি হয়তো গ্রাণির মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করবেনা। সে পাকড়াও করবে আর কোন প্রিন্স্ বা অন্য কাউকে। গ্রাণির সামনে দাঁড়িয়েছিল সবাই। তারা গ্রাণিকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, আর কটা দিন থাকতে অনুরোধ করছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলনা পোলিনা। গ্রাণি ভয়ানকভাবে চিৎকার করছিলেন। তিনি দ্য গ্রিয়ুকস্‌কে বললেন, আমায় একা থাকতে দাও তোমরা। শয়তানের দল কোথাকার! আমার সঙ্গে তোমাদের কী? ঐ ছাগলের দড়িটা আমার দিকে আসছে কেন? মলি ব্ল্যাঙ্কিকে বললেন, আর তুমি—ময়না, কী চাও? তুমি—জেনারেল, আমার মরণ কামনা করছ। কেমন, নয় কি? যাও এদের সবাইকে এখান থেকে বের করে দাও। তোমাদের কী দরকার এখানে? আমি আমার নিজের টাকা খুইয়েছি, তোমাদের নয়।

নতমস্তকে বেরিয়ে গেলেন জেনারেল। দ্য গ্রিয়ুকস্ তাঁর অনুসরণ করলেন।

মার্ফাকে আদেশ করলেন গ্রানি, প্রেসকোভিয়াকে ডেকে দাও।

মার্ফা ফিরে এলো পোলিনার সঙ্গে। পোলিনা ছেলেদের ঘরে বসেছিল। সে হয়তো ঠিক করেছিল—সারাদিন ঘর থেকে বেরোবে না। গম্ভীর, বিষণ্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট ছিল তার মুখখানি।

গ্রানি বললেন: প্রেসকোভিয়া, এক্ষুণি জানলাম, ঐ বোকাটা—তোমার সৎ-বাপ—অভিনেত্রী কিংবা তার চেয়েও জঘন্য একটা কিছু—ঐ ফরাসী স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে করতে চায়! বল তো, সত্যি কিনা?

পোলিনা উত্তর দিল, ঠিক জানিনা। তবে, মলি ব্ল্যাঙ্কি কিছু গোপন করেনা। তার কথা থেকে মনে হয়—

গ্রানি বাধা দিয়ে বললেন, হয়েছে হয়েছে—বুঝেছি। সে এ কাজ করতে পারে। আমি জানি—ও একটা বোকা, একেবারেই পরিণামদর্শী নয়। কারণ, সে জেনারেল হয়েছিল। তার সেই অহঙ্কারটা আছে। আমি জানি—ওগো মেয়ে! গ্রানি মরবে কিনা জানবার জন্য তোমরা মস্কোতে "তারে"র পর "তার" ছেড়েছ। ওরা স্বধু আমার টাকার সন্ধানেই আছে। টাকা নইলে ঐ নোংরা স্ত্রীলোকটি—কি বলে—দ্য কোমিনজেস্—ওকে চাকরও রাখবেনা। লোকে বলে—ওর নিজের কাছেও বেশ টাকা আছে। সে সুদে টাকা খাটিয়ে, যথেষ্ট পয়সা করেছে। তোমার দোষ দিচ্ছিনা, পোলিনা। তুমি তো আর "তার" করনি। তাছাড়া, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইনা আমি। আমি জানি, তোমার মেজাজ বোল্‌তার মতো। হুল ফোটাতে জান তুমি। তোমার মা কেটারিনা আমার প্রিয়পাত্রী ছিল। তোমার জন্য তাই আমার কষ্ট হয়। তুমি এখান থেকে চল আমার সঙ্গে। তুমি তো জান, তোমার কোথাও যায়গা নেই যাবার। অথচ—এদের সঙ্গে থাকাও তোমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়।

পোলিনা কী যেন বলতে যাচ্ছিল। গ্রাণি বললেন, থাম, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। তুমি জান, মস্কোতে আমার বিরাট প্রাসাদ রয়েছে। আমার মেজাজ তোমার ভালো না লাগে, তুমি সেখানে একতলায় একা থাকতে পারো। আমার সঙ্গে না হয় দেখাই করবেনা। বল, তুমি যাবে ?

: আগে বলুন, আপনি কি এক্ষুনি যাচ্ছেন ?

: তবে, আমি কি তোমায় ঠাট্টা করছি ? আবার বলছি—হ্যাঁ আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি—যাচ্ছি। তোমার ঐ জুয়ায় আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা হেরেছি। বছর পাঁচেক আগে কথা দিয়েছিলাম---ঈশ্বরের কাছে আমার "ষ্টেটের" একখানি গির্জা ভেঙে নতুন করে তৈরী করে দেবো। এখানে কতগুলো টাকা নষ্ট হয়ে গেল। সুধু সেই গির্জাটি তৈরী করবার জন্যই আমি এখন দেশে ফিরে যাচ্ছি।

: আপনি তো এখানকার জল খেতে এসেছিলেন।

: রেখে দাও তোমার জল! আমায় রাগিয়োনা। ইচ্ছে করেই কি এমন করছ ? বল, তুমি যাচ্ছ কিনা।

পোলিনা বলল, আপনি আমায় আশ্রয় দিতে চেয়েছেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি হয়তো শিগগির আপনার কাছে যাবো। কিন্তু এখন—এখানে একটি বিশেষ জরুরী কাজ আছে। তাই,—এক্ষুণি কিছু ঠিক করা তো—। তা', আপনি যদি আরো দিন পনেরো এখানে থাকতেন তা'হলে—

: তার মানে, তুমি যাবেনা!

: সত্যিই, আমি যেতে পারছিনা। তা'ছাড়া, আমি আমার ভাই-বোনকে ছেড়ে থাকতে পারিনা। কারণ, এমনও তো হতে পারে—তাদের তাড়িয়ে দেয় যদি—? আপনি যদি তাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি দেন, তা'হলে আমি যাবো। তবে হ্যাঁ, তার প্রতিদানও আমি নিশ্চয় দোব। ওদের ফেলে আমি যে যেতে পারিনা!

: বক্-বক্ করোনা। এই মুরগীর বাচ্চাদের জন্যও আমার ওখানে বেশ যায়গা হবে। মুরগীর ঘরটি বেশ বড়ই আছে। আর—ওদের এখন স্কুলে পাঠাবারও সময় হয়েছে। মনে রেখো প্রেস্‌কোভিয়া, তোমার ভালর জন্যই বলছিলাম। কিন্তু আমি জানি, তুমি যাচ্ছনা কেন। আমি সবই বুঝি। ঐ ফরাসীটা তোমার কোন ইষ্টই করবেনা।

পোলিনা রাঙা হয়ে উঠলো লজ্জায়।

আমি আতঙ্কিত হলাম। (সবাই জানে, আমিই সুধু কিছু জানিনা)।

গ্রাণি বলতে লাগলেন, ভ্রূকুটি করোনা। এর বেশি আর কিছু বলতে চাইনা আমি। দেখো, যেন কোন অনিষ্ট না হয়। বুঝলে? তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার জন্য আমার কষ্ট হবে। যাও—!

: আমি আপনাকে গাড়িতে তুলে দিতে যাবো।

: দরকার নেই। তোমাদের সকলের উপর বিরক্তি ধরে গেছে আমার।

পোলিনা গ্রাণির হাতে চুমো খেতে চাইলো। গ্রাণি তাঁর হাতটা সরিয়ে নিয়ে পোলিনার গালে চুমো খেলেন।

আমার পাশ দিয়ে যেতে পোলিনা আমার পানে তাকালো। পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল আবার। গ্রাণি এবার সম্বোধন করলেন আমায়: গাড়ি ছাড়বার আর এক ঘণ্টা মাত্র বাকি। তুমি নিশ্চয় বিরক্ত হয়েছ আমার উপর। এই নাও পঞ্চাশটি মোহর।

: ধন্যবাদ গ্রাণি, আমি লজ্জিত—

গ্রাণি ধমক দিয়ে বললেন, নাও, নাও!

নীরবে মোহরগুলো গ্রহণ করলাম।

: মস্কোয় যখন চাকরী খুঁজতে যাবে তখন আমার কাছে যেয়ো, আমি তোমায় কয়েকটি পরিচয়পত্র দোব। এখন যাও।......

ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। হাত দু'টো মাথার নীচে দিয়ে আধঘণ্টা চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম। মনখানি চিন্তাগ্রস্ত হলো। ইচ্ছা হোল—পোলিনার সঙ্গে

বোঝাপড়া করে নিই। ঐ ফরাসীটা! কথাটা তা'হলে সত্যি। কিন্তু কী আছে তার মূলে? পোলিনা ও দ্য গ্রিয়ুকস্। এদের মানায়না—মোটেই না।

না:, এ বিশ্বাস করা যায়না কিছুতেই! উন্মাদের মতো লাফিয়ে উঠলাম। একবার মি: এষ্টলির সঙ্গে আলাপ করা দরকার। তিনি হয়তো এ বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল। মি: এষ্টলি! তিনিও একটি হেঁয়ালি।

দরজায় টোকা শুনলাম।

পোটাপিচ এসেছে গ্রাণির কাছ থেকে। সে বলল, আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।

: কী হয়েছে? তোমাদের জিনিসপত্র সব গুছানো হয়েছে? গাড়ি ছাড়বার আর কুড়ি মিনিট মাত্র বাকী।

: গ্রাণি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমায় বললেন, তাড়াতাড়ি আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে। দেরী করবেন না, আসুন।

নিচে নেমে এলাম তক্ষুণি। গ্রাণিকে প্রবেশ-পথ দিয়ে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তাঁর হাতে ছিল পকেট-লাইট। আমায় দেখে তিনি বলে উঠলেন, তুমি আগে যাও, আইভ্যানোভিচ্, আমরা আসছি।

: কোথায়, গ্রাণি?

: এসো, চল টাকাটা ফিরিয়ে আনবো। দেরী করোনা। এখানে কি অনেকক্ষণ রাত্রি অবধি খেলা চলে?

মনে হলো—মাথায় বাজ পড়লো। ভাবলাম এক মুহূর্ত। তারপর মন স্থির করে ফেললাম। বললাম, আপনার যা খুসী করুন, আমি যেতে পারবোনা।

: কেন? কী হয়েছে? তুমি কি নেশা করেছ?

: আপনার যা ইচ্ছা করুন, কিন্তু আমি যেতে পারবোনা, এমনকি খেলা দেখবার জন্যও নয়। আমায় রেহাই দিন দয়া করে। এই নিন, আপনার মোহর।

পঞ্চাশটি মোহর সেখানে রেখে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বাইরে চলে এলাম।

: আহাম্মক কোথাকার! না এলো তো বয়ে গেল আমার। আমি নিজেই রাস্তা খুঁজে নিচ্ছি। পোটাপিচ, তুই চল আমার সঙ্গে। নে, আমায় একটু তোল।······

এষ্টলির দেখা পেলাম না। বাড়ি ফিরলাম অনেক রাতে। পোটাপিচের কাছে শুনলাম, আরো দশ হাজার টাকা হেরেছেন তিনি। সেই পোল্যাণ্ডের অধিবাসীটা তাঁকে সারাক্ষণ খেলা দেখিয়ে দিয়েছিল। তার আসার আগে গ্রাণি দান ধরিয়েছিলেন পোটাপিচকে দিয়ে। তারপর পোটাপিচকে ছেড়ে তিনি সেই লোকটিকে ধরেছিলেন। লোকটি রুষভাষা বুঝে। তিনটে ভাষার মিশ্রণে সে তার বক্তব্য প্রকাশ করছিল কোনমতে। গ্রাণি তাকে গালি দিয়েছেন, আর সে স্বধু টেবিলের উপর থেকে টাকা চুরি করেছে। দু'বার তিনি তাকে একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন। দু'বারই অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে টাকাটা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন আবার। একবার তিনি তার চুল ধরে টেনেছেন, চারদিকে সবাই হেসে আকুল হয়েছে। আমি যা দিয়েছিলাম, সবই হেরেছেন তিনি। শেষকালে বাড়ি ফিরে স্বধু এক গেলাস জল খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। তিনি পরিশ্রান্ত হয়েছেন, শিগগিরই ঘুমিয়ে পড়বেন। ঈশ্বর তাঁকে স্বমতি দিন।

পোটাপিচ এই বলে তার কথা শেষ করলো: আমি বললাম, এতে ভালো হবেনা কিছুই। আমাদের শিগগিরই মস্কোতে ফিরে যাওয়া উচিত। মস্কোতে আমাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিসই আছে—বাগান, ফুল, দুষ্প্রাপ্য গাছ, আরো কত কী! আতা দুলছে গাছে, কত ফাঁকা যায়গা পড়ে আছে। নাঃ, তবু বিদেশে আসতেই হবে। উঃ!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অসংবদ্ধ, তীব্র আবেগে আরব্ধ এই দিনপঞ্জীটিতে হাত দিইনি একমাসের মধ্যে। যে বিপদের আশঙ্কা করছিলাম, তা' এসেছে—কল্পনাতীত ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে। অন্ততঃ আমার পক্ষে সেটা বিচিত্র, মর্মান্তিক। অনেক ঘটনা ঘটে গেছে, যা আমার কাছে অত্যাশ্চর্য। অবশ্যি, আজ সবই দেখছি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে। ঘটনার আবর্তে পড়েছিলাম তখন। ঘটনাগুলো ছিল অস্বাভাবিক, অসাধারণ। আমার আচরণ ছিল সত্যিই চমৎকার। নিজেও বুঝতে পারছিনা—কী তার কারণ? স্বপ্নের মতো সবই আমার চোখের সামনে ভাসছে। আমার সহৃদয় আকুলতার কথাও মনে পড়ছে স্পষ্টভাবে। কিন্তু, আজ তা গেল কোথায়? সত্যিই, মাঝে-মাঝে মনে জাগে প্রশ্ন: আমি কী তখন অপ্রকৃতিস্থ ছিলাম না? আমি কী ছিলামনা এক পাগলা-গারদে? আজও হয়তো সেখানেই আছি। সে-ছিল আমার এক অদ্ভুত খেয়াল, এখনও সে-খেয়ালই রয়েছে।...

লেখাটি নিয়ে একবার পড়লাম। হয়তো, এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করলাম—লেখাটি পাগলের কারখানায় বসে লিখিনি।

এখন আমি সম্পূর্ণ একা। শরৎ আসছে। পিঙ্গল হয়ে আসছে পল্লবগুলো। এখনো বাস করছি এই ছোট্ট অন্ধকার শহরটিতে। (উঃ, জার্মানীর ছোট শহরগুলো যেন অন্ধকূপ!) ... .

সেই বিগত উত্তেজনার প্রভাবেই চলেছি—এর পর আমার কর্তব্যের কথা চিন্তা না করে। যে ঘটনার আবর্ত আমায় এক পাশে সরিয়ে দিয়েছিল, তারই অবিস্মরণীয় স্মৃতির প্রবাহে আমি ছুটেছি। আজো মাঝে মাঝে মনে হয়—এখনো আমি সেই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেই পড়ে রয়েছি, সেই ঝড় এখনও বয়ে চলেছে—আমায় ভাসিয়ে নিচ্ছে তার ডানায়, আমি হারিয়ে ফেলছি সকল শৃঙ্খলার বাঁধন, আবার হচ্ছি ঘূর্ণ্যমান।... ..

বিগত কয়েকটি মাসের ঘটনাবলী যতটুকু সম্ভব মনে করলেই এই মানসিক অবস্থা ছাড়িয়ে উঠতে পারি।

আবার লেখনী ধারণ করবার ইচ্ছা জাগছে মনে। তাছাড়া, মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় কোন কাজই থাকেনা। শুনে হয়তো অবাক হবেন—অবসর-বিনোদনের আকুলতায় লাইব্রেরী থেকে "পল-দ্য-কক্"-এর (জার্মাণ অনুবাদ) উপন্যাস ধার করে আনি। ও-জাতীয় বই বরদাস্ত করতে পারিনা। তবু পড়ি, আর নিজেই অবাক হয়ে যাই। কোন কঠিন কাজ নিয়ে কিংবা কোন বই-এ অভিনিবেশ দিয়ে অতীতের মোহ ভেঙে ফেলতে আমি যেন ভয় পাই। এ যেন এক বিচিত্র স্বপ্ন। এর স্মৃতি এতই মূল্যবান যে তাতে কোন রঙ ফলাতে শঙ্কা জাগে—ধোঁয়ার মতো তা' অদৃশ্য হয়ে যাবে বুঝি! সত্যই কি তা' এতই দামী আমার কাছে? হ্যাঁ, মহামূল্য বটে! অন্ততঃ চল্লিশ বছর ধরে তা আমার মনে থাকবে।.........

আবার লিখতে সুরু করেছি তাই। এখন একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবো। তখনকার আর এখনকার মনের অবস্থা অভিন্ন নয়।...

গ্রাণির প্রসঙ্গটা শেষ করে নিই।.......

পরের দিন তিনি সর্বস্ব হারালেন। তা'ই ছিল অবশ্যম্ভাবী। যে এপথে একবার চলা সুরু করেছে, তার অবস্থা শ্লেজগাড়িতে বসে ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে বরফের পাহাড় থেকে নেমে আসারই মতো। সন্ধ্যা আটটা অবধি সারাদিন তিনি খেললেন না। আমি উপস্থিত ছিলাম না; তবে জেনেছিলাম—কী হয়েছে।

পোটাপিচ্ তাঁর সঙ্গে নাচঘরে ছিল সারাক্ষণ। ক'জন লোক পর পর গ্রাণির খেলায় নির্দেশ দিয়েছিল। তিনি আগের দিন যে "পোল"-কে চুল টেনে দিয়েছিলেন, আজ তাকে বিদেয় করে দিয়ে নিজেই খেলা আরম্ভ করলেন আর একজনকে নিয়ে। দেখা গেল—সে ওর চেয়েও খারাপ। আগের সেই লোকটি চেয়ারের পেছনে বসে ব্যগ্রতার সঙ্গে খেলা দেখছিল, আর মিছিমিছি

মাথা ঘামাচ্ছিল। গ্রাণি আবার তাকেই ডেকে নিলেন। কিন্তু, অবশেষে একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় লোকটিও গেলনা সেখান থেকে। দু'জনে বসে রইলো তাঁর দুপাশে—একজন ডানদিকে আর একজন বাম দিকে। ওরা পরস্পর পরস্পরকে গালি দিচ্ছিল, ডবল দান ধরে আবার সেই ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করছিল। ঝগড়া করতে করতে একে অপরের দিকে না তাকিয়েই দান ধরছিল—একজন ধরছিল লাল-এ আর একজন কালো-য়। গ্রাণিকে সম্পূর্ণ হতভম্ব করে দিয়েই তাদের এই ব্যাপার শেষ হলো। অবশেষে গ্রাণি প্রায় কাঁদ-কাঁদ-ভাবে অর্থ-সংগ্রাহকের কাছে আবেদন জানান। লোক দুটোর আস্ফালন ও প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তাদের তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়। ওরা দুজনে চিৎকার করে প্রমাণ করতে চাইলো—গ্রাণি তাদের কাছে টাকা ধারেন, তিনি তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, মানহানিকর ব্যবহার করেছেন।

চোখ দুটি সজল করে পোটাপিচ্ আমায় বলেছিল এসব কথা। আমায় জানিয়েছিল—ওই লোক দুটি পকেট ভর্তি করে নিয়েছিল টাকা। সে নিজের চোখে দেখেছে তাদের এমনি নির্লজ্জভাবে চুরি করতে। যেমন: একজন গ্রাণির কাছ থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে পাশাপাশি নম্বরে ধরলো। গ্রাণি জিতলেই চিৎকার করে উঠলো—সে নিজে জিতেছে, হেরে গেছেন গ্রাণি।······ওদের যখন ঘর থেকে বের করে দেওয়া হলো, তখন পোটাপিচ্ গ্রাণির কাছে এসে বললো—দুজনের পকেট সোনায় ভর্তি। গ্রাণি তক্ষুণি অর্থ-সংগ্রাহকদের এ-সম্বন্ধে তদন্ত করতে বললেন। মোরগকে ধরে রাখলে সে যেমন চিৎকার করে, ঠিক তেমনি ভাবে চিৎকার করা সত্ত্বে-ও পুলিশ তাদের পকেট খালি করে গ্রাণিকে দিল। শেষ কর্পদকটি না হারা পর্যন্ত নাচঘরের সকলের কাছে অশেষ সম্মান ছিল গ্রাণির। শহরের মধ্যে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো। বড়-ছোট, সকল শ্রেণীর দর্শকেরা ভিড় করে দেখতে লাগল—রুশ মহিলাটিকে যিনি এরই মধ্যে "কয়েক কোটি" টাকা হেরেছেন।

এই পোকা দুটির হাত থেকে রেহাই পেয়েও বেশি কিছু লাভ হলো না গ্রাণির। তৃতীয় ব্যক্তি জুটলো তাদের যায়গায়। লোকটি বিশুদ্ধ রাশিয়ান বলতে পারে, বেশ ভদ্র বেশভূষা, কিন্তু তার গোঁফ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভঙ্গি ছিল, ঠিক গোলামের মতো। সে-ও গ্রাণির পায়ের তলায় পড়ে তাঁর পা চাটলো, আশে-পাশে যারা ছিল সকলের কাছে কড়া মেজাজ দেখালো। খেলায় সে ছিল সম্পূর্ণ বেপরোয়া। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে গ্রাণির সঙ্গে তাঁর প্রভুর মতো আচরণ স্থরু করলো। প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি দানের পরে সে তাঁর দিকে ফিরে শপথ করল—সে হচ্ছে একজন সঙ্গতিপন্ন পৌত্তলিক, গ্রাণির একটি পয়সাও সে নেবে না। পুনঃ পুনঃ সে বলল এই কথাটি। গ্রাণি দমে গিয়েছিলেন একেবারে। তাঁর মনে হলো—এই লোকটিই তাঁর ভাগ্য-বিবর্তন ঘটাবে। তাই নিজেরই স্বার্থে, লোকটিকে ছাড়তে চাইলেন না তিনি। একঘণ্টা পরে দেখা গেল—বহিষ্কৃত সেই লোক দু'টি পুনরায় গ্রাণির টেবিলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বলল, কোন কাজ করা প্রয়োজন হলে তারা করবে। পোটাপিচ্ আমায় জানিয়েছিল—সেই সঙ্গতিপন্ন পৌত্তলিকটি ইশারায় ডেকে তাদের হাতে কিছু গুঁজে দিল যেন। গ্রাণির খাওয়া হয়নি তখনও, কিন্তু টেবিল ছেড়ে যেতে পারছিলেন না তিনি। তাই লোক দু'টির একজন কাজে লেগে গেল। সে নাচঘরের "ডাইনিং রুম-এ" গিয়ে এক কাপ "স্থপ ও এক কাপ চা নিয়ে এলো। দুজনেই ছুটোছুটি করলো। কিন্তু দিনের শেষে সবাই যখন জানলো—তিনি তাঁর শেষ নোট ক'খানি ধরছেন, তখন তাঁর টেবিলের পেছনে ছিল ছ'জন "পোল"—যাদের তিনি এর আগে দেখেননি, যাদের কথা শোনেননি কোনদিন। গ্রাণি যখন শেষ দানটি ধরলেন, তখন তারা স্থধু তাঁর কথা শুনলো না এমন নয়—তাঁকে অবজ্ঞা করেই ঠেলে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, নিজেরাই খেলা আরম্ভ করে দিল, দানের টাকাটা কেড়ে নিয়ে তারা চিৎকার করলো, ঝগড়া করলো গ্রাণির সঙ্গে। সেই সঙ্গতিপন্ন পৌত্তলিক তাদের সঙ্গে যোগ দিল। সবাই মিলে এমন ভাব দেখালো যেন গ্রাণির কোন

অস্তিত্বই নেই সেখানে। সর্বস্ব খুইয়ে গ্রাণি যখন হোটেলে ফিরছিলেন তখনও তারা তাঁর পিছু নিলো। বলল, গ্রাণি তাদের প্রতারিত করেছেন, কিছু দিতেই হবে তাদের। তারা হোটেল অবধি ধাওয়া করলো। সেখান থেকে তাদের ঘুষি মেরে তাঁড়ানো হলো শেষকালে। পোটাপিচ যতটুকু দেখেছে—শুধু সেদিনই নব্বই হাজার টাকা তিনি হেরেছেন। নোট, বিল, শেয়ার—সবই একটির পর একটি ভাঙিয়ে নিয়েছিলেন তিনি।

অবাক হয়ে গেলাম আমি। একটানা সাত-আট ঘণ্টা তিনি কেমন করে চেয়ারে বসে রইলেন? পোটাপিচ বলল, তিন চার বার তিনি বেশ জিতেছিলেন। তাই, আশায় যায়গা ছাড়তে পারেননি। জুয়ারীরা জানে—ডানে-বাঁয়ে না দেখে তাস নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকতে পারে একটি লোক।……

ইত্যবসরে হোটেলেও উদ্বেগপূর্ণ ঘটনা ঘটলো।

তখনও সকাল। আটটা বাজেনি। গ্রাণি বসেছিলেন তাঁর ঘরে। জেনারেল ও দ্য গ্রিয়ুকস্ চরম উপায় অবলম্বন করার সংকল্প করলেন। গ্রাণি ফিরে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করেছেন। তবু, আবার নাচঘরে যাচ্ছেন জেনে তাঁরা সদলবলে (পোলিনা ছাড়া সকলেই) তাঁর কাছে গেলেন তাঁকে সব কথা স্পষ্টাস্পষ্টি বলবার জন্যে। জেনারেলের সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। ভীতিকর ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিরাশ হয়েছিলেন তিনি। তাই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। তিনি আধ ঘণ্টা কাটালেন অনুরোধ ও অনুনয়ে। তারপর সব কথা—তাঁর ঋণের কথা, এমনকি মলি ব্ল্যাঙ্কির প্রতি অনুরাগের কথা ও নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করে গ্রাণিকে উদ্দেশ্য করে উচ্চকণ্ঠে বললেন—তিনি তাঁদের নাম ডুবিয়েছেন, সারা শহরের কলঙ্ক হয়েছেন। তারপর বললেনঃ এবার পুলিশ ডাকবো আমি।

গ্রাণি লাঠি নিয়ে (সত্যিকারের একটি লাঠি নিয়েই) তাঁকে তাড়ালেন সেখান থেকে।

জেনারেল ও দ্য গ্রিয়ুকস্ দু' একবার পরামর্শ করলেন। এই প্রশ্নটিই তাঁদের ভাবিয়ে তুলেছিল : কোনমতে পুলিশ ডাকা সম্ভব কিনা। তাঁরা ভাবছিলেন—এক মুমূর্ষু ভদ্রমহিলা জুয়া খেলে তাঁর সর্বস্ব উড়িয়ে দিচ্ছেন—এই অজুহাতে পুলিশের স্মরণ নেওয়া যায় কিনা, আর তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারা যাবে কিনা।

সুধু ঘাড় নাড়লেন দ্য গ্রিয়ুকস। তিনি জেনারেলের মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন আর তিনি উত্তেজিতভাবে বক্ বক্ করতে করতে লাইব্রেরী ঘরে পায়চারী করতে লাগলেন। তারপর হাত নেড়ে চলে গেলেন দ্য গ্রিয়ুকস্। সন্ধ্যায় খবর পাওয়া গেল—তিনি হোটেল ছেড়ে গেছেন। মলি ব্ল্যাঙ্কির সঙ্গে কী যেন সব কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। মলি ব্ল্যাঙ্কি সকালেই এ কাজটা করেছিল। সে জেনারেলকে তার কাছে ঘেঁসতে দেয়নি। তার খোঁজে নাচঘরে গিয়ে জেনারেল যখন তাকে প্রিন্সের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলতে দেখলেন, তখন সে ও মাদাম কোমিনৃজেন্ এমন ভাব দেখালো—যেন তারা তাঁকে দেখতেই পায়নি। প্রিন্স তাকে অভিবাদন পর্যন্ত জানালেন না। মলি ব্ল্যাঙ্কি প্রিন্সকে আঁকড়ে ধরে রইলো সারাদিন, তার কাছ থেকে কথা নেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু হায়, সে লোক চিনতে ভুল করেছে!

সন্ধ্যা হলো। আর এক বিপদ হলো আবার। গির্জার মুষিকের মতোই গরীব সে। মলির কাছে হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করে জুয়া খেলে অদৃষ্ট পরীক্ষা করছিল মাত্র। মলি ঘৃণাভরে তাকে বের করে দিয়ে ঘরে আগল দিয়ে রইল।

সেদিন সকালে মিঃ এষ্টলির কাছে—আরো ভালভাবে বলতে গেলে—মিঃ এষ্টলির খোঁজে গেলাম। কিন্তু তাঁকে পেলাম না কোথাও। ঘরে, পার্কে বা নাচঘরে—কোথাও নেই তিনি। হোটেলে সেদিন খাননি। সাড়ে চারটে বেজে গেছে তখন। দেখলাম, রেল-ষ্টেশনের দিক থেকে তিনি হোটেলের দিকে আসছেন। ব্যস্তভাবে, উর্দ্ধশ্বাসে আসছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর মুখে চিন্তার কোন ছাপ নেই। হাত বাড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে, সস্নেহকণ্ঠে

তিনি আমায় ডাকলেন, আর দ্রুততর গতিতে চলতে লাগলেন। তাঁর কাছে গেলাম। কিন্তু তিনি এত বেগে চলছিলেন যে কোন কথাই বলতে পারছিলাম না। তাছাড়া, পোলিনার প্রসঙ্গ তুলতে লজ্জা বোধ করছিলাম কোন কারণে। গ্রাঁণির কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ঘাড় নাড়লেন।

বললাম, গ্রাণি জুয়া খেলে সব টাকা নিঃশেষ করে ফেলেছেন।

তিনি বললেন, হ্যাঁ,—নিশ্চয়ই! আমি যখন বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি খেলতে গিয়েছিলেন। পরে শুনলাম, তিনি সবই হারিয়েছেন। সময় পেলে একবার সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখে আসতাম। এ খুব মজার ব্যাপার সত্যিই!

জিগ্যেস করলাম, কোথায় ছিলেন আপনি?

: আমি ফ্রাঙ্কফার্ট-এ ছিলাম।

: কোন কাজে নিশ্চয়?

: হ্যাঁ।

কী আর জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে আমার? তবু তাঁর পাশে পাশে চললাম। হোটেল দ্য কোয়ার্টার-এর দিকে ফিরে ঘাড় নেড়ে তিনি দ্রুতপদক্ষেপে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনে হলো—দু'ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে কথা বললেও কিছুই জানতে পারতাম না আমি।

কারণ……। তাঁকে জিজ্ঞেস করার আর কিছুই ছিল না। কোন প্রশ্নই মনে আসছিল না।

সেদিন পোলিনা ছেলেদের ও তাদের নার্সের সঙ্গে পার্কে বেড়িয়ে ও বাড়িতে বসে কাটালো সারাদিন। অনেকদিন ধরে সে জেনারেলকে এড়িয়ে চলছিল, তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপই করছিল না। বাক্যালাপ বলতে বলছি—কোন গুরুত্বপূর্ণ বাক্যালাপ। কিন্তু সেদিনকার পারিবারিক অবস্থা শুনে মনে হচ্ছিল—পোলিনাকে এড়াতে পারবেন না জেনারেল। অর্থাৎ, তাঁদের

পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলাপ অবশ্যই হবে। এগুলির সঙ্গে আলাপের পর হোটেলে ফিরে এলাম। দেখা হলো পোলিনাও ছেলেদের সঙ্গে। পোলিনার মুখে বিরাজ করছিল এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি—সে যেন পারিবারিক ঝঞ্ঝায় অনাহত। সে আমায় প্রত্যভিবাদন জানালো।

গভীর বিদ্বেষ মনে নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

বার্মারহামদের সেই ঘটনার পর থেকে আমি দেখা করিনি তার সঙ্গে, এড়িয়ে চলেছি তাকে। এতে লোক-দেখানো ঢং ছিল। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো—ততই আমার ঘৃণা তীব্রতর হতে লাগলো। আমায় সে আমল না দিক্, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমার আবেগকে কেন এমন করে পিষ্ট করবে? কেন অবজ্ঞা দেখাবে আমার সেই আকুল ঘোষণাটিকে? সে জানতো—তাকে আমি সত্যসত্যই ভালবাসি। সে আমায় স্বীকার করেছে—নিজের মুখে স্বীকার করেছে একথা। অবশ্যি, অদ্ভুত এর সূচনা। কিছুদিন আগে—অনেকদিন আগে—আসলে দু'মাস আগে, আমি লক্ষ্য করলাম—সে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। তার সঙ্গে আলাপ করলাম। গড়ে উঠলো আমাদের এই ভালবাসার সম্পর্ক। কিন্তু আমার ভালবাসা যদি তার গ্রহণযোগ্য না হয়, কেন সে আমায় বারণ করেনি তখন?

সে আমায় বারণ করেনি, বাধা দেয়নি। কখনও কখনও সত্যই সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সে তা' করেছে—কৌতুক করবার জন্য। এ একেবারে খাঁটি কথা। আমি লক্ষ্য করতে ভুল করিনি। কষ্টে পড়েছি আমি। আমার একথা শুনে, অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা দেখিয়ে, আমায় ব্যথা দিয়ে, সে আনন্দই পায়। সে জানে—তাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারিনা। তিন দিন হোল—ব্যারণ সংক্রান্ত ঘটনাটি ঘটেছে। আর সইতে পারলাম না—এই বিচ্ছেদ-বিরহ।

নাচঘরে দেখা হলো তার সঙ্গে। অন্তরখানি দুলে উঠলো। বিবর্ণ হয়ে গেলাম। কিন্তু সেও আমাকে ছাড়া চলতে পারছিলনা। আমায় তার প্রয়োজন—তবে, বয়স্য হিসাবে নয়।

গোপন একটা কিছু ছিল তার—আর তা' সুস্পষ্ট। গ্রাণির সঙ্গে পোলিনার কথাগুলো আমার বুকে শাণিত ছুরিকার মতো বিঁধছে। তাকে সহস্রবার অনুরোধ করেছিলাম—যেন সে আমার কাছে কিছু গোপন না করে। সে জানে—আমি তার জন্য জীবন দিতে পারি। তবু, সে যেন আমায় অবজ্ঞাভরে সরিয়ে রেখেছে দূরে। আমি তার জন্য জীবন দিতে পারি—হয়ত একথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যই ব্যারণের সঙ্গে সেই ব্যঙ্গটুকু করতে বলেছে।

কাউকে বিদ্রূপ করবার পক্ষে এই কি যথেষ্ট নয়? সেই ফরাসীটা কি তার কাছে সর্ব্বস্ব হতে পারতোনা? আর—মিঃ এষ্টলি?……কিন্তু তখনকার অবস্থাটা সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় মনে হলো। এরই মধ্যে কী মনোবেদনাই না আমি পেলাম!

বাড়ি গিয়ে ক্রোধের আতিশয্যে কলমটি নিয়ে তার কাছে লিখলাম:

পোলিনা, আমি স্পষ্টই দেখছি—নাটকের শেষ অঙ্ক হয়ে এলো। তোমারও পরিবর্তন ঘটবে তাতে। তোমায় শেষবার জিগ্যেস করছি—আমার জীবনে তোমার প্রয়োজন আছে কিনা। তোমার খুসীমত আমায় কাজে লাগাতে পার—যদি তোমার কোন কাজ আমি করতে পারি! ঘরেই রইলাম, বাইরে যাচ্ছিনে। আমায় তোমার প্রয়োজন থাকে লিখে জানাও, কিংবা খবর পাঠাও।………

লেখাটি খামে পুরে চাকরকে দিলাম। নির্দেশ দিলাম, পোলিনার হাতে দিয়ে এসো।

উত্তরের প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু একটু পরে চাকর সংবাদ নিয়ে এলো: জেনারেল আপনাকে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

আমায় যখন জেনারেলের কাছে ডেকে নেওয়া হলো, তখন ছটা বেজে গেছে।

তিনি ছিলেন তাঁর পাঠ-প্রকোষ্ঠে। সাজ-গোজ দেখে মনে হলো—তিনি বেরোচ্ছেন। তাঁর টুপি ও কোটটি ছিল সোফার উপর। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পা দুখানি একটু ফাঁক করে, ঘাড় নিচু করে তিনি হয়তা প্রলাপ বকছিলেন। আমায় দেখেই ছুটে এলেন আমার দিকে। পিছু হঠ্‌লাম। তিনি আমার দু'হাত ধরে টেনে সোফার দিকে নিয়ে গেলেন। নিজে সোফায় বসলেন, আমায় বসালেন তাঁর সামনে একখানি চেয়ারে, আমার হাতখানি ধরে রাখলেন। তাঁর ঠোঁট দু'টি কাঁপছিল, দু'চোখের তারা ফেটে অশ্রু গড়িয়ে এলো। অনুনয়ের সুরে তিনি বললেন, আমায় বাঁচাও—উদ্ধার কর আইভ্যানোভিচ্‌।

বেশ সময় লাগলো তাঁর বক্তব্যটা বুঝে উঠতে। বারংবার তিনি বললেন, রক্ষা কর, আমায় বাঁচাও! অনুমান করলাম, তিনি আমার কাছে উপদেশ চান, কিংবা তাঁর এই বেদনা ও দুশ্চিন্তায় সকলের পরিত্যক্ত হয়ে সুধু আলাপ করবারই জন্য আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

উন্মাদ হয়েছিলেন তিনি, হয়তো-বা বেদনায় তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল। যুক্ত-করে, নতজানু হয়ে তিনি আমায় অনুনয় করলেন—(একে আপনারা কী মনে করেন জানিনা)—আমি মলি ব্ল্যাঙ্কির কাছে গিয়ে অনুরোধ করি—সে যেন তাঁর পাণি-প্রার্থনা পূরণ করে।

বললাম : বিশ্বাস করুন, জেনারেল। আমার অস্তিত্বের কথাও হয়তো মলি জানেনা। কী আমি করতে পারি?

কিন্তু বৃথা। তিনি বুঝতেই পারলেন না কী বললাম। খাপছাড়াভাবে তিনি বললেন গ্রাণির কথা। তিনি তখনও পুলিশে খবর দেবার কথা ভাবছিলেন। তীব্র ঘৃণায় হঠাৎ ফেটে পড়লেন তিনি। বললেন, আমাদের একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র রয়েছে—রয়েছে একটি গভর্ণমেণ্ট—যা নিয়ন্ত্রিত করছে সবই। সেই মুহূর্তেই বৃদ্ধার একটি অভিভাবক নিযুক্ত করা উচিত ছিল। হ্যাঁ—।

লাফিয়ে চেয়ার ছে'ড়ে উঠে ঘরে পায়চারি করতে করতে তিরস্কারের সুরে বললেন, আপনি—তুমি—হয়তো জাননা (কোন কাল্পনিক ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য

করেই যেন্)—তাই বলছি,— এমনি সব বৃদ্ধাদের দমিয়ে রাখা হয়—···হ্যাঁ—··· দমিয়ে রাখা হয়। দূর্! চুলোয় যাক্!

আবার সোফায় বসলেন তিনি। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে আমায় বললেন, মলি ব্ল্যাঙ্কি তাঁকে বিয়ে করবেনা—তার কারণ হলো— "তার"-এর দেশে গ্রানি সশরীরে এসে পড়েছেন। আর, এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তিনি তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন না। তিনি ভাবলেন—একথা আমার অজানা রয়েছে তখনও। দ্য গ্রিয়ুকস্-এর কথা পাড়লাম। হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে তিনি বললেন: ও পালিয়েছে! আমার সব কিছু বন্ধক রাখা হয়েছে তার কাছে, আমি বঞ্চিত হয়েছি আমার সর্বস্ব থেকে। সেই যে টাকা তুমি এনেছিলে—জানিনা, সবশুদ্ধু কত ছিল—তা'থেকে বোধ হয় মাত্র সাত হাজার টাকা রাখতে পেরেছি। জানিনা, কি হবে।

: য়্যাঁ! তাহলে হোটেলের বিল দেবেন কি করে? আর···কী করবেন, তারপর?

চিন্তিতভাবে আমার দিকে তাকালেন তিনি। আমার প্রশ্ন হয়তো শুনতেই পাননি। পোলিনাও ছেলেদের প্রসঙ্গ তোলবার চেষ্টা করলাম। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, হ্যাঁ, ব্ল্যাঙ্কি "প্রিন্সের" সঙ্গেই চলে যেতে চান। তাহলে, আমি কী করবো আইভ্যানোভিচ? ভগবানের নামে শপথ করে বলছি—জানিনা, কী করবো। তুমিই বলনা—একি কৃতঘ্নতা নয়?

অশ্রুর বন্যা ছুটলো তাঁর দু'চোখে। কী আর করা যায় এমন লোকের সঙ্গে? তাঁকে একা থাকতে দেওয়া বিপজ্জনক। তাঁর কাছ থেকে মুক্তি পেলাম বটে, কিন্তু তাঁকে বলে গেলাম যেন নিজের উপর নজর রাখেন। চাকরকেও সতর্ক করে দিলাম। লোকটি সুবিবেচক। সে জেনারেলের উপর দৃষ্টি রাখবার প্রতিশ্রুতি দিল।

········জেনারেলের ঘর থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই পোটাপিচ্ এলো গ্রানির কাছ থেকে। আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি। তখন আটটা। সর্বস্ব

হারিয়ে তিনি সবেমাত্র নাচঘর থেকে ফিরেছেন। তাঁর কাছে গেলাম আমি। তিনি আরাম কেদারায় শুয়েছিলেন। পরিশ্রান্ত ও অসুস্থ দেখাচ্ছিল তাঁকে। মার্ফা এক কাপ চা নিয়ে সাধাসাধি করছিল। গ্রাণির কণ্ঠস্বর একেবারে বদলে গিয়েছিল। মাথাটি নুইয়ে সসম্ভ্রমে তিনি বললেন : সুপ্রভাত, আইভ্যানোভিচ্, তোমায় বার বার কষ্ট দিচ্ছি, কিছু মনে করোনা। এই বৃদ্ধাকে তোমার ক্ষমা করা উচিত। দেখ, আমার সর্বস্ব—প্রায় এক লক্ষ টাকা সেখানে রেখে এসেছি। কাল আমার সঙ্গে না গিয়ে ভালই করেছ। এখন আমার টাকা নেই, একটি কপর্দকও নেই। আর এক মুহূর্তও দেরী করতে চাইনা আমি। সাড়ে ন'টায় আমি যাত্রা করছি। তোমার সেই ইংরেজ—কি নাম—এষ্টলিকে ডাকতে পাঠিয়েছি। আমি তার কাছ থেকে তিন হাজার টাকা—ধার নিতে চাই—শুধু একটি সপ্তাহের জন্য। তাকে বলে দিয়ো—যেন ভুল বুঝে আবার বেঁকে না বসে। আমার অবস্থা এখনও স্বচ্ছল। আমার এখনও গোটা তিনটি গ্রামের জমিদারী, মস্কোতে দু'খানা মস্ত বড় বাড়ি আছে, নগদ টাকাও কিছু আছে। সব টাকা তো আর এখানে নিয়ে আসিনি সঙ্গে করে। তোমায় একথা বললাম—পাছে ওই লোকটার সন্দেহ না হয়···ওঃ! ওই যে এসে গেছে! সত্যিই বেশ লোকটি!

গ্রাণির প্রথম আহ্বানেই এসেছিলেন মিঃ এষ্টলি। ইতস্ততঃ না করে তিন হাজার টাকা গুণে দিয়ে তিনি একখানি হ্যাণ্ডনোট দিলেন, আর গ্রাণি সই করে দিলেন তাতে। কাজটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

"তুমিও এবার যেতে পার, আইভ্যানোভিচ্। এখন সময় আছে মাত্র এক ঘণ্টার একটু বেশি। আমি একটু শুতে চাই,—হাড়গুলোতে ব্যথা ধরে গেছে। নিষ্ঠুর হয়োনা এই বৃদ্ধার উপর। যুবকদের এই চাঞ্চল্যের জন্য আমি দোষ দিই না। তোমাদের সেই হতভাগ্য জেনারেলকেও আমি দোষী করতে চাইনা। আমি তাকে কোন টাকা দেব না। যদি সে চায়, তবুও না। আমার

বিশ্বাস—সে একটা আস্ত নির্বোধ, তাই ভাবে—তার চেয়ে বেশি বিবেচনা শক্তি আমার নেই। অহঙ্কারীকে ভগবান শাস্তি দেনই—অন্ততঃ শেষ বয়সে হলেও। আচ্ছা এসো। আমায় তোল, মার্থা!

যাহোক, গ্রাণিকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়েই ফিরবো মনে করেছিলাম। উৎকণ্ঠিতও ছিলাম। আশঙ্কা করছিলাম—মুহূর্তের মধ্যেই একটা কিছু ঘটবে। ঘরে স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না। বারান্দায় বেরিয়ে ক্ষণিকের জন্য রাস্তায় নামলাম। আমার চিঠিটা ছিল বেশ স্পষ্ট, বর্তমান বিপদটা ছিল একেবারে চরম। হোটেলে এসে শুনলাম—দ্য গ্রিয়ুক্স্ চলে গেছে।……

বন্ধু হিসাবে বরখাস্ত করলেও আজ্ঞাবহ হিসাবে নিশ্চয় আমায় বাতিল করবেনা পোলিনা। আমাকে তার প্রয়োজন। এর অন্যথা হতে পারেনা! গাড়ি ছাড়বার সময় হলো। ষ্টেশনে ছুটে গিয়ে গাড়িতে গ্রাণির সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর দলের সকলেই ছিল একই সঙ্গে—একটি "রিসার্ভ" কামরায়। বিদায়ের সময়ে আমায় গ্রাণি বললেন, তোমার নিঃস্বার্থ সৌজন্যের জন্য তোমায় ধন্যবাদ। প্রেস্কোভিয়াকে কাল যে-কথা বলেছিলাম—সে-সম্বন্ধে বলো—আমি তার অপেক্ষায় থাকবো।……

বাড়ি ফিরলাম। জেনারেলের ঘরের সুমুখ দিয়ে যেতে বুড়ী নার্সের সঙ্গে দেখা। তাকে জেনারেলের কথা জিজ্ঞেস করলাম। বিষণ্ণভাবে সে বলল, তিনি ভাল আছেন। তবু, ঘরে ঢুকে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। মলি ব্ল্যাঙ্কি ও জেনারেল দু'জনেই মনের সুখে হাসছিলেন। মাদাম দ্য কোমিন্জেস্ বসেছিলেন অদূরে একটি সোফায়। আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন জেনারেল। অস্পষ্ট, অসংবদ্ধ উক্তি করতে করতে হেসে খুন যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর মুখে অসংখ্য ভাঁজ পড়ছিল; চোখ দুটো একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছিল। পরে, ব্ল্যাঙ্কির কাছ থেকে জানলাম—"প্রিন্স"কে বরখাস্ত করে দেবার পর জেনারেল কাঁদছেন শুনে সে একটু সান্ত্বনা দিতে

এসেছিল। হতভাগ্য জেনারেল জানতেন না—তখন তাঁর ভাগ্য নির্দিষ্ট হ'য়ে গেছে, মলি ব্ল্যাঙ্কি পরদিন সকালে প্যারী যাবার জন্য জিনিসপত্র সব বেঁধে নিয়েছে।

জেনারেলের পাঠ-প্রকোষ্ঠের দরজায় উঁকি দিয়ে অদৃশ্যভাবে চলে গেলাম। আমার ঘরের দরজা খুলে দেখলাম—জানালার কাছে এক কোণায় আলো-আঁধারে উপবিষ্ট একটি মূর্তি। ভেতরে গেলাম। কিন্তু মূর্তিটি নড়লোনা। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দেখলাম। হৃৎস্পন্দন থেমে গেল। এ যে পোলিনা!

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

চিৎকার করে উঠলাম।

অদ্ভুতভাবে পোলিনা বলল, একী? একী করছ?

বিবর্ণ ছিল সে, তাকে চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল।

এ কী বলছ? তুমি? এখানে—আমার ঘরে?

: এসেছি তো এসেছি। আমার খুশী। এখুনি দেখতে পাবে। আলো জ্বালাও।

আলো জ্বাললাম। সে উঠে দাঁড়াল, টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে আমার সামনে খুলে ধরলো একখানি চিঠি।

আদেশের সুরে বলল, পড়।

চিঠিখানি নিয়ে বললাম, এ-যে দ্য গ্রিয়ুকস্-এর হাতের লেখা!

হাত কাঁপলো। চিঠির লাইনগুলো নাচতে লাগলো চোখের সামনে। অবিকল ভাষাটি মনে নেই। তবু, শব্দগুলো হুবহু না হলেও চিঠিখানির সারমর্ম এই দ্য গ্রিয়ুকস্ লিখেছে: মহাশয়া, কোন কারণে আমায় এক্ষুণি চলে যেতে হচ্ছে আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, সম্পূর্ণ অবস্থাটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমি বরাবর আপনার কাছে শেষ কৈফিয়ৎ দেওয়া এড়িয়ে চলেছি। আপনার বৃদ্ধা আত্মীয়ার উপস্থিতি ও তাঁর অদ্ভুত আচরণ, আমার সন্দেহ নিরসন করেছে অতীতের জন্য আমি দুঃখিত। তবে, আমার বিশ্বাস, আমার আচরণের মধ্যে অভদ্রোচিত ও অসজ্জনোচিত কিছু লক্ষ্য করবেন না। মনে হচ্ছে, আপনার সৎ-পিতার কাছে প্রায় সব টাকা ধার দিয়ে আমার সাধ্যমত যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তার সদ্ব্যবহার করতে আমি বাধ্য। পিটার্স্‌বার্গ-এ আমার বন্ধুর কাছে ইতোমধ্যেই সংবাদ পাঠিয়েছি—যেন তাঁর বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করবার ব্যবস্থা করে। আপনার নির্বোধ সৎ-পিতা আপনারই প্রাপ্য অর্থ নষ্ট করেছেন জেনে পঞ্চাশ হাজার টাকা রেহাই দেবো ঠিক করেছি। তাই, এই সঙ্গে সেই পরিমাণ টাকার সম্পত্তির দলিল ফেরৎ পাঠাচ্ছি—যেন আপনি আইনতঃ তাঁর কাছ থেকে সম্পত্তি দাবী করতে পারেন। আশা করি, বর্তমান

পরিস্থিতিতে আমার এ-কাজ আপনার পক্ষে সুবিধাজনক হবে। আমার মনে হয়, এ-কাজ করে মানুষ হিসাবে ও ভদ্রলোক হিসাবে আমি আমার কর্তব্য করে যাচ্ছি মাত্র। স্থির জানবেন—আপনার স্মৃতি আমার মনে চির-জাগ্রত হয়ে আছে।······

পোলিনার দিকে ফিরে ঘৃণাভরে বললাম, সবই তো পরিষ্কার। তুমিও নিশ্চয় অন্য কিছু আশা করনি আর।

শান্ত, কম্পিতকণ্ঠে সে বলল, আমি আশা করিনি কিছুই। মন স্থির করে ফেলেছি এর অনেক কাল আগে। তার মন আমি জেনেছিলাম; জানতাম—সে মনে মনে কী ভাবছে। সে ভেবেছিল—আমি চেষ্টা করছি—আমি চাইবো—

পোলিনা থামলো কথাটি শেষ না করেই। সে নীরবে ঠোঁটে কামড়াতে লাগলো। তারপর বলল, ইচ্ছে করেই অবজ্ঞা দেখলাম তার উপর। সে কী করে দেখবার অপেক্ষা করতে লাগলাম। যদি গ্রাণির সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবার "তার" আসতো, তাহলে আমার সৎ-বাবা ঐ লোকটার কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছেন সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকে দূর করে দিতাম। অনেককাল থেকে তার উপর ঘৃণা জন্মেছে আমার। উঃ—সে এমন ছিলনা এর আগে। সে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু এখন···যদি সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা তার ঐ নোংরা মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে থু-থু দিতে পারতাম, পা মাড়াতে পারতাম ঐ টাকার উপর—তা'হলে কী সুখীই না হতাম!

কিন্তু ঐ জামিন-নামা—সেই পঞ্চাশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট—জেনারেলের হাতে। সেটি নিয়ে দ্য গ্রিয়ুক্স্‌কে ফিরিয়ে দাও।

: তা'তে কী হবে?

: হ্যাঁ, সত্যি, কী হবে তা'তে? তাছাড়া, জেনারেলের এখন সামর্থ্যই বা কী আছে?

: আর গ্রাণি—হঠাৎ বলে উঠলাম আমি।

পোলিনা তখন উদাস অধীরভাবে আমার পানে চাইলো। বিরক্তিভ বলল, গ্রাণি কেন? তাঁর কাছে যেতে পারি না আমি। কারও কা ক্ষমা চাইতে আমি রাজী নই।

জিজ্ঞেস করলাম, কী করতে হবে? কেমন করে তুমি অ গ্রিয়ুকস ভালবাসতে পারলে? বদমাস্ কোথাকার! তুমি যদি চাও তো তাকে আ মেরে ফেলতে পারি। সে এখন কোথায়?

ঃ ফ্রাঙ্কফার্টে। তিনদিনের মধ্যে এখানে আসবে।

অর্থহীন উৎসাহে বললাম, একটিবার বল তো আমি কালই প্রথম গাড়ি যাত্রা করবো।

সে হাসলো। বলল, কেন? সে হয়তো বলবে—আমার সেই পঞ্চাশ হাজ টাকা দাও। আর তুমি কেন যাবে তার সঙ্গে লড়তে? এ আবার কে বোকামি! কিন্তু—পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবো কোথায়?

দাঁত কড়মড় করে বললাম, কেন, মেঝে থেকে টাকা তুলে নেওয়া যাবে মনে জাগলো এক বিচিত্র ভাব! ফিরে বললাম, আমি বলি—মিঃ এষ্টলি!

উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো তার দু'টি চোখ। সে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে আমা পানে চাইল। কুটিল হাসির সঙ্গে আমার দিকে ফিরে বলল, তুমি ি তোমার কাছ থেকে ঐ ইংরেজের দিকে আমায় ফিরিয়ে দিতে চাও আইভ্যানোভিচ্?

জীবনে এই প্রথমবার সে আমায় নাম ধরে সম্বোধন করলো।

তখনও সে হয়তো আবেগ-জড়িত ছিল। তাই, শ্রান্তের মতো সোফা উপর বসে পড়লো।

তার দেহে যেন বিদ্যুতের স্পর্শ লেগেছে।

দাঁড়ালাম। নিজের চক্ষু-কর্ণকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তা'হলে —সে আমায় ভালবাসে, সে এসেছে আমার আমার কাছে—মিঃ এষ্টলি কাছে নয়। সে—এক তরুণী সে—এসেছে হোটেলে আমার ঘরে, নিজে

কাজের জন্য সম্পূর্ণ আত্ম-সচেতন অবস্থায়। আর, আমি—আমি তারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি; তবু, বুঝতে পারছিনা।

মনে জাগলো এক প্রচণ্ড উগ্রতা।

: আমায় এক ঘণ্টা সময় দাও, পোলিনা। এখানে এক ঘণ্টা অপেক্ষা কর—···আমি ফিরে আসছি···আসবোই—দেখো। এখানে থাক—হ্যাঁ?

পোলিনার বিস্মিত, ব্যাকুল দৃষ্টি উপেক্ষা করেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে। কে যেন আমায় উদ্দেশ্য করে কী বললো। আমি শুনলাম না তার কথা, ফিরলাম না আর।·····

কখনও কখনও উগ্রতম ভাব, অসম্ভব চিন্তা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়। সে ভাবে—এ গভীর অর্থপূর্ণ, কিংবা তার চেয়েও বেশি। এর সঙ্গে যদি কোন ব্যাকুল, তীব্র আকাঙ্ক্ষা জড়িত হয়, তাহলে সে তাকে পূর্ব-নির্দ্দিষ্ট, অবশ্যম্ভাবী নিয়তি—বলে মনে করে। হয়তো, এ ছাড়াও এর মধ্যে একটা কিছু রয়েছে—ভাবী অমঙ্গলের পূর্বভাস, অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, কল্পনায় বিষ-সেবন,—কিংবা এমনি আরও কত কী!

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় ঘটলো এক বিস্ময়কর ঘটনা। জীবনে তার কথ ভুলবোনা। গাণিতিক নিয়ম অনুসারে অভিনব ঘটনাটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবু আজ তা একান্ত বিস্ময়কর। আগেই সে-ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল জানিনা, কেন সে-সম্বন্ধে ভেবেছিলাম—এ অনিশ্চিত সুযোগ নয়, অবশ্যম্ভাবী।

······দশটা বেজে পনেরো মিনিট। নাচঘরে পৌঁছলাম—এক সুদৃ প্রত্যাশা, অননুভূতপূর্ব এক উত্তেজনায়। জুয়াঘরে তখনও ছিল অনেব লোক—যদিও সকালের অর্ধেকও নয়।

এ-সময়টায় জুয়াঘরে থাকে দুঃসাহসী জুয়াড়ীরা—যাদের জুয়া ছাড়া আ কোন অবলম্বন নেই, যারা আসে খেলবারই জন্য, আত্মবিস্মৃত হয়ে যারা খেলে—সারাটি বছর আর কোন কিছুতেই মনোযোগ দেয় না, সম্ভব হলে সারাটি রা থেকে সকাল পর্যন্ত খেলতেও যারা আপত্তি করে না, রাত বারোটায় জুয়াঘ

বন্ধ হলে অনিচ্ছাসত্বে, বিরক্তিভরে চলে যায়। মধ্যরাত্রির ঠিক আগে অর্থ-সংগ্রাহক যখন সতর্কতাসূচক ডাক দেয়, তখন তারা পকেট শূন্য করে দান ধরে আর হেরে যায় সবই।

সেদিন গ্রাণি যে টেবিলে বসেছিলেন সেখানেই গেলাম। ভিড় ছিলনা সেখানে। টেবিলের সামনে দাঁড়ালাম! তারই সামনে সবুজ কাপড়ে লেখা ছিল—"পাসি"। 'পাসি' শব্দটার মানে হলো উনিশ থেকে ছত্রিশ নম্বরের সংখ্যাগুলো। এক থেকে আঠারোকে বলা হয় "ম্যান্‌কিউ"। কিন্তু আমার কী যায় আসে তাতে? আমি তো হিসেব করে খেলছি না। কোন্ সংখ্যাটি এর আগেরবারে জিতেছে—শোনবার অপেক্ষা না করেই খেলা আরম্ভ করলাম। আমার সামনে "পাসি"র উপর ধরলাম দুশো টাকা।

জিতলাম।

আবার ধরলাম জিতের টাকাটি সুদ্ধু মিলিয়ে।

আবার জিতলাম। সবসুদ্ধু আমার কাছে ছিল আটশো টাকা। মাঝখানের বারোটি সংখ্যার উপর ধরলাম সেই টাকাটা। চাকা ঘুরলো। "চব্বিশে"র উপর এসে থামলো। পাঁচশো টাকার তিন তাড়া নোট ও দশটি মোহর দেওয়া হলো আমায়। দুহাজার টাকা হলো।

উত্তেজিতভাবেই যেন লালের উপর সব টাকাটা ঠেলে দিলাম। আমার সম্বিৎ ফিরে এলো। সন্ধ্যায় খেলেছি এর আগে। এই প্রথমবার ভয়ে অসাড় হয়ে পড়লাম। হাত পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। আতঙ্কিত হয়ে ভাবলাম—এখন হারলে কী হবে? আমার জীবনটাই বিপন্ন।

অর্থসংগ্রাহক হাঁকলো, "রোজ"!

নিশ্বাস ফেললাম আমি। সর্বাঙ্গে তীব্র সূচী বিদ্ধ হতে লাগলো। ব্যাঙ্ক-নোট দেওয়া হলো আমায়। আট হাজার আটশো টাকা পেলাম।

মনে পড়ে, মাঝখানের বারোটি সংখ্যায় চার হাজার টাকা ধরে হারলাম। মোহর ও আটশো টাকা ধরে ও হারলাম। রাগ হলো আমার। বাকী চার

হাজার প্রথম বারোটি সংখ্যার উপর এলোমেলোভাবে দ্বিধাহীনভাবে ধরলাম। প্রতীক্ষায় কাটলো একটি মুহূর্ত। মাদাম "ব্যাঙ্কার্ড" যখন বেলুন থেকে মাটিতে নেমে এলেন তখন তাঁর মনের অবস্থা যেমন হয়েছিল আমার মনের অবস্থাও হোল তেমনি।

অর্থসংগ্রাহক হাঁকলো—"কোয়ার্টার"।

বারো হাজার টাকা হলো আমার। বিজয়ীর মতো দেখাচ্ছিল আমায়। নির্ভয়ে কালোর উপর আট হাজার টাকা ধরলাম। আমারই দেখাদেখি কালোয় দান ধরলো ন'জন লোক। পরস্পর চোখ-টিপাটিপি করে কী যেন বলল অর্থসংগ্রাহকরা।

প্রতীক্ষায় রইলো সবাই।

কালো জিতলো। মনে নেই—কত জিতলাম, কত দান ধরেছিলাম। সুধু মনে আছে—স্বপ্নেই যেন আমি জিতে চলেছিলাম। বোধ হয়, বত্রিশ হাজার টাকা। তিনটি অপয়া দান বারো হাজার টাকা নিয়ে গেল আমার। আট হাজার টাকা ধরলাম "পাসি"র উপর।

আবার জিতলাম।

চারবার জিতলাম তারপর। মনে পড়ছে—হাজার হাজার টাকা সংগ্রহ ফেলেছিলাম। মাঝখানের বারোটি সংখ্যা জিতছিল প্রায়ই। আমি সেই সংখ্যাগুলোই আঁকড়ে ধয়েছিলাম। উপর্যুপরি তিন চারবার এলো সেই সংখ্যাগুলো—দুবার পড়লো না, তারপর পর পর তিন চার বার পড়লো। এমনি আশ্চর্য নিয়মানুবর্তিতা ক্বচিৎ দেখা যায়। এর ফলে যারা খাতা পেন্সিল নিয়ে হিসাব করে খেলে তেমনি জাত জুয়ারীদের গণনা নিষ্ফল হয়ে যায়। এমনি ক্ষেত্রে কী শোচনীয়ই না হয় কারো কারো অবস্থা!

আধ ঘণ্টা কেটে গেছে।

অতর্কিতে অর্থসংগ্রাহক আমার কাছে এসে বলল—আমি ষাট হাজার টাকা পেয়েছি, আর যেহেতু ব্যাঙ্ক এক সঙ্গে ষাট হাজারের বেশি টাকা দেয়না, তাই,—কাল সকাল পর্যন্ত জুয়া বন্ধ থাকবে।

টাকা ও সোনা পকেটে পুরে নিঃশব্দে উঠে চললাম আর একটি ঘরে। সেখানেও ছিল আর একটি জুয়ার টেবিল। জনতা আমার পিছু-পিছু চললো। আমার জন্য তক্ষুণি খানিকটা যায়গা পরিষ্কার করা হলো। কোন হিসাব না করেই দান ধরতে লাগলাম আবার। জানিনা, কিসে রক্ষা পেয়েছিলাম আমি।

মনে সতর্কতার ভাব জাগছিল মাঝে মাঝে। কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যার উপর দান ধরছিলাম। কিন্তু আবার তা' ছেড়ে, প্রায় অজ্ঞাতে, অন্য সংখ্যায় চলে যাচ্ছিলাম। ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। অর্থসংগ্রাহকেরা কয়েকবার আমার ভুল শুধ্‌রে দিয়েছিল। ঘামে ভিজে গিয়েছিল আমার কপাল, হাত দু'খানি থর্‌ থর্‌ করে কাঁপছিল। "পোলেরা" আমার সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো। তাদের কথায় কান দিলামনা। অটুটই রইলো আমার ভাগ্য। হাসির রোল উঠলো। সবাই বলল, সাবাস্‌, সাবাস্‌। হাততালি দিল ক'জন। এখানেও জিত হতে লাগলো আমার। ব্যাঙ্ক বন্ধ হলো।

আমার ডানদিকে কে যেন চুপি চুপি আমায় বলল : চলে যাও, চলে যাও।

লোকটি হলো ফ্রাঙ্কফার্ট-এর জনৈক ইহুদী। আমার পাশে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল লোকটি। হয়তো, মাঝে মাঝে আমার সাহায্যও করছিল।

বামদিকে আর একজন বলল, দয়া করে চলে যান। চোখ ফিরিয়ে দেখলাম —একটি ভদ্র মহিলা। বয়স প্রায় তিরিশ, বেশ ভদ্র পোশাক, মুখখানি শ্রান্ত, বিবর্ণ, রুগ্ন। তবু, তাতে রয়েছে বিগত সৌন্দর্যের সুস্পষ্ট ছাপ। তখন আমি নোটের তাড়াগুলো পকেটে পুরছিলাম, টেবিলের উপর থেকে মোহরগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম। শেষ নোটের তাড়াটি ভদ্রমহিলার হাতে গুঁজে দিলাম অলক্ষ্যে। কেন জানিনা, তা' না করে পারিনি। মনে পড়ে—মহিলাটি কৃতজ্ঞতায় তাঁর বিবর্ণ সরু আঙ্গুলগুলো দিয়ে আমার হাতখানিতে মৃদু চাপ দিয়েছিলেন। মুহূর্তেই ঘটলো সব।

টাকাগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে তাসের খেলার ঘরে গেলাম। অভিজাতেরাই আসেন এখানে। ব্যাঙ্ক একসঙ্গে তিনলক্ষ টাকা পর্যন্ত দেয়; সর্বোচ্চ দান

ধরা যায় আট হাজার টাকা। কিছুই জানতামনা এই খেলার। দান ধরতে হয় কেমন করে তা'ও জানা নেই। সুধু জানতাম, এখানেও লাল আর কালো ধরা চলে। লাল ও কালোয় ধরলাম। নাচঘরের সবাই ঘিরে রইলো আমায়। মনে নেই—পোলিনার কথা একবারও ভেবেছিলাম কিনা। দান ধরে ও চোখের সামনে টেবিলের উপর নোটের তাড়া দেখে বাধাহীন আনন্দ বোধ করছিলাম।

অদৃষ্টই যেন আমায় চালিয়ে নিচ্ছে। এবার দুর্ভাগ্যক্রমে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। সাতবার লাল পড়লো—পর পর সাতবার। এক বিচিত্র মনোবিকার উপস্থিত হলো আমার। লাল-এর উপর দান ধরলাম। দর্শকদের চমক লাগাবার স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। সে কী উত্তেজনা—কী বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা! উত্তেজনায় রুষ্ট হয়ে উঠেছিল অন্তরখানি। যদি এক লক্ষ টাকা দান ধরা যেতো, তাহলে তা'ই আমি করতাম নিশ্চয়। চারিদিকে চিৎকার করে উঠলো সবাই : এ পাগ্‌লামি ছাড়া কিছু নয়, এরই মধ্যে লাল অনেকবার জিতেছে!

: দু'লক্ষ টাকা জিতেছেন মশায়,—কে যেন বলল আমার কানের কাছে।

জ্ঞান ফিরে এলো আবার। দু'লক্ষ টাকা জিতেছি। আর কত চাই? নোটগুলো পকেটে নিলাম, কুড়িয়ে নিলাম মোহরগুলো, নাচঘর থেকে বেরিয়ে এলাম ছুটে। আমি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম তখন আমার পকেটের স্ফীতি দেখে সবাই হাসছিল। রাস্তায় হোঁচট খেতে লাগলাম টাকাগুলোর ভারে। সব মিলে ওজন বোধ হয়, দশ সের হবে। আমার আশেপাশে হাত বাড়ানো ছিল অনেকগুলো, মুঠো মুঠো দিয়েছিলাম টাকা কুড়োবায় সময়। দু'জন ইহুদী দরজার বাইরে আমায় আটকালো। বলল, আপনি তো আচ্ছা সাহসী লোক মশায়! কিন্তু কালই এখান থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা করুন, নয় তো সবই হারাবেন।

কোন উত্তর দিলাম না।

অন্ধকার ছিল জমাট। নিজের হাত পর্যন্ত দেখছিলাম না চোখে। হোটেল সেখান থেকে আধ মাইলের পথ। ছেলেবেলায়ও আমি চোর-ডাকাতের ভয় কখনও করিনি। কোনদিন একবার ভাবিওনি তাদের কথা। রাস্তায় কী ভেবেছিলাম জানিনা। কোন চিন্তা ছিলনা আমার। সেদিন শুধু জেনেছিলাম— অপরিসীম উপভোগ কী, সম্পূর্ণ প্রকাশাতীত সাফল্য ও বিজয়ের শক্তি কতখানি। পোলিনার ছবিটি মনে জাগরূক ছিল। তাকে মনে পড়লো। এ জ্ঞান আমার ছিল—আমি তার কাছে যাচ্ছি, মুহূর্তেক তার সঙ্গে থাকবো, তাকে বলবো, আর দেখাবো—

কিন্তু—সে কী বলেছিল আমায়? কেন অনুভব করলাম এ উত্তেজনা? দেড়টি ঘণ্টা—! সে যেন এক সুদূর অতীত—পুরানো, সম্পূর্ণ আলাদা! অতীতের কথা আমি যেন আর আলোচনা করবোনা—সম্পূর্ণ নতুন করে আরম্ভ হবে আমার সব কিছু!

রাস্তার প্রান্তে এলাম। হঠাৎ ভয় জাগলো মনে। কেউ যদি আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমায় হত্যা করে? প্রতি পদক্ষেপে আতঙ্ক বাড়ছিল।

প্রায় ছুটে চললাম।

আতর্কিতে রাস্তার প্রান্তে হোটেলের জানালা দিয়ে ঠিকরে-পড়া আলোর ছটা দেখলাম।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—বাড়ি পৌঁছে গেছি!

ঘরে এসে তাড়াতাড়ি দরজা খুললাম। পোলিনা সেখানে সোফায় বসে ছিল বাহুর উপর বাহু রেখে। তার সামনে মিট্‌মিট্ করে জ্বলছিল একখানি মোমবাতি। বিস্ময়ের সঙ্গে সে চাইলো আমার দিকে। সত্যিই, অদ্ভুত দেখাচ্ছিল আমাকে।

পোলিনার সামনে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর নোটের তাড়াগুলো স্তূপীকৃত করে রাখতে লাগলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মনে পড়ে—সে আমার মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। আসন থেকে নড়লো না, কোন ব্যস্ততা দেখালো না।

নোটের শেষ তাড়াটি টেবিলের উপর রেখে বললাম, চার লক্ষ টাকা জিতেছি। নোটের তাড়ার আর মোহরে সারাটি টেবিল পূর্ণ হয়ে গেল। চোখ ফিরাতে পারছিলাম না। এক একবার মুহূর্তের জন্য পোলিনাকে ভুলে যাচ্ছিলাম। নোটের তাড়াগুলো সাজাতে লাগলাম, মোহরগুলো জড় করলাম এক যায়গায়। ঘরের মধ্যে দ্রুত পদক্ষেপে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করতে লাগলাম। টেবিলে গিয়ে টাকা গুণতে আরম্ভ করলাম আবার। প্রকৃতিস্থ হয়েই যেন তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগালাম। ভাবতে লাগলাম—আমার ছোট সুটকেশটির সামনে দাঁড়িয়ে।

অতর্কিতে স্মরণ করলাম পোলিনার উপস্থিতির কথা। তার দিকে ফিরে বললাম, টাকাটা আপাতত সুটকেশে তুলে রাখবো কি ?

সে তখনও একই যায়গায় অনড়ভাবে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছিল। তার বিচিত্র অভিব্যক্তি আমার ভাল লাগছিলনা। তাতে ঘৃণা মাখা ছিল বললেও ভুল হয়না।

তাড়াতাড়ি তার কাছে গেলাম। বললাম, এই পঞ্চাশ হাজার টাকা। কালই এটা নিয়ে ওর মুখের উপর ছুঁড়ে দাওগে।

তবু সে নীরব।

বললাম, যদি চাও তো, কাল সকালেই তোমায় নিয়ে যাবো।

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো পোলিনা। অনেকক্ষণ ধরে হাসলো সে। অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। আবেগ ক্ষুণ্ণ হ'লো আমার। এ যে ব্যঙ্গের হাসি—আমার ব্যাকুল ঘোষণায় সর্বদাই সে যেমন হাসে ঠিক তেমনি।

হাসি থামিয়ে ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে সে চাইল আমার পানে। অবজ্ঞাভরে বলল, তোমার টাকা আমি নেবোনা।

জিজ্ঞেস করলাম, এ কী কথা? কেন নেবে না?

: স্বধু স্বধু তোমার টাকা নিতে যাবো কেন?

: বন্ধু হিসাবে তোমায় দিচ্ছি—আমার জীবন তোমাতেই সমর্পণ করেছি।

পোলিনা আমার দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টিতে সে যেন আমায় বিদ্ধ করলো।

হোঃ হোঃ করে হেসে বলল, খুব বেশি দিচ্ছ তুমি, আমায়। গু গ্রিয়ুকস্-এর প্রণয়িণীর মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা নয়!

ভর্ৎসনার স্বরে বললাম, এ কী বলছ পোলিনা? আমি তো আর গু গ্রিয়ুকস্ নই।

জল্ জল্ করে উঠলো তার দু'টি চোখ। বলল, আমি তোমায় ঘৃণা করি—হ্যাঁ—নিশ্চয়! গু গ্রিয়ুকস্-এর চেয়ে তোমায় বেশি ভালবাসি না!

হঠাৎ দু'হাতে চোখ চেপে ধরে সে ফোঁপাতে লাগলো।

তার কাছে ছুটে গেলাম।

বুঝলাম, আমার অনুপস্থিতিতে কিছু একটা ঘটেছে। সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ মনে হলো তাকে।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বলল, আমায় কিনতে চাও তুমি? পঞ্চাশ হাজার টাকায়? গু গ্রিয়ুকস-এর মতো?

তার হাতখানি ধরলাম, চুমো খেলাম হাতে, হাঁটু গেড়ে বসলাম তার সম্মুখে।

তার হিক্কা বন্ধ হলো। আমার কাঁধের উপর সে হাত দু'খানি রাখলো। নিবিড়ভাবে চাইলো আমার পানে। সে যেন আমার মুখে কী আবিষ্কার করবার চেষ্টা করলো। মনে হলো—আমার কথাগুলো ঠিক শোনেনি সে। সংশয় ও ব্যাকুলতার চিহ্ন ফুটে উঠলো তার মুখে। চিন্তিত বোধ করলাম।

হয়তো মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে তার। সে আমায় টেনে নিল তার কাছে। বিশ্বাসের স্নিগ্ধ-সুন্দর হাসিতে উজ্জ্বল হলো তার মুখখানি। তারপর আমায় পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে দেখতে লাগলো।

সে আমায় জড়িয়ে ধরলো তার উষ্ণ, কোমল বুকে। বলল, তুমি আমায় ভালবাস। তুমি ভালবাস আমায়। বাস না? কেন—কেন তুমি আমারই কথায় ব্যারণের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে?

আবার হাসতে লাগলো সে। মধুর, কৌতুককর কী যেন মনে পড়লো তার। সে হাসলো, কাঁদলো আবার।

আমি কী করবো? উত্তেজিত ছিলাম আমি। সে যেন কী বলতে আরম্ভ করলো। কিন্তু আমি তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারিনি। সে যেন একটা প্রলাপ! আমায় কী যেন বলতে চায় সে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু হাসিতে বাধা পাচ্ছিল তার বাণী। আতঙ্কিত হলাম। আবার সে বলল, না-না, তুমি সত্যিই ভালো—তুমি বিশ্বাসী।

সে আমার কাঁধে হাত রাখলো, আবার দেখলো আমার মুখখানি। বলল, তুমি আমায় ভালবাস—আমায় ভালবাস···ভালবাসবে?

দৃষ্টি ফিরাতে পারছিলাম না তার উপর থেকে। এমনি প্রেমময়ী, এমনি মমতাময়ী তাকে দেখিনি ইতঃপূর্বে। (তবে, এটা অবশ্যি বিকারে)। কিন্তু আমার আকুলতা দেখে সে হাসলো ধূর্ত হাসি। নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে আরম্ভ করলো মিঃ এষ্টলির কথা। সে অনর্গল বলে গেল। কিছুই বুঝতে পারলাম না। বার বার বলল, জানলার নিচে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আমার কাছ সে জানতে চাইলো—আমি সে-খবর জানি কিনা! বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানলার নিচে এসো, দরজা খোলো। দেখ, উনি নিশ্চয় সেখানে আছেন।

সে আমায় জানালার কাছে নিয়ে গেল। খিল্ খিল্ করে হেসে আবার আমায় বুকে টেনে নিল।

হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলো, আমরা কী কালই যাচ্ছি? বেশ! গ্রাণিকে কোথায় ধরতে পারবো মনে হয়? বার্লিনে গিয়েই বোধ হয়। বল তো, আমাদের দেখে কী ভাববেন তিনি? আর মিঃ এষ্টলি? তিনি অবশ্যি, স্কেলন্‌জেন্‌বার্গ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়বেন না। তোমার কী মনে হয়?...... আবার হাসতে লাগলো সে।......শোন, আসছে গরমের দিনে উনি কোথায় যাচ্ছেন জানো? বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারের জন্য উনি উত্তর-মেরুতে যেতে চান। আমায়ও সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলছেন। তিনি বলেন, আমরা—রুশেরা ইংরেজের সাহায্য ছাড়া কিছু করতে পারি না। কোন কাজের উপযুক্ত আমরা নই...হাঃ—হাঃ—হাঃ। তবে মিঃ এষ্টলি বেশ শান্ত স্বভাবের লোক। জান, তিনি জেনারেলের সমর্থন করেন। বলেন—ব্ল্যাঙ্কি...সেই অনুরাগ...ওঃ... জানিনা—জানিনা.........

পোলিনা যেন জানেই না সে কী বলছে—

...ওরা গরীব—তাদের জন্য আমি দুঃখিত। আর গ্রাণি,...এসো, শোন, ত্য গ্রিয়ুক্‌স্‌কে তুমি মারবে কেমন করে? সত্যিই, বলতো—তাকে মারবে—এ ধারণা তুমি করতে পার? ভয়ঙ্কর ধূর্ত সেই লোকটি! ভাবছ, তার সঙ্গে লড়তে দোব তোমায়?...হাঃ...হাঃ...হাঃ...ব্যারণকে মারলে না কেন? ব্যারণের সঙ্গে কী হাস্যকরই না দেখিয়েছিল তোমায়! আমি আমার আসন থেকে তোমাদের দুজনকে দেখছিলাম। তোমায় যখন পাঠিয়েছিলাম, তখন সত্যিই অনিচ্ছুক ছিলে তুমি। আর—আমি তখন—জান—কী হাসিটাই না হেসেছিলাম!

আবার সে আমায় চুম্বন ও আলিঙ্গন করলো। কামনা-জড়িতভাবে তার চিবুক দিয়ে আমার চিবুক চেপে ধরলো।

আর কিছুই শুনলাম না, ভাবতে পারলাম না আর কিছুই। মাথা ঘুরছিল আমার।......

সকালে ঘুম থেকে জাগলাম। তখন হয়তো সাতটা। ঘরে সূর্যালোক এসে পড়েছিল। পোলিনা আমার পাশে বসে ছিল। সে দেখছিল চারদিকে—যেন অন্ধকার থেকে জেগে উঠে পূর্বকথা স্মরণ করবার চেষ্টা করছে।

মাথাটা ভারী বোধ হচ্ছিল। পোলিনার হাত ধরবার চেষ্টা করলাম। আমায় ঠেলে দিয়ে সে লাফ দিয়ে উঠলো সোফা থেকে। সকালটা ছিল মেঘলা। আগের দিন সূর্যাস্তের আগে বৃষ্টি পড়েছিল। জানালার ধারে গিয়ে জানালাটি খুলে দিলে, তারপর হাতের তালুর উপর মুখখানি রেখে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো। একবারও আমার পানে তাকালোনা, শুনলোনা আমার কোন কথা। ভয় জাগলো মনে। ভাবলাম—এর শেষ হবে কেমন করে?

সে হঠাৎ জানালার কাছ থেকে এসে টেবিলের কাছে গিয়ে আমার দিকে তীব্র ঘৃণা-ব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। রোষ-কম্পিতকণ্ঠে বলল, বেশ, আমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দাও। মত পরিবর্তন করে ফেলনি তো? হাঃ—হাঃ—হাঃ—এখন হয়তো সেজন্য অনুতাপ করছ।

পঁচিশ হাজার টাকা আলাদা করা ছিল টেবিলের উপর। টাকাটা তুলে পোলিনার হাতে দিলাম। টাকাটা তুলে ধরে নাসিকা কুঞ্চিত করে সে বলল, টাকাটা এখন আমার—নয় কি?

: নিশ্চয়, তোমার।

: তোমার টাকা তোমারই থাক!

সে টাকাটা ছুঁড়ে ফেললো আমার দিকে। ওটা এসে আমার মুখে লাগলো, মুদ্রাগুলো সব ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। পোলিনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।...

তার সাময়িক উন্মত্ততার কারণ বুঝতে পারলাম না। তবু, জানি—তখন স্বাভাবিক ছিলনা তার মানসিক অবস্থা। এখনও—এই একমাস পরেও—সে অসুস্থ। তার এ খেয়ালের কারণ কী? এ কী আহত অভিমান? আমার শরণাপন্ন হওয়ার হতাশা? আমি কি কোন গর্ব প্রকাশ করেছি তার কাছে?

পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে তার কাছ থেকে কি মুক্তি পাবার চেষ্টা করেছি ? না। আমি জানি—আমার বিবেক আমায় তা জানিয়েছে। আমার বিশ্বাস, তার অহমিকা এজন্য আংশিকভাবে দায়ী। তার গর্বই আমাকে অবিশ্বাস ও অপমানিত করবার প্রেরণা দিয়েছিল তাকে। অবশ্যি, সে নিজেও তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেনি। বিশেষ দোষ না থাকলেও, দ্য গ্রিয়ুকস্-এর জন্য শাস্তি দেওয়া হোল আমায়। তবে—এ মানসিক বিকারজনিত···তাই, আমল দিলাম না ঘটনাটিকে। এখনকার কথা ছেড়েই দিলাম। দ্য গ্রিয়ুকস্-এর চিঠি নিয়ে সে যখন আমার কাছে গিয়েছিল, তখন সম্পূর্ণ সুস্থই ছিল সে। · ···

নোটগুলো ও মোহরগুলো তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে বিছানার ভিতর পুরে বিছানাটি গুটিয়ে মিনিট দশেকের মধ্যে পোলিনার সন্ধানে বেরোলাম। আমার দৃঢ় ধারণা ছিল—সে বাড়ি ফিরবে। ভেবেছিলাম নার্সের কাছ থেকে খবরটা জেনে আসবো। সিঁড়িতে নার্সের সঙ্গে দেখা। তার কাছ থেকে জানলাম—পোলিনা তখনও বাড়ি ফেরেনি, তাই নার্স আমার কাছে আসছে। বিস্ময়ের সীমা রইলো আমার।

: এই এক্ষুণি—প্রায় মিনিট দশেক হোল—সে আমার এখান থেকে গেছে। কোথায় যেতে পারে সে ?

নার্স ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমার পানে চাইলো।

এরই মধ্যে দস্তরমতো কলঙ্ক রটে গেছে। হোটেলের সকলেই জেনে গেছে। চাকরদের ঘরে, ম্যানেজারের ঘরে কানাঘুসা হচ্ছে : "ফ্রলেন্" সকাল ছ'টায় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে 'হোটেল এন্‌গেল্টা'র দিকে চলে গেছে।······ওদের কথা ও ভাবভঙ্গিতে বুঝলাম, ওরা সবাই জেনেছে—পোলিনা গত রাত্রিতে আমার ঘরেই কাটিয়েছে। গোটা পরিবার সম্বন্ধে দস্তর মতো একটি গল্প রটেছে। হোটেলের সবাই বলছে—জেনারেলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আর তিনি কাঁদছেন। রটে গেছে : গ্রাণি জেনারেলের মা। মলি দ্য কোমিন্‌জেসের সঙ্গে ছেলের বিয়ে বন্ধ করার জন্যই তিনি এসেছেন। তাঁর কথা না শুনলে

তিনি তাঁর উইল থেকে জেনারেলের নাম কেটে দেবার ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু জেনারেল তাঁর কথা শোনেন নি। তাই তিনি ইচ্ছে করেই তাঁর চোখের সামনে জুয়া খেলে টাকাগুলো নষ্ট করে দিয়ে গেছেন—যেনজেনারেল তাঁর মৃত্যুর পর কিছু না পান।

ম্যানেজার বিল তৈরী করছিলেন। ইতোমধ্যেই আমার প্রাপ্তির কথা জানাজানি হয়ে গেছে। ভৃত্য কার্ল এসে আমায় অভিনন্দিত করলো সর্বাগ্রে। কোনদিকে দৃক্‌পাত করলাম না। হোটেল এন্‌গেল্‌টার দিকে ছুটলাম।

তখনও সকাল। মিঃ এষ্টলি কারো সঙ্গে দেখা করছিলেন না। আমার উপস্থিতির কথা শুনে তিনি বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন আমার সম্মুখে। তাঁর ধূসর চোখ দুটি মেলে আমার বক্তব্য শুনতে চাইলেন। পোলিনার কথা জিজ্ঞেস করলাম।

আমার দিকে চেয়ে স্থিরভাবে মিঃ এষ্টলি বললেন, সে অসুস্থ।

: তা'হলে সে আপনার কাছেই আছে।

: হ্যাঁ।

: আপনি কি তাকে রাখবেন ঠিক করেছেন ?

: হ্যাঁ।

: এতে কলঙ্ক রটবে, মিঃ এষ্টলি। এ অসম্ভব! তা'ছাড়া, সে এখন অসুস্থ। আপনি হয়তো তা' লক্ষ্য করেন নি।

: হ্যাঁ-হ্যাঁ, লক্ষ্য করেই তো বলছি—অসুস্থ। অসুস্থ না হ'লে সে আপনার সঙ্গে রাত্রিযাপন করতো না।

: আপনি তা'হলে তা' জানেন।

: হ্যাঁ, সে কাল এখানে এসেছিল। আমি আমার এক আত্মীয়ের কাছে তাকে নিয়ে যেতাম। কিন্তু সে অসুস্থ ছিল, তাই ভুল করে আপনার কাছে চলে গিয়েছিল।

: দেখুন, আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, মিঃ এষ্টলি। তবে—একটা কথা! আপনি কি সারারাত জানালার নীচে দাঁড়িয়েছিলেন? মিস্ পোলিনা আমায় বলছিল—জানালা খুলে আপনাকে দেখতে। সে খুব হেসেছিল তাতে।

: তাই নাকি? আমি তো জানালার নীচে দাঁড়াইনি। আমি বারান্দায় পায়চারি করছিলাম।

: কিন্তু ওকে চিকিৎসা করাতে হবে, মিঃ এষ্টলি।

: নিশ্চয়। আমি ডাক্তার ডেকে পাঠিয়েছি। যদি তার ভাল-মন্দ কিছু হয় তো আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হ'বে।

অবাক হ'য়ে বললাম, দোহাই আপনার! বলুন, আপনি কী চান, মিঃ এষ্টলি?

: এ কথা কি সত্যি—আপনি ছ' লক্ষ টাকা পেয়েছেন?

: মাত্র দু' লক্ষ টাকা।

: আজই আপনার প্যারীতে যাওয়া উচিত ছিলনা কি?

: কেন?

: ধনী রাশিয়ানরা তো প্যারীতেই যায়!

কথাগুলো মিঃ এষ্টলি এমনিভাবে বললেন যেন বই দেখে পড়ে গেলেন।

: এই গরমে কী করবো প্যারীতে গিয়ে? আপনি তো জানেন, আমি পোলিনাকে ভালবাসি।

: সত্যিই? আমার মনে হয়—বাসেন না। এখানে থাকলে যা' পেয়েছেন সবই হারাবেন, প্যারীতে যাবার জন্য থাকবে না কিছুই। নমস্কার! আপনি আজই প্যারীতে যাবেন—এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই আমার।

: আচ্ছা, নমস্কার। তবে, আমি প্যারীতে যাবো না। এখানে কী হবে ভেবে দেখুন, মিঃ এষ্টলি। জেনারেল—আর পোলিনার সঙ্গে এই অভিযান—এ সব ছড়িয়ে পড়বে শহরময়।

: হ্যাঁ, শহরময় ছড়াবে। কিন্তু, আমার বোধ হয়—জেনারেল সেকথা ভাবছেনই না। আর—দেখুন, যেখানে খুসী সেখানে থাকবার অধিকার

পোলিনার আছে। সেই পরিবারটি সম্বন্ধে এটুকু বলা যায়—পরিবারটির কোন অস্তিত্বই নেই।

আমি প্যারীতে যাচ্ছি—মিঃ এষ্টলির এ ধারণার কথা ভেবে হাসতে হাসতে চলে এলাম। ভাবলাম, সম্ভব হ'লে তিনি পোলিনাকে হত্যা করতেও পারেন। যদি পোলিনা মারা যায়! সে আবার এক ঝঞ্ঝাট।

পোলিনার জন্য মনে দুঃখ জাগলো। কিন্তু আশ্চর্য! আগের দিন জুয়ার টেবিলে গিয়ে স্তূপীকৃত টাকা পেতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি আমার ভালবাসা কোথায় মিলিয়ে গেল। এখন বলছি একথা। কিন্তু তখন তা স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। আমি কী সত্যিকারের জুয়ারী হ'তে পারি? পোলিনাকে কি এমনি বিস্ময়করভাবে ভালবাসতে পারি? হ্যাঁ, আজও আমি তাকে ভালবাসি। ভগবানই আমার সাক্ষী।

মিঃ এষ্টলির কাছ থেকে বাড়ি ফিরে এসে সত্যিই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম, নিজেকেই অভিযুক্ত করেছিলাম।

আবার একটি ঘটনা ঘটলো।

জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, তাঁর ঘরের অদূরে একখানি দরজা খুলে গেল, কে আমায় ডাকলো।

মাদাম কোমিন্‌জেস্‌ মলি ব্ল্যাঙ্কির নির্দেশে আমায় ডাকছিলেন। মলির সঙ্গে দেখা করবার জন্য ঘরে ঢুকলাম।

দু'খানি ঘরের একখানি "ফ্ল্যাট"। মলি ব্ল্যাঙ্কির হাসির শব্দ কানে বাজলো। বিছানার উপর উঠে বসলেন মাদাম কোমিন্‌জেস্‌। বললেন, তুমি নাকি অনেক টাকা পেয়েছ জুয়া খেলে?

মুখে হাসি টেনে এনে জবাব দিলাম, হ্যাঁ—পেয়েছি।

ঃ কত টাকা পেলে?

ঃ দু'লক্ষ টাকা।

ঃ কত টাকা? আরেকটু কাছে এসো—শুনতে পাচ্ছি না।

কাছে গেলাম মলির। একটি শাটিনের লেপ ছিল তার গায়ে।

আমার দিকে চেয়ে হাসল সে। বলল, ঐ আমার মোজাগুলো একবার পরিয়ে দাওতো পায়ে। তারপর—জানো তো, আমরা প্যারীতে যাচ্ছি।

: আজই যাচ্ছেন কি?

: আধ ঘণ্টার মধ্যেই।

জিনিসপত্রগুলো সব ছিল গুটানো। স্যুটকেশ ও বিছনাগুলো ছিল বাঁধা। কফি দেওয়া হয়েছিল একটু আগে।

: যদি ইচ্ছে কর—কফিটা খাও। আমার মোজাগুলো কোথায় গেল? সেগুলো আমার পায়ে পরিয়ে দাও।

সে তার ছোট্ট সুন্দর পা দু'খানি বা'র করল। সিল্কের মোজাগুলো নিয়ে তার পায়ে পরাতে লাগলাম।

ইতোমধ্যে মলি ব্ল্যাঙ্কি বিছানায় উঠে বসলো—বিড়্ বিড়্ করতে করতে।

: আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা দরকার। ফ্রাঙ্কফার্টে আমায় টাকাগুলো দিয়ো। দু'জনে একসঙ্গে খেলবো। সেখানে কত দেশ-বিদেশের স্ত্রীলোক দেখতে পাবে। শোন···

: একটু থামুন। আপনাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে আমার আর কী থাকবে?

: এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। তা'ছাড়া, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো—একমাস, দু'মাস! সেই দু'মাসে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হ'য়ে যাবে।

: দু'মাসেই সব!

: কেন, ভয় পেলে নাকি? তবে, জান কী একমাসের সেই জীবন তোমার সারাটি জীবনের সমান? একমাস! যাও, তুমি তার উপযুক্ত নও।

আমি তখন তার অপর পায়ে মোজা পরাচ্ছিলাম। পা টেনে নিয়ে পায়ের আঙুলের আগা দিয়ে সে আমার মাথায় আঘাত করলো। অবশেষে আমায় ঘর থেকে বের করে দিল। ডেকে বলল, আমি পনেরো মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।···

বাড়ি ফিরে এসে অনুভব করলাম আমার মাথা ঘুরছে যেন। পোলিনা আমার মুখের উপর টাকা ছুঁড়ে দিয়েছে। সে মিঃ এষ্টলিকে পছন্দ করেছে—তাই। আমার দোষে নয়। টেবিলের উপর কয়েকটি নোট ইতস্ততঃভাবে পড়ে ছিল তখনও। নোটগুলো কুড়িয়ে নিলাম। দরজাটি খুলে গেল। ম্যানেজার স্বয়ং ঘরে ঢুকলেন। বললেন, নীচের একখানি ঘর খালি হয়েছে, জনৈক কাউন্ট্ সবেমাত্র ঘরটি ছেড়ে দিয়ে গেলেন।

স্থির হয়ে বসলাম। চিন্তা করলাম এতটুকু। বললাম, আমার বিল—আমি দশ মিনিটের মধ্যে চলে যাচ্ছি।

ভাবলাম, প্যারী—হয়তো প্যারী! আমার জন্মের দিন থেকেই যেন নির্দিষ্ট হয়ে আছে আজকের এই যাত্রা।

পনেরো মিনিট পরে।

মলি ব্ল্যাঙ্কি, মাদাম কোমিন্‌জেস্ আর আমি বসেছিলাম একটি রিসার্ভ কামরায়। আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছিল মলি ব্ল্যাঙ্কি। মাদাম কোমিন্‌জেস্ও তা'ই করছিলেন। কেন জানিনা, বেশ প্রফুল্ল বোধ করলাম। আমার জীবনখানি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে! তাদের দানের মত দেখছি দুনিয়ার সব কিছুকে। একথাও হয়তো সত্যি—এই অপ্রত্যাশিত অর্থ আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়েছে। একবার, সুধু একবার মনে হলো—দৃশ্যপট সরে গেছে। মনখানি ছেয়ে এলো বেদনায়, মুখে ফুটে উঠলো তার ছায়া।

মলি ব্যাঙ্কি তিরস্কারের ছলে বলল, কী হলো তোমার? সত্যিই, কী বোকা তুমি! বেশ বেশ—তোমার ঐ টাকাগুলো আমরা খরচ করবো সত্যি, কিন্তু তার বদলে নিজের হাতে তোমার "নেক্‌টাই" বেঁধে দোব, মিস্ "হোর্টেন্সের" সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দোব, সব টাকাটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আবার এখানে ফিরে এসে ব্যাঙ্ক লুঠ্‌ব। ইহুদীরা তোমায় কী বলেছে? সাহসই

হয়েছে সব চেয়ে বড়, আর—তোমার সে-জিনিসটা রয়েছে। প্যারীতেও তুমি আমায় অনেক টাকা এনে দিতে পারবে।

জিজ্ঞেস করলাম, জেনারেল ?

: কেন, তুমি তো জান—জেনারেল রোজ ফুলের তোড়া নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। এবার আমি ইচ্ছে করেই তাকে বলেছি—কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ফুল আমায় এনে দিতে। বেচারা এসে দেখবে—পাখি উড়ে গেছে। দেখো, সে ঠিক আসবে আমাদের খুঁজতে। প্যারীতে আমার কাছে আসবে সে। তাকে দেখে সত্যিই খুসী হবো আমি। তার বিল দেবে মিঃ এষ্টলি। হাঃ-হাঃ-হাঃ !......

এমনি করে পৌছলাম প্যারীতে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

প্যারী।

প্যারী সম্বন্ধে কী বলবো আমি? কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা—বাতুলতা।

মাত্র তিনটি সপ্তাহের কিছু বেশি প্যারীতে রইলাম। এরই মধ্যে এক লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল। এক লক্ষের কথাই বলছি। বাকী এক লক্ষ থেকে মলি ব্র্যাঙ্কিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়েছিলাম—ফ্রাঙ্কফার্টে, আর বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট দিয়েছিলাম তিন দিন বাদে—প্যারীতে। সে টাকাও সে নিয়ে নিয়েছে। সে আমায় "মাষ্টার" বলেই ডাকে। মলির চেয়ে নীচমনা ও কৃপণ কল্পনাই করা যায় না। নিজের পয়সা খরচ করবার বেলাই তার এই কার্পণ্য। আমার টাকাটা সম্বন্ধে সে আমায় জানিয়েছিল—প্যারীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে তার এক লক্ষ টাকা প্রয়োজন। বলেছিল, সে চায় বেশ গুছিয়ে স্থায়িভাবে থাকতে—যেন কেউ তাকে অবজ্ঞার চোখে চাইতে না পারে। সেই লক্ষ টাকা আমি একবার দু'চোখে দেখতেও পেলাম না। টাকাটা সে নিজের কাছেই রেখেছিল। আমার তহবিলের সেই এক লক্ষ টাকাও সে রোজ একবার করে দেখতো। মাঝে মাঝে বলতো—টাকায় তোমার কী দরকার?...তার সঙ্গে তর্ক করতাম না। সে আমারই টাকা দিয়ে তার ঘরটি সাজালো, আমায় ঘরে নিয়ে দেখালো সব। বলল, চেষ্টা ও রুচি থাকলে সামান্য টাকাতেও অনেক কিছু করা যায়। (এ সামান্য টাকা হচ্ছে আমার আধ লক্ষ টাকা)। বাকী পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে সে একখানি গাড়ি ও একটি ঘোড়া কিনেছিল। সুধু তা' নয়। দুটো পার্টিও দেওয়া হয়েছিল। ভোজে হোর্টেনস্, লিজেট্ ও ক্লিওপেট্রা উপস্থিত ছিল। বেশ সুন্দরী এরা সকলেই। নানা বৈশিষ্ট্যও আছে এদের। আমাকেই গৃহস্বামী সাজানো হয়েছিল ভোজগুলোয়। অশিক্ষিত ধনীর গৃহিনী, নিতান্ত অজ্ঞ

নির্লজ্জ সেনানায়ক, দুর্ভাগা গ্রন্থকার, সংবাদপত্র সেবী কীট—এদের সকলকে অভ্যর্থনা করতে হয়েছিল আমার। অনেকে আবার আমায় ঠাট্টাও করছিল। "শ্যাম্পেন্" টেনে পেছনের ঘরটায় শুয়ে পড়লাম। ভাল লাগছিল না কিছুই। আমার সম্বন্ধে মলি ওদের বলছিল: অনেক টাকা ইনি পেয়েছেন। কিন্তু আমাকে ছাড়া তিনি টাকার সদ্ব্যবহার করতে পারছিলেন না টাকাগুলো খরচ হয়ে গেলেই আবার মাষ্টারী আরম্ভ করবেন। আপনারা কী কেউ ওঁর একটু থাকবার যায়গা করে দিতে পারবেন না? আমার নিশ্চয় কিছু করা উচিত তাঁর জন্যে।

বার বার "শ্যাম্পেন" সেবন করছিলাম। বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। বিরক্তি এলো ভয়ঙ্কর। মধ্যবিত্ত সমাজে জীবন কাটিয়েছি। প্রতিটি পাই সেখানে মূল্যবান। প্রাতটি পাই-এর হিসেব রাখা হয়।

প্রথম পনেরো দিন ব্ল্যাঙ্কি তো আমায় আমলই দেয়নি। তা' লক্ষ্য করেছিলাম আমি। সে রোজই আমাকে সঙ-এর মতো সাজাতো। নিজের হাতে "নেক্‌টাই"টি বেঁধে দিত, কিন্তু অন্তরে আমায় করতো তীব্র ঘৃণা। তা'তে কিছু মনে করতাম না আমি। মনমড়া হয়ে পড়েছিলাম একঘেয়ে সেই জীবনে। তাই, রোজ সন্ধ্যায় "শ্যাটো-দ্য-ফ্লোর"-এ গিয়ে মদ খেতাম আর অশ্লীল নৃত্য অভ্যাস করতাম। একরকম শিখেই ফেলেছিলাম সেই নাচ।

এবার ব্ল্যাঙ্কি আমার সত্যিকারের চরিত্রটি আবিষ্কার করলো। কোন কারণে সে ভেবেছিল—আমি তার সঙ্গে পেন্সিল-কাগজ নিয়ে বেরুবো, কত টাকা কী বাবদ খরচ করছে তার হিসাব রাখবো, দেখবো—কত টাকা সে চুরি করছে। ভেবেছিল—প্রতি দশ টাকার একখানি নোট খরচ করতে তার সঙ্গে আমার নিয়মিত ধ্বস্তাধ্বস্তি হবে। সেজন্য সে তৈরীই হয়ে ছিল। কিন্তু যখন দেখলো—আমি তাকে কোন বাধাই দিচ্ছিনা, তখন সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। মাঝে মাঝে চড়াস্বরে আরম্ভ করতো সে, কিন্তু আমি কোন কথা না বলে সোফায় বসে উপরের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে

থাকতাম। তাই সে অবাক হয়ে গেল। প্রথমে সে মনে করত—আমি নির্বোধ মাষ্টার। তাই কোন কিছু বলতোনা। হয়তো ভাবত—লোকটা কিছুই বোঝেনা, বেশি বলে কী লাভ? একটু পরেই আবার ফিরে আসতো। আমাদের সামর্থের অতিরিক্তই ব্যয় করছিল সে। যেমন: ষোলো হাজার টাকায় সে একটি ঘোড়া কিনলো।

আমার কাছে এসে বলল, তুমি রাগ করনি তো?

বিরক্ত হয়ে বললাম, না—না; কিন্তু তুমি আমায় শ্রান্ত করে ফেলেছ।

সে কী যেন ভাবলো। বসলো আমার পাশে। বলল—টাকাটা খরচ করলাম এই ভেবে যে পরে দরকার হলে ঘোড়াটি বিক্রি করে দেওয়া হবে। তার কত দাম হবে জান? কুড়ি হাজার টাকা।

: তা'তে সন্দেহ নেই। চমৎকার ঘোড়াটি! যখন চার হাজার টাকা লাভ হচ্ছে—

: এতে রাগ করনি তুমি?

: রাগ করবো কেন? তোমার নিজের কী কী জিনিস দরকার, তা' তো তুমিই ভালো জান। এগুলো পরে কাজে লাগবে। দেখতে পাচ্ছি—এমনি ষ্টাইলে থাকা তোমার দরকার। নইলে, কোটি টাকা জমাবে কেমন করে? এক লক্ষ টাকা তো কিছুই নয়—যেন মহাসাগরের এক ফোঁটা জল!

আমার কাছ থেকে এমন মন্তব্য সে আশা করেনি। সে যেন আকাশ থেকে পড়লো।

: চমৎকার! মাষ্টার হলে কী হবে? রাজপুত্র হয়ে জন্মানোই উচিত ছিল তোমার। তা'হলে—টাকাটা এত তাড়াতাড়ি খরচ হয়ে যাচ্ছে বলে, সত্যিই, কিছু মনে করছ না তুমি?

: টাকাটা খরচ করে ফেল—যত তাড়াতাড়ি পার।

: তুমি কী বড়লোক? সত্যিই, বড়লোকের মতোই টাকার উপর কোন দরদ নেই তোমার।

: তা'তে কী হয়েছে? "হোম্বুর্গে" গিয়ে আর এক লক্ষ টাকা নিয়ে আসবো।

: বেশ—বেশ। আমি জানি, তুমি জিতবে, আর টাকাটা নিয়ে এখানেই আসবে। আমি তোমায় ভালবাসবো—চিরদিন তোমায় ভালবাসবো। একবার সুধু তুমি আমার বিশ্বভাজন হও। এতদিন আমি তোমায় ভালবাসিনি, কিন্তু তোমার বিশ্বাসের পাত্রী তো হয়েছি।

: তুমি মিথ্যে বলছ। ঐ ঘোড়ামুখো "এল্‌বার্ট"কে আমি দেখিনি বুঝি?

: ওঃ—ওঃ—

: মিথ্যে বলছ কেন? ভাবছ, আমি রাগ করবো? সে তো কিছুই নয়। যদি তুমি তাকে আমার আগে পেয়ে থাক, তাকে তাড়িয়ে দেবারও দরকার নেই। সুধু—ওকে টাকা দিওনা। বুঝলে?

এর পর থেকে সে যেন আমার উপর আসক্তি দেখাতে লাগলো। বাকী দশ দিন কাটলো। বুঝতে পারিনি—আমার ভাগ্যোদয় হচ্ছে। এক হিসাবে বলতে গেলে—সে তার কথা রাখলো। হোর্টেন্সের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। চমৎকার সেই মহিলাটি।

কাজ নেই ওর সম্বন্ধে বেশি কিছু বলে। অন্যভাবে লিখতে গেলে এ নিয়ে আলাদা একটি গল্প লেখা চলে। এ কাহিনীতে তাকে জড়াতে চাইনা। এই পর্বটির সমাপ্তিই কামনা করছিলাম। একলক্ষ টাকা প্রায় এক মাস ধরে রইলো। অবাক হয়ে গেলাম তাতে। ব্ল্যাঙ্কি তার নিজের জন্য আশি হাজার টাকা খরচ করলো। বাকী সবা'র জন্য খরচ হলো কুড়ি হাজার। তবু, তা'ও যথেষ্ট। ব্ল্যাঙ্কি শেষের দিকে সদয় ব্যবহার করলো আমার সঙ্গে। জানাল—যে-টাকা ধার হয়েছে, তার দায়িত্ব আমায় নিতে হবেনা। বলল: তোমাকে দিয়ে হ্যাণ্ডনোট সই করাইনি, তার কারণ তোমার জন্য সত্যিই কষ্ট হয় আমার। আর কোন মেয়ে হলে অবশ্যি তা' করতো, তোমায় জেলে যেতে হতো সেজন্য। এবার দেখ, আমি কত ভালবাসি তোমায়—কত ভাল আমি। তাছাড়া,

এটাও একবার ভেবে দেখ—একটা বিয়ের জন্য কত টাকা খরচ করতে হচ্ছে আমায়।

সত্যিই, আমাদের বিয়ের আয়োজন হ'য়েছিল। সেই মাসেরই শেষে বিয়ে হ'লো আমাদের। বোধ হয়, তাতেই বাকী এক লক্ষ টাকা খরচ হ'য়ে গেল।

এমনি ক'রে সে-পর্বের শেষ হ'লো—অর্থাৎ একমাস অতীত হ'লো। তারপর আমি বরখাস্ত হ'লাম।

একটি সপ্তাহ ধরে প্যারীতেই রয়েছি। এমন সময় এসে উপস্থিত হ'লেন জেনারেল। তিনি সোজা ব্ল্যাঙ্কির কাছেই এসে পড়লেন। প্রথম দিন থেকেই বেশির ভাগ সময় আমাদের সঙ্গে কাটাতে লাগলেন। অবশ্যি, তাঁর নিজের থাকবার যায়গা একটি ছিল। ব্ল্যাঙ্কি কলহাস্যে তাঁকে অভ্যর্থনা করলো, তাঁকে আলিঙ্গন করতে ছুটে গেল। সে তাঁকে আর যেতেই দিল না। থিয়েটারে, নাচে, ব্ল্যাঙ্কির পরিচিত মহলে, ভ্রমণে, সর্বত্রই—তিনি ব্ল্যাঙ্কির অনুগমণ করতে লাগলেন। এসব কাজের উপযুক্ততা তখনও জেনারেলের ছিল। তাঁর লম্বা দোহারা চেহারা—সাধারণ লোকের চেয়ে ঢের লম্বা—কলপ দেওয়া গোঁফ-দাড়ি। মুখটা কুঁচকে গেলেও তিনি সুদর্শন। চমৎকার তাঁর ব্যবহার। সান্ধ্য-পোষাকে তাঁকে মানায় ভালো। প্যারীতে এসে তিনি তাঁর মিলিটারী পোশাক পরতে আরম্ভ করলেন। এমন লোকের সঙ্গে বেড়ানোর সুবিধাও আছে। শান্ত-স্বভাব, নির্বোধ জেনারেল এতে খুব খুসী। প্যারীতে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে তিনি প্রথমটা এমন ভাবেনই নি। তিনি এসেছিলেন ভয়ে ভয়ে। আশঙ্কা করেছিলেন--ব্ল্যাঙ্কি তাঁকে তাড়িয়ে দেবে। এই পরিবর্তিত আবহাওয়ায় আনন্দিত হ'লেন তাই। একটি মাস কাটালেন এক অব্যক্ত মোহের মধ্যে।

তাঁকে যখন ছেড়ে আসি, তখনও তাঁর অবস্থা ছিল ঠিক তেমনি। শুনেছি, রৌলেটেনবুর্গ থেকে আমাদের চলে আসার দিন সকালে তাঁর এক রকম মূর্চ্ছা হয়েছিল। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন তিনি, সারাটি সপ্তাহ

বাতুলের মত অনর্গল বকে যাচ্ছিলেন। নার্স রাখা হোল, ডাক্তার ডাকা হলো, কিন্তু তিনি সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গাড়িতে উঠে প্যারী চলে এলেন। অবশ্যি ব্ল্যাঙ্কির অভ্যর্থনা তাঁর ঔষধের কাজ করেছিল। কিন্তু আনন্দ ও উৎসাহ সত্ত্বেও অনেকদিন ধরে অসুখের ছাপ বয়ে গেল তাঁর মুখে। চিন্তা-শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। কোন গুরুতর বিষয়ের আলাপ আলোচনা করতে পারতেন না। কোন বিষয়ে কথা পাড়লে অর্থহীনভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে সায় দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতেন না। প্রায়ই বিনা কারণে হাসতেন—বিব্রত, দুর্ব্বল, অর্থহীন, চাপা হাসি। সময় সময় রাত্রির মতো কালো হয়ে বসে থাকতেন, —ঘণ্টার পর ঘণ্টা; ভুরুর উপর হাত বুলাতেন অবিশ্রান্তভাবে। স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিল অনেকটা। ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন তিনি। স্বগতোক্তি অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল তাঁর। একমাত্র মলি ব্ল্যাঙ্কি ছাড়া আর কারো সাধ্য ছিল না—সেই মানসিক অবসাদ ও হতাশা থেকে তাঁকে রক্ষা করবার। এক কোণায় নিজেকে আড়াল করে রেখে তিনি সুধু ভাবছিলেন—দীর্ঘদিন ধরে তিনি ব্ল্যাঙ্কিকে দেখেন নি, সে তাকে ফেলে কোথায় চলে গেছে—যাবার আগে ভালো ব্যবহার করেনি তাঁর সঙ্গে। তিনি জানতেন না তাঁর অবসাদ ও বেদনার প্রকৃত কারণ। দু'তিন ঘণ্টা বসে থাকবার পর (দু তিনবার আমি লক্ষ্য করেছি—এল্‌বার্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ব্ল্যাঙ্কি সারাদিন আর ফিরেই আসেনি) তিনি চারদিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজতেন, কী যেন ভাবতেন; খেই হারিয়ে ফেলতেন তারপর। যতক্ষণ না মলি ব্ল্যাঙ্কি আবার কলহাস্যে এসে তাঁর কাছে হাজির না হোত, ততক্ষণ সুধু তা'ই করতেন। ব্ল্যাঙ্কি কাছে গিয়ে তাঁকে উত্যক্ত করতো, এমনকি চুমো খেতো। তার এমনি অপ্রত্যাশিত সহৃদয় আচরণে আনন্দাতিশয্যে জেনারেলের চোখে অশ্রু দেখা দিত।

সুরু থেকেই ব্ল্যাঙ্কি আমার কাছে সওয়াল করতে লাগল জেনারেলের জন্য। সত্যি, তাঁরই পক্ষে অনেক কথাই সে বলেছিল। বলেছিল, সুধু

আমারই জন্য সে জেনারেলকে প্রতারিত করেছে, তাঁর সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিল তার, তাঁকে কথা দিয়েছিল সে, শুধু তারই জন্য তিনি পরিবারের সকলকে ত্যাগ করেছিলেন।...আমি তাঁর বাড়িতে কাজ করতাম—একথা আমার মনে রাখা উচিত, লজ্জিত হওয়া উচিত।......

নীরব রইলাম। কিছুই বললাম না। একটু পরে মুচকি হাসলাম। ব্যাপারটা সঙ্গে-সঙ্গেই চুকে গেল। মলির ধারণা ছিল—আমি একটি আস্ত বোকা। কিন্তু পরে সে এই সিদ্ধান্তে পৌছলো যে আমি অত্যন্ত সুবিবেচক। এই অনন্যা তরুণীটির পুর্ণ সমর্থন পাবার সৌভাগ্য হলো আমার। ব্ল্যাঙ্কি অতি শান্ত—অবশ্যি, তার নিজের মতে। তার সম্বন্ধে অমন উচ্চ ধারণা অন্ততঃ আমার ছিল না। পরে পরে সে আমায় বলত: তুমি সহৃদয়, চালাক-চতুর, আর—আর—এটাও অত্যন্ত ক্ষোভের যে তুমি এমনি বোকা! মোটেই সঞ্চয়ী নও তুমি।

চাকরের সঙ্গে কুকুরটাকে পাঠাবার মতোই সে আমায় জেনারেলকে নিয়ে বেড়াতে পাঠিয়েছে কয়েকবার। তাঁকে নিয়ে আমি থিয়েটারে গেছি, রেস্তরাঁয় গেছি। জেনারেলের কাছে টাকা ছিল। তবু, মলি সেজন্য আমায় টাকা দিত। ব্ল্যাঙ্কিকে উপহার দেবার জন্য জেনারেল সাত হাজার টাকায় একটি "ব্রোচ্" কিনতে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে বাধা দিলাম। সব সুদ্ধু লক্ষ টাকার বেশি ছিল না তাঁর কাছে। এত টাকা তিনি কোথায় পেলেন জানিনা। হয়তো, মিঃ এষ্টলির কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁর হোটেলের বিলটিও সম্ভবতঃ শোধ করেছিলেন সেই ভদ্রলোক। মনে হলো—আমার সঙ্গে ব্ল্যাঙ্কির সম্পর্কের কথা অনুমানই করতে পারেননি জেনারেল। তিনি শুনেছিলেন—আমি টাকা পেয়েছি। তবু, হয়তো ভাবছিলেন—আমি মলির সঙ্গে রয়েছি তার সেবক হিসাবেই। তিনি আমার সঙ্গে ব্যবহার করতেন ঠিক আগেকারই মতো, মাঝে মাঝে তিরস্কারও করতেন। সেদিন সকালে খেতে বসে আমায়ও মলি ব্ল্যাঙ্কিকে খুব হাসালেন তিনি। আমায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা শোনালেন—

যার না আছে আরম্ভ, না আছে শেষ। আমায় বললেন, আমি একটি অবুঝ শিশু, তিনি আমায় একটি পাঠ দেবেন। কোন অর্থই বোঝা গেল না তাঁর কথার।

ব্ল্যাঙ্কি তো হেসেই খুন! জেনারেলকে শান্ত করে বেড়াতে নেওয়া হলো। অবশেষে দেখলাম বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন তিনি। ব্ল্যাঙ্কি রয়েছে সঙ্গে, তবু যেন কিসের অভাব বোধ করছেন। তাঁর নিজের সম্বন্ধে দু'একবার কী যেন বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বক্তব্য শেষ করতে পারলেন না। তাঁর সেনাদলে থাকার কথা, মৃতা পত্নীর কথা, পারিবারিক বিষয়, জমি-জমার কথা তিনি বলতে চাইলেন যেন। একটি কথারই উপর বার-বার জোর দিলেন। তবু, তাঁর মনের কথাটি প্রকাশ পেলো না। তাঁর ছেলেদের কথা পাড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। একদিন—শুধু একটি দিন—তিনি থিয়েটারে আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন—ঐ হতভাগ্য ছেলেমেয়েরা!

বললাম, হ্যাঁ।

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি একাধিকবার বললেন, সেই হতভাগ্য ছেলেমেয়েরা!

পোলিনার কথা তুললাম। তিনি রেগে উঠলেন। বললেন, অকৃতজ্ঞ শয়তান—নিমকহারাম মেয়ে! গোটা পরিবারটিকে সে কলঙ্কিত করেছে। আইন থাকলে আমি তাকে শায়েস্তা করতে পারতাম। হ্যাঁ সত্যিই! স্ত গ্রিয়ুকস্-এর নামই শুনতে পারতেন না তিনি। বলতেন, ঐ লোকটা আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে—আমায় নিঃস্ব করে দিয়েছে। একটা দুঃস্বপ্নের মতো সে জেগে রয়েছে আমার চোখের সামনে। সারাক্ষণ—সারাটি রাত, সারাটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তে স্বপ্নে এসে আমায় দেখা দিয়েছে। সে আমায় পাগল করেছে—ভিখিরী করেছে। বলোনা—আমায় বলোনা—তার কথা।

দেখলাম—ওঁদের দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া রয়েছে। তবু, বললাম না কিছুই।

আমাদের বিয়ের ঠিক এক সপ্তাহ আগে ব্ল্যাঙ্কি খবর দিল: এবার সুযোগ এসেছে! সত্যিই, গ্রাণির অসুখ করেছে, নিশ্চয় মারা যাবে এবার। ঞিঃ

এইলি "তার" করেছেন। তোমাকে স্বীকার করতেই হবে—জেনারেল হবেন—তাঁর উত্তরাধিকারী। না হলেও তিনি কোন আপত্তি করবেন না। তাঁর নিজের পেন্সন তো রয়েছে, সেখানে একটি ঘরে পরম সুখে থাকতে পারবেন তিনি। কী মজাই না হবে! আমিই হবো রাশিয়ান ভূস্বামিনী!

: তাতে যদি তাঁর ঈর্ষা হয়, আর তিনি বাধা দেন—

: না-না-না, বাধা দিতেই পারবেন না।

: সে-সাহস কোথায় তাঁর? উপায় আমি করে রেখে দিয়েছি, তুমি ভয় পেয়োনা। এলবার্ট-এর কাছে দেওয়া একখানি হাণ্ড্‌নোট সই করিয়ে রেখেছি। সেটি দেখালেই তিনি গ্রেফ্‌তার হবেন। সে-সাহসই হবে না তাঁর।

: বেশ তা'হলে তাঁকে বিয়ে কর।……

বিয়ে হলো। বিশেষ কোন জাঁকজমক হলো না। নিতান্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠান হলো এ উপলক্ষ্যে। এল্‌বার্ট ও জেনারেলের ক'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। হোর্টেনস্‌, ক্লিওপেট্রা ও তাদের দলবলকে ইচ্ছা করেই বাদ দেওয়া হলো। ব্ল্যাঙ্কি নিজের হাতে জেনারেলের "টাই" বেঁধে দিল, চুল আঁচড়ে দিল।

জেনারেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব্ল্যাঙ্কি বলল, সত্যিই চমৎকার মানিয়েছে!

সে নিজেও যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল। আমি ছিলাম নির্বাক, নিষ্ক্রিয় দর্শক। তবু, এক-আধটু সাহায্য করছিলাম না, এমন নয়। কৌতূহল ছিলনা ভালো করে দেখবার। তাই, ঘটনাপারম্পর্য স্মরণ করতে পারছিনা। সুধু মনে আছে—মল্লি ব্ল্যাঙ্কি "ড্যু প্লাসেট্" হয়ে গিয়েছিল। ভয়ানক খুসী হয়েছিলেন জেনারেল। ডু-কোমিন্‌জেস্‌ থেকে ড্যু-প্লাসেট্‌ই তাঁকে সত্যি বেশি আনন্দ দিচ্ছিল।

বিয়ের দিন সকালে বিয়ের পোশাক পরে গম্ভীরভাবে "ড্রয়িং রুম"-এ পায়চারি করতে করতে তিনি বলছিলেন—মলি ব্ল্যাঙ্কি ডু প্রাসেট্! ব্লাঙ্কি ডু-প্র্যাসেট্!

উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখমণ্ডল। গির্জায় যাজকের কাছেও, বিবাহ-ভোজে—তিনি শুধু প্রফুল্লই ছিলেন না, গর্বিতও ছিলেন। তাঁদের দু'জনেরই মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল। ব্ল্যাঙ্কিও বিচিত্র গাম্ভীর্যের ভান করছিল।

গম্ভীরভাবে সে আমায় বলল, এখন সম্পূর্ণ অন্য রকম ব্যবহার করতে হবে আমার। এমন ভয়ানক অবস্থা হবে কল্পনাও করতে পারিনি। আমি নিজেই নিজের পদবীটা লিখতে পারিনা—"জ্যাগোরিয়ান্স্কি-মাদাম-লা-জেনারেল ডু-সাগো"। উঃ, কী ভয়ঙ্কর!......

ছাড়াছাড়ি হলো দু'জনের।

ছলনাময়ী মলি ব্ল্যাঙ্কি চোখের জল ফেলল আমার বিদায়ের ক্ষণে করমর্দন করে হঠাৎ বলে উঠল, একটু দাঁড়াও।

দৌড়ে ঘরে ঢুকলো সে। একটু পরে দু'হাজার টাকার একখানি "চেক্" এনে আমার হাতে দিল। নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। এ কী সম্ভব? আমায় করুণা-ভরা-কণ্ঠে বলল, তোমার কাজে লাগতে পারে—তাই দিলাম। তুমি শিক্ষিত মাষ্টার হতে পার, কিন্তু বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারেই নেই। দু'হাজারের বেশি তোমায় দিচ্ছি না। তা'হলে জুয়া খেলে টাকাটা নষ্ট করে ফেলবে। বিদায়! যদি জুয়ায় জিততে পার, আমার সঙ্গে দেখা করো—ভুলোনা যেন—বিদায়।......

আমার নিজের কাছেও পাঁচ হাজার টাকা ছিল। তা'ছাড়া ছিল এক হাজার টাকা দামের একটি সুদৃশ্য হাতঘড়ি আর কয়েক টুকরো হীরে। তা' দিয়ে আরও কিছুদিন নিশ্চিন্ত কাটান যাবে।......

প্রকৃতিস্থ হবার জন্যই ছোট্ট এই শহরটিতে বাস করছি। মিঃ এষ্টলির অপেক্ষায়ও রয়েছি বটে। জানতে পেরেছি—তিনি এ শহর হয়ে যাবেন, কোন কাজের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা থাকবেন এখানে।

তারপর সোজা "হোম্‌বুর্গে" যাবো আমি। রৌলেটেন্‌বুর্গ-এ যাবোনা—অন্ততঃ আগামী বছর পর্যন্ত।

লোকে বলে : একই টেবিলে দু'বার ভাগ্যপরীক্ষা করা সুলক্ষণ নয়, আর—হোম্‌বুর্গই হচ্ছে সত্যিকারের খেলবার যায়গা!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এক বছর আট মাস হলো লেখাটি দেখেছি। আজকের দুঃখ ও হতাশায় লেখাটি পড়বার ইচ্ছা হলো।

হোম্‌বুর্গ-এ যাবার প্রতীক্ষা করছিলাম।

বিনা চিন্তায় শেষের লাইনগুলো লিখে ফেলেছি। ঠিক বিনা চিন্তায় নয়—একরকম আত্মবিশ্বাসে ও দুর্দমনীয় আশায়। কোন সন্দেহ কি ছিল আমার মনে ? · ···

দেড় বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে। মনে হয়, আমি ভিখারীর চেয়েও অধম। কী হয়েছে ভিখারী হলে ? কিছুই না। আমি নিজেই নিজের সর্বনাশ করেছি। কারো সঙ্গে তুলনা হয়না আমার। নীতি-উপদেশের প্রয়োজন নেই। নৈতিক জল্পনার চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কিছু নেই আজ। আত্মতৃপ্ত লোকগুলো কী অসম্ভব গর্ব ও তৃপ্তির সঙ্গে বক্তৃতা করে যান। তাঁরা যদি জানতেন—আমার বর্তমান অবসাদ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান আমার আছে, তা'হলে আমায় সান্ত্বনা দিতে আসতেন না। জানিনা, এমন কোন্ কথা তাঁরা আমায় শোনাবেন ? আসল কথাটি কী ? কথা হচ্ছে—চক্রের একটি আবর্তনের সঙ্গে সবই সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যাবে, আর এই নীতিবাগিশরা আসবেন আমায় সম্বর্ধনা জানাতে। আজকের মতো আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাইবেনা তারা। তাদের কথা ছেড়ে দিন। আমি এখন কী ? একটি বিরাট শূন্য। কাল কী হতে পারি আমি ? শবের স্তূপ থেকে উঠে আবার আমি জীবন-যাত্রা সুরু করতে পারি। এখনো মানুষের সব গুণ রয়েছে আমার মধ্যে।

অবশ্যি, তখন আমি হোম্‌বুর্গে গিয়েছিলাম। কিন্তু···আবার রৌলেটেন্‌বুর্গ ও স্পা-তে গিয়েছিলাম। বেডেন-এ ও গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়েছিলাম কাউন্সিলার জিন্‌জ্‌টের জিনিসপত্রের রক্ষক হিসাবে। পূরো পাঁচটি মাস ধরে আমি ছিলাম পরিচারক।······

জেল থেকে মুক্ত হ'বার পরেই একটি যায়গা পেলাম। (রৌলেটেন্‌বুর্গ-এ দেনার জন্য জেলে যেতে হয়েছিল আমায়)। কে জানিনা—আমার দেনা শোধ করে দিয়েছিল। মিঃ এষ্টলি কি? পোলিনা? জানিনা। তবে আমার ধারণা, টাকাটা শোধ করে দেওয়া হয়েছিল। সব সুদ্ধ দু'শো টাকা। মুক্তি পাবার পর আমি জিন্‌স্টের কাজে ঢুকলাম। তরুণ, নির্বোধ লোকটি। আলস্যই ছিল তার প্রিয়। তিনটি ভাষায় জ্ঞান ছিল আমার। আমি তার সচিব হয়ে চাকরীতে ঢুকি মাসিক নব্বই টাকায়। কিন্তু পরে কাজটা শেষ করি তার পরিচারক-রূপেই। সচিব রাখার সঙ্গতি ছিল না তার। সে আমার মাইনে কমিয়ে দিল। কোথাও যাবার উপায় ছিল না, তাই বাধ্য হয়ে সেখানেই রইলাম। তারপর ধীরে ধীরে তার পরিচারক হয়ে পড়লাম। উপযুক্ত খাবার পেতাম না, মদ খেতে পারতাম না। তাই, দুশো দশ টাকা হাতে জমে গেল। একদিন তাকে জানিয়ে দিলাম—আমি চলে যাবো।

সেদিন সন্ধ্যায়ই রৌলেটেন্‌বুর্গ-এ চলে গেলাম। বুকে স্পন্দন আরম্ভ হয়েছিল আমার। টাকার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলাম এমন নয়। ভাবছিলাম যদি পরের দিন এই জিন্‌স্টেরা, হোটেল-মালিকরা, বেডেনের ভদ্রমহিলারা—সকলেই আমার সম্বন্ধে আলোচনা করে, আমার প্রশংসা করে, আমার জীবনের এই সাফল্যে আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়, তা'হলেই হবে। এ কল্পনা ও আগ্রহ নেহাৎ ছেলেমান্‌সি। কিন্তু হয়তো পোলিনার সঙ্গে দেখা হবে—আমি তাকে বলবো, তার কাছে সবই স্বীকার করবো। সে দেখবে—আমি নিয়তির ভাঙাগড়ার উর্দ্ধে, টাকাটাই আমার কাছে বড় নয়। জানতাম—কোন মলি ব্ল্যাঙ্কিকে টাকাটা ছুঁড়ে দেব, কিংবা আবার প্যারীতে ষোল হাজার টাকার ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে কয়েক সপ্তাহ ঘুরে বেড়াব। জানি, আমি নীচ নই। আমার বিশ্বাস, আমি মিতব্যয়ীও নই। তবু, অর্থসংগ্রাহকের হাঁক শুনে বুক কাঁপতে লাগলো। জুয়ার টেবিলের দিকে কী ব্যগ্রভাবেই না চেয়ে ছিলাম! টেবিলের উপর পড়ে ছিল নানা রকম মুদ্রা—জলন্ত অঙ্গারের

স্তো, স্তূপীকৃত সোনা, আর—চাকার চারধারে রূপোর পাহাড়। জুয়াঘরের দিকে অগ্রসর হবার সময় দূর থেকে টাকার ঝন্‌ঝনানি শুনেও তড়কাউপস্থিত হয় আমার।

স্মরণীয় সেদিনকার সন্ধ্যা—যেদিন আমি দু'শো টাকা নিয়ে জুয়ার টেবিলে উপস্থিত হলাম।

তিরিশ টাকা নিয়েই সুরু করলাম। "পাশ"-এর উপরই টাকাটা ধরলাম। "পাশ" সম্বন্ধে একটি সংস্কার রয়েছে আমার। হারলাম। আর একশো আশি টাকা ছিল আমার কাছে। একটু চিন্তার পর 'জিরো'ই বেছে নিলাম। একবারে পনেরো টাকা ধরলাম। চাকাটা ঘুরে এসে জিরোতেই থামলো! একসঙ্গে পাঁচশো পঁচিশ টাকা পেয়ে আনন্দে মুহ্যমান হয়ে পড়লাম। যখন তিন লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম, তখনও এমন আনন্দ বোধ করিনি। "রোগ"-এর উপর ধরলাম তিনশো টাকা। এবারও জিতলাম। তারপর ছ'শো। এই ন'শো ধরলাম "ম্যাক্সির" উপর। এবারও জিত হল আমার। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পাঁচ হাজার টাকা হোল। এমন মুহূর্তে মানুষ তার আগের অকৃতকার্যতার কথা ভুলে যায়। জীবনটাকে বিপন্ন করে আমি টাকা পেয়েছি। বিপন্ন করেছিলাম বলেই তো আমি হয়েছি দশ জনের একজন।……

হোটেলে একখানি ঘর নিয়ে দরজায় খিল্ দিয়ে রাত তিনটা অবধি টাকাটা গুণলাম!

সকালে উঠলাম।

এখন আমি আর পরিচারক নই। সেদিন হোম্‌বুর্গে থাকার সংকল্প করলাম। আমি পরিচালক নই, সেখানে কারারুদ্ধ হইনি আমি।

গাড়ি ছাড়বার আধঘণ্টা আগে দু'টি দান খেলতে গিয়ে পনেরো হাজার ফ্লোরিন্ হারলাম। তবু, গেলাম হোম্‌বুর্গে। সেখানে কাটালাম একমাস।

……নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। দু'এক টাকার ছোট ছোট দান খেলি, হিসাব করি, সারাদিন জুয়ার টেবিলে দাঁড়িয়ে খেলা দেখি। এমনকি,

খেলার স্বপ্নও দেখি। মনে হয়—আমি কঠিন, কাঠ হয়ে গেছি—যেন আমি পঙ্কে ডুবে গেছি। মিঃ এষ্টলির সঙ্গে দেখা হলে আমার তা'ই মনে হলো। তারপর আর দেখা নেই দু'জনের। দৈবাক্রমে দুজনের দেখা হয়েছিল একদিন। সেদিন বাগানে বেড়াচ্ছিলাম। ভাবছিলাম—শুধু দেড়শোটি মাত্র টাকা আছে, হোটেলের পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়ে দিতে হবে তিন দিনের মধ্যে। সুতরাং আর একবার হয়তো জুয়াঘরে যেতে হবে। যদি জিতি, তা'হলে খেলতেও পারবো কতক্ষণ। যদি হেরে যাই—কোন রুশের বাড়িতে মাষ্টারি নেব, নয় তো পরিচারকই হব। ভাবতে ভাবতে বেড়াচ্ছিলাম।

কখনও কখনও একটানা চারঘণ্টা ধরে বেড়াতাম এমনিভাবে। হোম্‌বুর্গে ফিরে যেতাম—ক্ষুধার্ত, শ্রান্ত হয়ে। হঠাৎ চোখে পড়লো—মিঃ এষ্টলি পার্কে একটি আসনে বসে আছেন। আমার আগেই তিনি আমায় দেখেছেন। দেখেই ডাক দিলেন। তাঁর পাশে বসলাম। তাঁর ব্যবহারে গাম্ভীর্য ও মর্যাদার ভাব দেখে সংযত হলাম। তবে, তাঁকে দেখে আমার মনে আনন্দ জেগেছিল অপরিসীম।

তিনি আমায় বললেন, আপনি তা'হলে এখানেই আছেন? আপনার সঙ্গে একবার দেখা করব ভাবছিলাম। আপনার নিজের কাহিনীটুকু কষ্ট করে আমায় শোনাতে হবে না। আমি জানি সব—সবই জানি। আপনার গত এক বছর আট মাস জীবনের প্রতিটি ঘটনা আমার জানা আছে।

বললাম, বাঃ, আপনার পুরানো বন্ধুটির কথা তা'হলে ভুলে যাননি? সত্যিই আপনার প্রশংসা করতে হয়।...তা' একটা কথা: আপনিই কি ছ'শো টাকা দিয়ে রৌলেটেন্‌বুর্গ-এর কারাগার থেকে আমায় মুক্ত করেছিলেন? কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি টাকাটা দিয়ে দিয়েছিল।

: না, না, আমি তো কোন টাকা দিইনি! তবে, আমি জানতাম—ছ'শো টাকার জন্য আপনি জেলে রয়েছেন।

: তা'হলে, জানেন—ধারটা কে শোধ দিয়েছিল?

: না।

: আশ্চর্য! কোন রাশিয়ানের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তাছাড়া, আমার মনে হয়—কোন্ রাশিয়ান এ বদান্যতা দেখায়নি। গোঁড়া খৃষ্টানরা তাঁদের স্বজাতির জন্য এমনি টাকা দিয়ে থাকেন। মনে হয়—কোন খেয়ালী ইংরেজই কৌতুকচ্ছলে এটা করেছেন।

অর্ধ-বিস্মিতভাবে শুনলেন মিঃ এষ্টলি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন—আমায় নিরাশ, মর্মাহত অবস্থায় দেখবেন। অসন্তুষ্ট হয়েই যেন বললেন, আপনার মনের স্বাধীনতা ও প্রফুল্লতা বজায় রাখতে পেরেছেন দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

হেসে ফেললাম। বললাম : অর্থাৎ—আমি অপমানিত ও নিষ্পেষিত হ'লেই আপনি খুসী হতেন?

: আপনার মন্তব্যগুলো সত্যিই আমার ভালো লাগে। আপনার কথার মধ্যে আমি আমার অতি উৎসাহী, চতুর ও খেয়ালী পুরানো বন্ধুটিকে খুঁজে পাই। রাশিয়ানদের মধ্যেই এমনি পরস্পর বিরোধী উপাদানের সমন্বয় দেখি। মানুষ তার অন্তরঙ্গকে অপমানিত দেখতে চায়।

: একথা সম্পূর্ণ সত্য। অপমানের উপরই বন্ধুত্ব নির্ভর করে বেশি। এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি, আপনি মুসড়ে পড়েননি দেখেই আমি আনন্দিত হয়েছি। বলুন, আপনি জুয়া ছাড়তে চান কিনা।

: নিশ্চয়, তবে ছাড়ব তক্ষুণি—

: যক্ষুণি যা হেরেছেন—সবই কড়ায় গণ্ডায় আদায় হবে। যা ভেবেছিলাম! আর বেশি বলবার দরকার নেই। আমি জানি—কথাটা অসতর্কভাবে আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সত্য কথাটাই প্রকাশ করে ফেলেছেন। বলুন তো, জুয়া ছাড়া আপনার আর কোন বৃত্তি আছে কিনা?

: কিছুই না।

আমায় জেরা করতে লাগলেন তিনি। কিছুই জানতাম না আমি। খবরের কাগজ পড়িনি অনেকদিন। বলতে গেলে—একটি পাতাও উল্‌টে দেখিনি কোন বইয়ের।

তিনি বললেন, আপনি ধামাধরা হয়ে গেছেন। আপনি সুধু আপনার জীবন, আগ্রহ, মানুষ ও নাগরিক হিসাবে আপনার কর্তব্য, ও নিজের বন্ধু-বান্ধবদের বিসর্জন দেননি, আর জুয়া ছাড়া জীবনের সকল উদ্দেশ্য ভুলে যাননি—স্মৃতিশক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। আপনার জীবনের এক চরম সময়ের কথা আমার মনে পড়ে। আমার মনে হয়—আপনার তখনকার মনের অবস্থার কথা ভুলে গেছেন। জুয়ার "পেয়ার", "ইম্‌পেয়ার", "রোগ", "নয়ের"—সুধু এই কয়েকটি সংখ্যার উর্ধ্বে আপনার কল্পনা আর অগ্রসর হয় না।

বিরক্তির সঙ্গে—প্রায় রেগে বললাম: হয়েছে—যথেষ্ট হয়েছে! থাক্, আর মনে করিয়ে না-ই বা দিলেন আমায়। তবে, আপনাকে বলছি—কিছুই ভুলে যাইনি আমি। এখন আপাততঃ সবই—এমনকি, আমার মনের সকল স্মৃতিকেও মন থেকে সরিয়ে রেখেছি, যতদিন না আমার অবস্থার আমূল পরিবর্তন না ঘটে ততদিনের জন্য। তখনই দেখবেন—আমি মৃতের স্তূপ থেকে জেগে উঠেছি।

মিঃ এষ্টলি বললেন, দশ বছর পরেও আপনি ঠিক এখানে আসবেন। আপনার সঙ্গে বাজি রাখছি—যদি বেঁচে থাকি, এখানেই আপনাকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারবো।

অধীর হয়ে উঠলাম। বললাম, বেশ! আমি যে অতীতকে ভুলে যাইনি—তার প্রমাণ-স্বরূপ আমায় প্রশ্ন করুন: পোলিনা কোথায়? আপনি যদি আমায় জেল থেকে উদ্ধার না করে থাকেন, তা'হলে করেছে সে। সে-সময় থেকে কোন খবরই পাইনি তার।

: না-না, সে আপনার ধার শোধ করেনি। সে তো এখন সুইজারল্যাণ্ড-এ রয়েছে।

তারপর, একটু দৃঢ়ভাবেই তিনি বললেন, 'মিস্ পোলিনার কথা আর না জিজ্ঞেস করলেই খুশী হবো।

ক্ষুণ্ণ হলাম। তবু মুখে ম্লান হাসি টেনে এনে বললাম, তা'হলে সে আপনাকে আঘাত দিয়েছে, নিশ্চয় ?

: মিস্ পোলিনা হচ্ছে সম্মানিতাদের অগ্রগণ্যা। তবু—আবার বলছি, দয়া করে পোলিনা সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করবেন না। আপনি তাকে বুঝতে পারেন নি। আপনার মুখে তার নাম শুনতেও সত্যিই আমার দুঃখ হচ্ছে।

: ও-কথা বলবেননা। আপনি ভুল করছেন। পোলিনার কথা ছাড়া আপনার সঙ্গে কী আর বলবার আছে, বলুন ? আমাদের সকল স্মৃতি তো—ও-ই। অস্থির হচ্ছেন কেন ? আপনার ব্যক্তিগত, গোপন কোন বিষয় আমি জানতে চাইনা। মিস্ পোলিনার বাইরের খবরটাই জানতে চাই সুধু। দু'কথায়—সংক্ষেপে, আপনি তা' বলতে পারেন।

: তা' অবশ্যি পারি। তবে—এই শর্তে যে—সুধু কয়েকটি কথায় সব শেষ হবে: বহুদিন ধরে সে অসুস্থ। এখনও অসুখ সারেনি। কিছুদিন সে ইংলণ্ডের উত্তরে আমার মা ও বোনের সঙ্গে ছিল। ছ'মাস হলো—তার দিদিমা—সেই পাগলাটে বুড়িটাকে তো জানেন—মারা গেছেন। তিনি তার জন্য সাত হাজার পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি রেখে গেছেন। পোলিনা এখন আমার বোনের পরিবারের সঙ্গে দেশভ্রমণ করছে। দিদিমার উইলে তার ছোট ভাই ও বোনটির সংস্থান করা হয়েছে। ওরা এখন লণ্ডনের ইস্কুলে পড়ছে। তার সৎ-বাবা—অর্থাৎ সেই জেনারেল—মাসখানেক হলো, প্যারীতে দেহত্যাগ করেছেন। মলি তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করেছিল, কিন্তু দিদিমার কাছ থেকে যা' তিনি পেয়েছিলেন সবই হস্তগত করে নিয়েছে।

: আর—দ্য গ্রিয়ুকস্ ? সে-ও কি সুইজারল্যাণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে না ?

: না, সে কোথায় জানি না। মনে রাখবেন, এমন অপবাদ দিলে শাস্তি পাবেন।

আমাদের এমন নিবিড় বন্ধুত্ব সত্ত্বে-ও ?

: হ্যাঁ।

: একশো-বার আমার কসুর মাফ্ চাইছি, মিঃ এষ্টলি। এতে অপমানকর বা অভদ্রজনোচিত কিছু নেই—তবু। আমি তো পোলিনার কোন দোষের কথা বলিনি। তা'ছাড়া, ফরাসী যুবক ও রাশিয়ান যুবতীকে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে মানায় ভালো। এদের সংযোগ হয় আশ্চর্য রকমের ভালো—যা আমার আপনার ধারণার ও বর্ণনার বাইরে।

: যদি আর একটি নামের সঙ্গে দ্য গ্রিয়ুক্স্-এর নাম না বলতেন, তা'হলে আপনাকে জিজ্ঞেস করতাম—"ফরাসী যুবক ও রাশিয়ান যুবতী" বলে আপনি কি বোঝাতে চান, "সংযোগ" শব্দটার মানেই বা কি ? ফরাসী যুবক আর রাশিয়ান যুবতীই-বা কেন ?

: দেখলেন—এ-বিষয়ে আপনারও কৌতূহল রয়েছে। তবে, কথা হচ্ছে—আমার গল্পটি একটু বড়। প্রথমে আপনাকে অনেকগুলো জিনিস বুঝতে হবে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ-গুলো খুবই প্রয়োজনীয়। ফরাসী হচ্ছে মহান্ ঐতিহ্যের সৃষ্টি। ইংরেজ হিসাবে একথা আপনি স্বীকার না করতে পারেন, ঈর্ষারই বশে রাশিয়ান হিসাবে আমিও হয়তো তা করিনা। তবু, আপনি স্বীকার করুন আর না-ই করুন, আমাকে স্বীকার করতেই হবে—জাতি হিসাবে ফরাসীরা অত্যন্ত শিষ্টাচারী। বিদ্রোহই তাদের আভিজাত্য এনে দিয়েছে। নিম্নতম স্তরের ফরাসীর চলাফেরায়, কথাবার্তায়, এমনকি—চিন্তায়ও, পূর্ণতম শিষ্টাচার চোখে পড়ে—যদিও তাতে তার ব্যক্তিগত কোন প্রভাবই নেই। এ হলো তার উত্তরাধিকার। আর—মিঃ এষ্টলি, আপনাকে জানানো দরকার—পৃথিবীতে সাচ্চা রাশিয়ান মেয়ের চেয়ে বেশি বিশ্বাসী ও মার্জিতরুচি কোন জীব এ দুনিয়ায় নেই। ছদ্মবেশী দ্য গ্রিয়ুক্স্ বিচিত্র এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তার [illegible] আচরণের জোরে অতি সহজেই তার মন জয় করতে পারে। যুবতীরা আদব কায়দাকেই তার প্রকৃত মনের প্রতীক বলে মনে করে—বাহ্যিক

আভরণ হিসাবে নয়। অথচ—সে এটা পেয়েছে উত্তরাধিকার-সূত্রে। শুনে নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হবেন আপনি। তবু আমি বলবো—ইংরেজেরা প্রায়ই অদ্ভুত, অমার্জিত। আর—রাশিয়ানেরা সহজেই সৌন্দর্য ধরতে পারে, সেজন্যই উৎসুক তারা। কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে হলে আমাদের দেশের তরুণীদের ও স্ত্রীলোকদের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি স্বাধীনতা প্রয়োজন। মিস্ পোলিনার নাম উচ্চারণ করছি, সেজন্য আমায় ক্ষমা করুন। ঐ পাষণ্ড দ্য গ্রিয়ুক্স্‌কে ছেড়ে আপনাকে পছন্দ করা তার পক্ষে এত সহজ নয়। আপনার সম্বন্ধে তার ধারণা উঁচু হতে পারে, আপনাকে সে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পারে, আপনার কাছে মনের কথা প্রকাশ করতে পারে। তবু—সেই হীন, পাষণ্ড—অর্থ-লোলুপ দ্য গ্রিয়ুক্স্‌ই তার অন্তরে আধিপত্য বিস্তার করবে। সুধু গর্বে ও ঔদ্ধত্যে সে তার প্রাধান্য বজায় রাখবে। এর কারণ হলো—এই দ্য গ্রিয়ুক্স্‌ই একদিন তার কাছে ছিল মূর্তিমান দানবীর—যে তার সৎ-পিতার সাহায্যের জন্য নিজে সর্বস্বান্ত হচ্ছিল। পরে অবশ্যি, চালাকি ধরা পড়েছিল। তাতেও বিশেষ কিছু যায়-আসেনা। সে চায়—স্মৃতিকারের দ্য গ্রিয়ুক্স্‌কে। বর্তমান দ্য গ্রিয়ুক্স্‌কে সে যত বেশি ঘৃণাই করুক না কেন, তত বেশিই সে চায়—সেই আসল দ্য গ্রিয়ুক্স্‌কে। তবে, সে ছিল সুধু তার কল্পনায়। আপনি হলেন—একজন চিনি প্রস্তুত কারক।

: হ্যাঁ, আমি প্রসিদ্ধ ল্যাভেল-এণ্ড-কোম্পানীর একজন অংশীদার।

: একদিকে চিনি প্রস্তুত-কারক—আর একদিকে সূর্যদেবের পাহাড়-চূড়া কেমন যেন সামঞ্জস্যহীন। আর—আমি তো চিনি প্রস্তুতকারীও নই। আ হচ্ছি—জুয়াঘরের সামান্য একজন জুয়াড়ী—কিছুদিনের জন্য পরিচার হয়েছিলাম। পোলিনা তা' ভালোভাবেই জানে। পোলিনার গো আছে হয়তো।

: আপনি রাগ করেছেন, বাজে বকছেন তাই। তা'ছাড়া, যা' বলছেন মধ্যে আপনার নিজস্ব কিছুই নেই।

: তা' মানি। কথাগুলো হাস্যকর, বাসি মনে হতে পারে। তবু সত্য।

কম্পিতকণ্ঠে মিঃ এষ্টলি বললেন, আপনার কথাগুলো সম্পূর্ণ নিরর্থক। এই অকৃতজ্ঞ, অযোগ্য, অসুখী, অভাজন আপনারই কাছে হোম্‌বুর্গে এসেছে—তারই ইচ্ছায়,—আপনাকে দেখতে, আপনার সঙ্গে স্পষ্টভাবে আলাপ করতে, আপনার কল্পনা, ভাবনা, আশা……আপনার স্মৃতি সম্বন্ধে তার কাছে খবর নিয়ে যেতে।……

: য়্যাঁ! একি সম্ভব?

দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এলো। কিছুতেই অশ্রু-সংবরণ করতে পারলামনা। এমন ঘটনা জীবনে হয়তো প্রথমবারই ঘটলো!

: হ্যাঁ, আপনি মন্দভাগ্যই বটেন। হৃত-সর্বস্ব আপনি। সে তাই আপনাকে ভালবাসতো। যদি বলি—সে আজো আপনাকে তেমনি ভালবাসে, তা'হলে আপনি কি এখানে ঠিক আগেকারই মতো থেকে যাবেন? নিজেই নিজেকে নষ্ট করছেন আপনি। আপনার কর্মশক্তি রয়েছে, চেহারাটিও চমৎকার। লোক হিসাবেও খারাপ ছিলেন না। দেশের কাজ করার যোগ্যতা আপনার আছে। আজ আপনার দেশে আপনারই মতো লোকের প্রয়োজন। তবু, আপনি এখানেই থাকবেন। দোষ দিইনা আপনার। হয়তো—রাশিয়ান মাত্রেই এমনি। জুয়া না হলেও তেমন একটা কিছুতে সে আসক্ত। এর ব্যতিক্রম বিরল। নিজের কাজের মানে বোঝে না এমন লোক সুধু আপনি একা নন। আপনার দেশের কৃষকদের কথা বলছিনা। জুয়াটা বিশেষভাবে সুধু রাশিয়ানদেরই খেলা। চুরি না করে পরিচারকের কাজ করেছেন। আপনার ভবিষ্যৎ কী হবে ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছি। আচ্ছা—আবার আসি। নিশ্চয়, আপনার টাকার অভাব। এই একশো টাকা নিন। এর বেশি আপনাকে দোবনা, তা'হলে জুয়া খেলে টাকাটা নষ্ট করে ফেলবেন। নিন—এই নিন।

: আপনার সব কথা শোনবার পর, আমি আপনার টাকা নেব না।

মিঃ এষ্টলি বললেন, নিন। আপনাকে একজন সম্মানার্হ ব্যক্তি বলেই আমি মনে করি। বন্ধু হিসাবে আপনাকে টাকাটা দিচ্ছি। এ সম্বন্ধে যদি নিশ্চিত হতাম—আপনি জুয়া ছেড়ে দিয়ে হোমবুর্গ থেকে চলে যাবেন, তা'হলে নতুন জীবন আরম্ভ করবার জন্য আপনাকে এক হাজার টাকা দিতেও আপত্তি করতাম না। একশো টাকা দিচ্ছি, কারণ আপনার কাছে একশো টাকা ও হাজার টাকায় কোন পার্থক্যই নেই—জুয়াতেই যাবে সব। এই নিন্।

: যাবার আগে আপনি যদি আমার সঙ্গে একবার কোলাকুলি করে যান তা'হলে আপনার টাকা নিতে পারি।

: নিশ্চয়—সানন্দে!

গভীর অন্তরঙ্গতার সঙ্গে দু'জনে কোলাকুলি করলাম। মিঃ এষ্টলি চ গেলেন।......

......না। ভুল করেছেন মিঃ এষ্টলি। দ্য গ্রিয়ুকস্-এর সঙ্গে যদি অভদ্র নির্বোধ আচরণ করে থাকি, তিনিও রাশিয়ানদের সঙ্গে বিসদৃশ, আপত্তি ব্যবহার করেছেন। আমার নিজের কথা বলছি না। যাহোক্, ও-সব ব্যা আলোচনার সময় নয় এখন। কথা—কথা—কথা! কথা নয়, কাজে প্রয়োজন। সব চেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে—সুইজারল্যাণ্ড্!

কাল......কালই যদি যাওয়া সম্ভব হোত! নতুন করে আরম্ভ করতে হ উঠ্‌তে হবে নতুন হয়ে জেগে...তাদের দেখাতে হবে ......! পোলিনা জানু আমি এখনও মানুষ হতে পারি।......বড্ড দেরী হয়ে গেছে এখন...। কাল...। কাল যে আমার নিজের একটা জরুরী কাজ রয়েছে—কাজটি ক হবে।......আমার কাছে দেড়শো টাকা আছে।

...পনেরো টাকা দিয়ে সুরু করেছি। যদি খুব সতর্কতার সঙ্গে আবার করা যায়?......আমি কি তেমন অবিমৃষ্যকারী হ'তে পারি? আ বুঝিনা—সর্বহারা আমি? তবু কি আবার উঠতে পারিনা? এতটুক ও ধৈর্য হলেই হলো! একবার—সুধু একবার ইচ্ছাশক্তি দেখাতে

একঘণ্টার মধ্যেই ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারি। ইচ্ছাশক্তিই হলো সব চেয়ে বড়ো জিনিস। একবার ভেবে দেখুন—আমার শেষ অকৃতকার্যতার আগে রৌলেটেনবুর্গ-এ কী হয়েছিল! সেই হলো—ইচ্ছাশক্তির প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। তখন আমি সর্বস্বই হারিয়ে বসেছিলাম।....

...নাচঘর থেকে বেরোচ্ছিলাম। দেখলাম—কোট-পকেটের তলায় একটি-মাত্র মুদ্রা রয়েছে। তা'হলে, খাবার পয়সাটি রয়ে গেছে। একটু চিন্তা করলাম। কিছুদূর গিয়ে মন পরিবর্তন করে ফিরে এলাম। টাকাটা "ম্যাঙ্কি"র উপর ধরলাম। বিদেশে খাবারের পয়সা আছে কিনা না ভেবে, শেষ-কপর্দকটি দান ধরার আবেগের মধ্যে সত্যিই রয়েছে অদ্ভুত একটা কিছু।

জিতলাম। কুড়ি মিনিটের মধ্যে পকেটে দেড় হাজার টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কথাটা সত্যি। শেষ কপর্দকটি কখনও কখনও এমন করে থাকে। তখন হতাশ হলে কী হতো? যদি এই বিপদ ঘাড়ে না নিতাম—তা'হলে?

কাল—কালই শেষ হয়ে যাবে সব—জীবনের এমনি অনিশ্চিত উত্থান-পতনের খেলা সাঙ্গ হয়ে যাবে আমার!......

তন্দ্রা এলো এই মধুর স্বপ্নে।

শেষ

—জুয়াড়ী—

[জনৈক যুবকের দিনপঞ্জী থেকে]

প্রথম পরিচ্ছেদ

পক্ষকাল পরে ফিরে এলাম। আমাদের বন্ধুরা দু'দিন 'রৌলেটেনবুর্গ'-এ য়ছে। ভেবেছিলাম, ওরা সাগ্রহে আমার প্রতীক্ষা করছে; কিন্তু আমারই ল। জেনারেলের আত্মনির্ভরতার অহঙ্কার আছে। তিনি তাচ্ছিল্যভরে ম্বোধন করলেন আমায়। মনে হলো—আমার দিকে তাকাতে লজ্জাবোধ রছিলেন তিনি। মেরিয়া ফিলিপ্পোভ্‌না ভয়ানক ব্যস্ত ছিল। সে কথাই লো না আমার সঙ্গে। টাকাটা গুণলো, আর শুনলো আমার বিবরণ। নৈক ফরাসী আর একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের আগমন প্রত্যাশা করছিল রা। টাকা হাতে এলে যেমন হয়ে থাকে, তেমনি ভোজ হলো যথারীতি— কেবারে খাঁটি মস্কো-রীতিতে। পোলিনা আলেকজান্দ্রোভ্‌না আমার এতদিন র বাইরে থাকার কারণ অনুসন্ধান করলো। তারপর উত্তরের অপেক্ষা না রেই কোথায় চলে গেল। যাবার সময় কৈফিয়ৎ দিয়ে গেল—অনেক কাজ মে রয়েছে তার। হোটেলের চারতলায় ছোট্ট একখানি ঘর দেওয়া হলো মায়। সবাই জানে—আমি [illegible] লোক। ওরা সকলের দৃষ্টি াকর্ষণ করবার আয়োজন করেছে। সকলেরই ধারণা, জেনারেল একজন ন্রান্ত ধনী রাশিয়ান। ভোজের আগেও তিনি আমায় দু'খানি হাজার টাকার

নোট ভাঙাতে দিয়েছিলেন। হোটেলের আফিসে নোট দু'খানি ভাঙালাম অন্ততঃ একটি সপ্তাহ আমাদের লক্ষপতির চালে চলতে হবে। মিশা ও নাত্যাকে নিয়ে বেড়াতে যাবো ভাবলাম। কিন্তু সিঁড়ি পর্যন্ত যেতেই জেনারেল তলব করলেন। সদয়ভাবে জিগ্যেস করলেন; কোথায় যাচ্ছি। আমার মুখের দিকে তাকাতেই পারেন না ভদ্রলোক। চোখাচোখি হতেই যেন বিব্রত হয়ে পড়েন। কথার পর কথা সাজিয়ে বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি আমায় বললেন—নাচঘর থেকে যথাসম্ভব দূরে কোন পার্কে নিয়ে যেতে হবে তাঁর ছেলেদের। পরে বললেন, এদের নিয়ে তোমায় জুয়াঘরেও যেতে হতে পারে! আবার বললেন, কিছু মনে করো না। আমি জানি, তোমার মনে এখনো কোন চিন্তা প্রবেশ করেনি। তুমিই হয়তো জুয়া খেলবার উপযুক্ত। যা হোক্, আমি তোমার উপদেষ্টা নই। আর তা' হবার আগ্রহও নেই। তবু, অন্ততঃ এটুকু নিশ্চয় মনে করতে পারি, আমায় সন্দেহ করবে না তুমি।

আম্‌তা আম্‌তা করে বললাম, কিন্তু আমার তো টাকা নেই। টাকা হারতে হলেও হাতে টাকা থাকা চাই আগে।

উৎসাহিত হয়ে জেনারেল বললেন, টাকা এক্ষুণি পাবে। তিনি ঘর খুঁজে হিসাবের বইটি নিলেন। দেখা গেল—তাঁর কাছে একশো কুড়ি টাকা পাওনা হয়েছে আমার। বললেন, আচ্ছা, এবার তোমার হিসেবটা কী করে মেটানো যায়? এই নাও—একশো টাকা। তবে বাকিটা মারা যাবে না।

বিনা বাক্যব্যয়ে টাকা নিলাম।

: রাগ করোনা আমার কথায়, তুমি তো চট্ করে রেগে যাও। যা বললাম —এ সুধু কথার কথা—তোমায় সতর্ক করে দেবার জন্য; আর—অবশ্যি তাতে আমার দাবী রয়েছে।······

ছেলেদের নিয়ে বাড়ি ফিরবার পথে দেখলাম—এক অশ্বারোহী-দল এখানকার একটি দৃশ্য দেখবার জন্য বেরিয়েছে আমাদেরই পার্টি। দু'খানি

ম্ৎকার গাড়ি, ঘোড়াগুলো সুদৃশ্য। একখানি গাড়িতে ছিল মলি ব্ল্যাঙ্কি ঙ্গে মেরিয় ফিলিপ্পোভ্না ও পোলিনা। আর একটিতে ছিলেন ফরাসী ও ংরেজ ভদ্রলোকটি। জেনারেল নিজে বসেছিলেন ঘোড়ার পিঠে।

পথিকরা দাঁড়িয়ে দেখছিল। দস্তুরমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তবু, নে হলো—জেনারেলের দুর্দিন আসন্ন। হিসেব করে দেখলাম—আমি যে ার হাজার টাকা এনেছি, আর তারা যা' জোগাড় করেছে—দু'টো মিলে াট সাত-আট হাজার টাকা হবে। কিন্তু, মলি ব্ল্যাঙ্কির কাছে এ টাকা থেষ্ট নয়।······মলি ব্ল্যাঙ্কিও তার মার সঙ্গে হোটেলে থাকে। ফরাসী দ্রলোকটিও সেখানেই থাকেন। চাকরটি তাঁকে ডাকে 'মেঁাসিয়ে কোমৃতে', লির মাকে বলে 'মাদাম লা কোম্‌তেসি'। হতে পারেন—তাঁরা স্বামী-স্ত্রী।

ভেবেছিলাম—খাবার টেবিলে এম্. লা. কোম্‌তে আমায় চিনতে পারবেন জেনারেল অবশ্যি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেননি, একটি কথাও লেননি আমার সম্বন্ধে। বিনা আহ্বানেই আমি এসেছিলাম খাবার টেবিলে। য়তো জেনারেল ভুলে গিয়েছিলেন আমায় ডাকতে। জেনারেল সবিস্ময়ে ামার পানে চাইলেন। করুণাময়ী মেরিয়া ফিলিপ্পোভ্না তক্ষুণি আমার জন্য কটি যায়গা করে দিল। মিঃ এষ্ট্লির সঙ্গে দেখা হলো; তাই রক্ষে। ামিও পার্টির অন্তর্ভুক্ত হলাম।

অদ্ভুত এই ইংরেজ ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় প্রাশিয়ায়—েলগাড়িতে। দেশে যাচ্ছিলাম আমি। মুখোমুখি বসেছিলাম দু'জনে। ারপর ফ্রান্সে যাবার সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় আর একবার। ার একবার দেখা হয়েছিল সুইজারল্যাণ্ডে—সেই একপক্ষের মধ্যে দু'বার। াজ রৌলেটেনবুর্গ-এ আবার অতর্কিতে দেখা হলো তাঁরই সঙ্গে। জীবনে মন লাজুক লোক আর দেখিনি! একেবারে বোকার মতো লাজুক! তিনি নিজেও তা জানেন, কারণ, নির্বোধ তিনি নন মোটেই। ান্ত, মধুর তাঁর প্রকৃতি। প্রাশিয়ায় যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখনই আমি

…ার সঙ্গে আলাপ করি। তিনি বলেছিলেন—সেবার গ্রীষ্মে তিনি ছিলেন নর্থ-কেপ"-এ, নোভগরোড-এর মেলা দেখবার গভীর ঔৎসুক্য ছিল তাঁর। …ানি না, জেনারেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো কেমন করে! আমার ধারণা, পোলিনার সঙ্গে তিনি গভীর প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ। পোলিনা যখন এলো তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন তিনি। আমায় পাশে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন, মনে হলো—অন্তরঙ্গ-রূপে গ্রহণ করলেন আমায়।

… মোঁসিয়ে অসাধারণত্ব দেখালেন সব কিছুতেই। তাঁর ঔদাসীন্য, গাম্ভীর্য ও গর্বিত ব্যবহার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। অর্থের সদ্ব্যবহার তথা রুশ রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অনেক কিছুই বললেন তিনি। জেনারেল সুকৌশলে ও সসম্ভ্রমে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন মাঝে মাঝে।

অদ্ভুত হয়েছিল আমার মনের অবস্থা। ভোজন অর্ধ-সমাপ্ত না হতেই নিজেকে অপরিহার্য ও স্বাভাবিক প্রশ্ন করলাম, কেন আমি এই জেনারেলের সঙ্গে নেচে নেচে বেড়াচ্ছি, কেন ছেড়ে যাইনি তাঁকে দীর্ঘকাল আগে? কখনও-কখনও সতৃষ্ণ নয়নে পোলিনাকে দেখেছি, কিন্তু সে একটিবারও আমার পানে তাকায়নি। সেজন্য রাগ হলো। ভাবলাম, আমিও রুক্ষ হবো এবার।

কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কভাবে সুর চড়িয়ে ফেললাম। ফরাসীটাকে গালাগাল দেবো ভেবেছিলাম। জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে বললাম, বেশ চড়া গলায়: এমনি পরম্রের মধ্যে বসে খাওয়া কোন রুশের পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

জেনারেল সবিস্ময়ে চাইলেন আমার দিকে। বললাম: আপনার যদি সত্যিই আত্মসম্মানবোধ থাকে, তাহলে এ সুধু নিজেরই অপযশ ঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয়। আর এ অপমান মাথায় নিয়েই থাকতে হবে আপনাকে। প্যারীতে, রাইনে, সুইজারল্যাণ্ডে সবাই দুঃখ করে বলে, একটি কথা বলবার অধিকারও কোন রুশের নেই, তারা চিরদিনই মুখচোরা!

ফরাসীতেই বলছিলাম। জেনারেল তাকালেন আমার পানে। আমার আত্মবিস্মৃতির জন্য তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা জানি না।

ফরাসী ভদ্রলোক বললেন, এটা শেখানো কথা বলেই মনে হচ্ছে।

বললাম, প্যারীতে এক পোলের সঙ্গে আমার তর্ক হয়, এক ফরাসী অফিসার তার পক্ষ সমর্থন করেন। পরে, কজন ফরাসী আমার পক্ষ গ্রহণ করে। তাদের বলি—আমি তাদের কফিতে থুথু দিতে চেয়েছিলাম।

: থু-থু ?—বিব্রত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল। আমার চারদিকে তাকালেন তিনি।

ফরাসী ভদ্রলোক অবিশ্বাসভরে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন।

বললাম, হ্যাঁ তাই। দু'দিন ধরে ঘরে বসে চিন্তা করে ঠিক করলাম, ব্যবসায় উপলক্ষ্যে একবার প্যারী যাবো। পাসপোর্টের জন্য রাষ্ট্রদূতের দপ্তরে গেলাম তাই। সেখানে চল্লিশ বছর বয়স্ক সাম্‌লা পরা এক কাটখোট্টা লোকের সঙ্গে দেখা। সবিনয়ে আমার কথা শুনে বেশ রূঢ়ভাবে তিনি আমায় অপেক্ষা করতে বললেন। তাড়া ছিল, তবু বসলাম। বসে বসে "ওপিনিয়ান ন্যাশন্যাল" কাগজখানি নিয়ে পাতা উল্‌টাতে লাগলাম। শুনলাম, পাশের ঘরে কে যেন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে এলো। চোখ তুলে দেখলাম, সেই কাটখোট্টা লোকটি আগন্তুককে দুহাত তুলে অভিবাদন জানালেন। আমি পুনরায় তাঁকে অনুরোধ করলাম। কর্কশকণ্ঠে তিনি আমায় জানালেন—অপেক্ষা করতে হবে। একটু পরে এলো জনৈক অষ্ট্রেলিয়ান। তার কথা শোনা হলো মনোযোগের সঙ্গে। তারপর তাকে উপরের তলায় নেওয়া হোল। বিরক্তি বোধ করতে লাগলাম। লোকটিকে বললাম, মশায়, আমার কাজটি দয়া করে করিয়ে আনুন। অবাক্ হয়ে গেলেন তিনি। রাষ্ট্রদূতের নিজস্ব অভ্যাগতদের সমপর্যায়ে একটি নগণ্য "রুশ" আসতে পারে, এ ছিল তাঁর ধারণাতীত। আমায় অপমানিত করবার সুযোগ পেয়েই যেন তিনি একবার আমার আপাদমস্তক দেখে নিলেন। তারপর অত্যন্ত অভদ্রভাবে বললেন: তুমি কি মনে কর,

তোমার জন্য সাহেব কফিটা পর্যন্ত খাবেন না? আমিও জোরে বলে উঠলাম, তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি তোমার সাহেবের কফিতে আমি থুথু দোব। এই মুহূর্তে যদি আমার পাসপোর্ট না দাও তো আমি নিজেই তাঁর কাছে যাবো! ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে সরে গেলেন। বললেন: কি? এখন যে ".কার্ডিন্যাল" বসে আছেন তাঁর ওখানে, দু'হাত বাড়িয়ে আমার পথ আটকে রইলেন তিনি।

বললাম, আমি নাস্তিক, অভদ্র। বিশপ, কার্ডিন্যাল, বড়-বড় লোককে গ্রাহ্য করিনা আমি।

এমন ভাব দেখালাম যেন কিছুতেই ছাড়বো না। তিনি একবার কট্‌মট্ করে আমার দিকে চেয়ে পাসপোর্টটি হাতে করে উপরের তলায় চলে গেলেন। এক মিনিটের মধ্যে পাসপোর্ট সই হয়ে তাঁর হাতে ফিরে এলো।—এই দেখুন সেই পাসপোর্ট।

পাসপোর্টটি বার করে রোমান অক্ষরে সইটি দেখালাম।

জেনারেল বললেন, আমি বলবো—

মৃদুহাস্যে মোসিঁয়ে বললেন: নাস্তিক ও অভদ্র বলাতেই রক্ষা পেয়েছিলেন আপনি।

এখানেও কি রুশদের মতো হতে হবে আমায়? ওরা বসে থাকে, ঠোঁট খুলবার সংসাহস নেই। তারা যে 'রুশ' একথা স্বীকার করতেও যেন তারা কুণ্ঠিত।

প্যারীতে হোটেলে সেই সামলা-পরা লোকটির সঙ্গে আমার সংঘর্ষের কথা বলায় ওরা আমায় বেশ খাতির করছিল। স্থূলকায় পোলিশ ভদ্রলোকটি পিছু হটলেন। ফরাসীরা এতটুকু বিদ্বেষও দেখালো না, যখন আমি তাদের বললাম দু'বছর আগে, ১৮১২ সালে আমি দেখেছি—জনৈক ফরাসী সৈন্য স্রেফ বন্দুকের গুলিটা বার করে দেবার জন্যই একটা লোককে গুলি করেছে। সেই লোকটা তখন দশ বছরের শিশু, তার পরিবার মস্কো ছাড়তে পারেনি তখনও।

ফরাসীটি বললেন, অসম্ভব— তা' হতে পারে না। ফরাসী সৈন্য শিশুকে গুলি করতে পারে না।

বললাম, তবু তা ঘটেছিল। অবসরপ্রাপ্ত কোন কাপ্তানের মুখে আমি শুনেছি একথা। তাঁর গালে গুলির দাগ আমি নিজের চোখে দেখেছি।

ফরাসী ভদ্রলোক প্রতিবাদ করলেন। জেনারেল তাঁকে সমর্থন জানালেন। বললাম, জেনারেল [illegible] "নোটস্" বইটি একবার পড়ে দেখবেন। ১৮১২ সালে তিনি ফরাসীদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন।

কথার মোড়্ ফেরাবার জন্য মেরিয়া ফিলিপ্পোভনা আলাপ স্থরু করলো।

জেনারেল আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন; তুজনেই বেশ চেঁচাচ্ছিলাম। ফরাসীর সঙ্গে আমার এই কথাকাটাকাটিতে মিঃ এষ্ট্লি হয়তো খুসীই হয়েছিলেন। তিনি আমায় ডাকলেন তাঁর সঙ্গে মদ খেতে।····

সেদিন সন্ধ্যায় পোলিনার সঙ্গে কথোপকথন হলো অনেকক্ষণ। সবাই বেড়াতে বেরিয়েছিল তখন। আমরা তুজনে নাচঘরের ধারে পার্কে গিয়েছিলাম। পোলিনা বসেছিল ঝরণার দিকে মুখ করে। অদূরে "নাদেস্কা" আর-আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলছিল, মিশাকেও সেদিকে যেতে দিয়েছিলাম। সেখানে ছিলাম আমরা তু'জন।

প্রথমে ব্যবসার কথা হলো। মাত্র সাতশো টাকা দিয়েছি বলে সে-রেগে লাল হয়ে উঠলো। সে ভেবেছিল, প্যারীতে তার হীরে বন্ধক দিয়ে তু'হাজার টাকা এনেছি আমি। সে বললে, যেমন করে হোক্, টাকা আমায় দিতেই হবে, নইলে সর্বনাশ হবে আমার!

অনুসন্ধান করলাম, ব্যাপার কি। পোলিনা বললে, কিছুই না। পিটারস্বুর্গ থেকে তু'টো খবর এসেছে—একটা হচ্ছে গ্রাণির সাংঘাতিক অসুখ, দ্বিতীয়টি

হলো গ্রাণি হয়তো মারা যাবে। পেট্রোভিচের কাছ থেকে এসেছে খবরটা, লোকটি বিশ্বাসযোগ্য। আমরা শেষ খবরটি শোনবার আশা করছি রোজই।

বললাম, তাহলে উৎকণ্ঠার মধ্যেই দিন কাটাচ্ছ তোমরা সবাই।

: নিশ্চয়—সবাই—সর্বদাই! গত ছমাস ধরে আমরা আর কোন চিন্তাই করছি না।

: তুমিও ?

: কেন ? আমি তো তার কোন আত্মীয়া নই। আমি হলাম জেনারেলের স-পত্নীর মেয়ে। তবে, আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি উইল থেকে আমায় বাদ দেবেন না।

: তাহলে তুমি তো বেশ কিছু পাচ্ছই।

: হ্যাঁ, আমায় ভালবাসতেন তিনি।

: তা কেমন করে বুঝলে ? আচ্ছা, সেই মোঁসিয়ে আমাদের সব গোপন সংবাদ জানেন বোধ হয় ?

তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে পোলিনা বললে, তা' সে বিষয়ে তোমার এত ঔৎসুক্য কেন ?

: আমার মনে হয়—যদি আমি ভুল না করে থাকি—জেনারেল এরই মধে তাঁর কাছ থেকে ধার করেছিল।

: তোমার অনুমান সত্য!

: গ্রাণির কথা না জানলে কি তিনি ধার দিতেন ? খাবার টেবিলে হয়তে লক্ষ্য করেছ, গ্রাণিকে একেবারে "দিদিমা" বলে ফেলেছেন। কী গভী আত্মীয়তা!

: নইলে আমি কিছু পেয়েছি শোনা মাত্রই তিনি আমার কাছে ব চাইবেন—এই তো বলতে চাও ? না—তিনি চাইবেন না। আচ্ছা, বল এবার, ঐ ইংরেজটির সঙ্গে কোথায় দেখা হলো তোমার ?

: জানতাম, তুমি একথা জিগ্যেস করবে।

তার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কাহিনী বললাম তাকে। তারপর বললাম, ভদ্রলোক খুব লাজুক, আর সহজেই প্রেমে পড়েন। তোমার সঙ্গে এরই মধ্যে প্রেমে পড়েছেন অবশ্যি।

: হ্যাঁ পড়েছেন।

: ভদ্রলোক ঐ ফরাসীর চেয়ে দশগুণ বেশি ধনী। ফরাসীটার কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে কিনা জোর করে বলা কঠিন।

: কেন? জেনারেল নিজেই তো বলেছেন তাঁর একটি বাগানবাড়ি আছে। খুশী হলে তো?

: আমি হলে নিশ্চয় ঐ ফরাসীটাকেই বিয়ে করতাম।

পোলিনা জিজ্ঞেস করলো, কেন?

বললাম, ফরাসীটির চেহারা ভালো, কিন্তু এই নোংরা ইংরেজ তাঁর চেয়ে দশগুণ ধনী।

: হ্যাঁ, ফরাসীটি অভিজাত, চতুরও।

: তাই ন্যাকি?

এ প্রশ্নে ক্ষুণ্ণ হলো পোলিনা। তার কণ্ঠস্বর ও অদ্ভুত উত্তর শুনে মনে হলো, সে আমায় রাগাতে চাইছে।

বল্লাম তেমনিভাবে, তোমার এমনি রাগ দেখে সত্যিই আমোদ পাচ্ছি। পোলিনা বলল, তোমায় এ প্রশ্ন করবার আর এমনি ধারণা করবার সুযোগ দিয়েছি, তার দাম তো তোমাকে দিতেই হবে।

: তোমায় যে-কোন প্রশ্ন করবার অধিকার আমার আছে বলে মনে করি সেজন্য যে মূল্য তুমি চাও, আমি তাই দিতে প্রস্তুত। এমনকি—আমার এই জীবনও।

এবার হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো পোলিনা।

: মনে পড়ে, সেবার স্ক্লেন্‌জ্যান্‌বুর্গ-এ তুমি বলেছিলে—আমার একটি মুখে কথায় তুমি পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে নীচে পড়তে পার। একদিন সেই

কথাটি বলবো—শুধু পরীক্ষা করবার জন্য, তুমি তোমার কথার মূল্য কেমন রাখ। বিশ্বাস কর, ছাড়বোনা আমি। তোমায় আস্কারা দিই, তাই তুমি আমায় ঘৃণা কর। বিশেষ করে, তোমায় আমার প্রয়োজন বলেও। কিন্তু যতদিন তোমাকে আমার প্রয়োজন ততদিন তোমার ভার আমাকে সইতেই হবে।

সে দাঁড়ালো। তার সঙ্গে আমার যতবার কথোপকথন হয়েছে, প্রতিবারই এমনি অকারণ রোষে ঘটেছে তার সমাপ্তি। তার কাছ থেকে এর কৈফিয়ৎ না নিয়ে তাকে ছাড়বার ইচ্ছে হচ্ছিলনা কিছুতেই। তাই, বললাম, মলি ব্ল্যাঙ্কির খবর তোমার কাছ থেকে নিতে পারি কি ?

: মলি ব্ল্যাঙ্কি সম্বন্ধে সবই তুমি জান। তারপর আর নূতন কিছুই হয় নি। তবে, যদি গ্রাণির মৃত্যু সম্বন্ধে জনরব সত্যি হয় তো মলি ব্ল্যাঙ্কি মাদাম জেনারেল হবে।

: জেনারেল কি সত্যিই তার প্রেমে পড়েছেন ?

: এখন সে-কথা নয়। আমার কথাটি মন দিয়ে শোন। এই নাও, এই একশো টাকা দিয়ে জুয়া খেল, যত পার টাকা এনে দাও আমায়। আমার টাকার প্রয়োজন।

পোলিনা নাদেঙ্কাকে ডেকে নিয়ে নাচঘরে ঢুকে পড়লো। বিস্মিত ও চিন্তাকুলভাবে রাস্তায় পায়চারি করলাম। সে আমায় জুয়া খেলতে বলে গেল—কে যেন এক প্রচণ্ড আঘাত করলো আমার মাথায়। অনেক কিছু ভাববার ছিল আমার। তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলাম—পোলিনা আমার কে ? উন্মাদের মতো বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম আমি। তবু, এখান থেকে অনুপস্থিতির সময় প্রতি মুহূর্তে স্বপ্ন দেখতাম পোলিনাকে! আজকের এই প্রত্যাবর্তনের দিনের চেয়ে সেই পনেরো দিন যেন সুখেই কেটেছে আমার। সুইজারল্যাণ্ডে একবার কী এক হাস্যকর পরিস্থিতিই না হয়েছিল! গাড়িতে যাচ্ছিলাম; হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে পোলিনার নাম ধরে চেঁচাতে আরম্ভ করলাম। আর সব আরোহীরা তা নিয়ে হাসাহাসি করেছিল।

আজ নিজেকে জিগ্যেস করলাম—আমি কি তাকে ভালবাসি? প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। হয়তো বা উত্তর দিলাম—আমি তাকে ঘৃণা করি। হ্যাঁ, সত্যিই, সে আমার অবজ্ঞার পাত্রী।

মাঝে মাঝে দু'জনের কথোপকথনের সময়ে এমন মুহূর্তও এসেছে যখন তাঁকে গলা টিপে মেরে নিজের জীবন দিতেও কষ্ট হতো না এতটুকু। শপথ করে বলতে পারি—তখন তার বুকে বসাবার জন্য একটি ধারাল ছুরি পেলে সানন্দে তা তুলে নিতে পারতাম। তবু, সত্যিই বল্‌ছি, স্ক্লেনজ্যানবুর্গ-এ সেই সুরম্য পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে সে যদি আমায় বলতো—লাফিয়ে পড়, তাহলে নির্ভর আনন্দে আমি লাফ দিতে পারতাম। যে-কোন উপায়ে এর একটা সুরাহা করতে হবে! সে নিশ্চয় জানে—ভালো করেই জানে, বোঝে—সে আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে—আমার উন্মাদ স্বপ্ন সফল হওয়া অসম্ভব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ ধারণা তাকে দেয় অসামান্য তৃপ্তি। নয়তো, তার মতো বুদ্ধিমতী ও সাবধানী মেয়ে এমনি অন্তরঙ্গভাবে, এমনি খোলাখুলিভাবে আমার সঙ্গে মেলামেশা করবে কেন? সে বোধ হয় আমায় দেখে সেই চোখে যে-চোখে প্রাচীন যুগের সম্রাজ্ঞীরা দেখতো তাঁদের দাসকে। তাদের মানুষই জ্ঞান করতোনা তারা; তাই তার সামনে নগ্ন হতেও কুণ্ঠিত হ'তো না। হ্যাঁ, সে আমায় মানুষ মনে করে না।······

যে-কোন উপায়ে জুয়া জিততে হবে! এই তার আদেশ। ভাববার সময় নেই। খেলতেই হবে। কেন এই তাড়া? চির পরিণাম-চিন্তাশীল মনের মধ্যে কোন্ নোতুন উদ্ভাবন দানা বাঁধছে? তাছাড়া, সেই পনেরো দিনের মধ্যে নিশ্চয় অনেক কিছু ঘটেছে, যা এখনও আমার অজ্ঞাতই রয়েছে। আবিষ্কার করতে হবে তা, বুঝতে হবে সব—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু সময় নেই,—জুয়া ঘরে যেতে হবে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বীকার করি, জুয়াখেলায় প্রবৃত্তি ছিলনা আমার। তবু, খেলবো স্থি করেছিলাম; কিন্তু পরের জন্য নয়। নৈরাশ্যে ছেয়ে গিয়েছিল মনখানি তাই গভীর অতৃপ্তির সঙ্গে জুয়াঘরে ঢুকলাম। দেখে বিসদৃশ ঠেকলো সবই পৃথিবীর সংবাদপত্রগুলোর—বিশেষ করে রাশিয়ার—নীচ তোষামোদ স করতে পারি না। প্রতি বসন্তে সংবাদপত্রসেবীরা দু'টি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন একটি হ'লো—"রাইনের জুয়াঘরের জাঁকজমক", অপরটি হচ্ছে—"জুয়া টেবিলে স্তূপীকৃত কাঞ্চন।" সেজন্য তাঁদের টাকা দেওয়া হয়না। এ হচ্ছে নিঃস্বার্থ নীচতা। জঘন্য এসব ঘরে কোন জাঁকজমক নেই, নেই কো আজ্ঞানুবর্তিতা। কাঞ্চন-স্তূপ দূরের কথা, সোনার একটি কণামাত্রও নেই অবশ্যি, কখনও কখনও কোন অদ্ভুত খেয়ালী ইংরেজ কিংবা এশিয়ার অধিবাসী হয়তো বা তুর্কী অতর্কিতে আসে, অনেক টাকা হারে, কিংবা জেতে সাধারণতঃ সামান্য টাকার খেলাই খেলে সবাই, টেবিলে তাই বেশি টাক পড়েনা।……

জুয়াঘরে এসেছি জীবনে এই প্রথমবার। কিছুক্ষণ পর্যন্ত খেলায় মন দিতেই পারছিলাম না। পাশে ছিল জনতা। বুক ধুক্-ধুক্ করছিল আমার স্থির হ'তে পারছিলাম না। অবস্থা অন্যরকম হ'লে ফিরেই আসতাম। মনে পড়লো—এর আগেই স্থির করেছি, জীবনের আমূল পরিবর্তন না করে ফিরে যাবোনা 'রৌলেটেনবুর্গ' ছেড়ে। হ্যাঁ, তা'ই করতে হ'বে। জুয়ার উপর এমনি নির্ভরতা হাস্যকর। কিন্তু, জুয়া থেকে কিছু আশা করা নির্বুদ্ধিতা ও অসম্ভব,—এই যাঁদের ধারণা, তাঁরা আরো বেশি উপহাসের পাত্র। ব্যবসা ইত্যাদি অর্থোপার্জনের আর সব উপায় যদি খারাপ না হয় তো জুয়া দোষ কি? সত্যি, শতকরা একজন জেতে। তা'তে আমার কি?

যাহোক্, ভাবলাম চারদিকে একবার বেশ করে দেখে নেব। ভালো করে খেলবোনা তার আগে। যদি কিছু পাই, তো সামান্য কিছু পাবো

তাই "দান" ধরলাম। তাছাড়া, খেলাটা-ও একবার বুঝে নেওয়া দরকার। গভীর আগ্রহে জুয়াখেলার বর্ণনা পাঠ করেছি, কিন্তু চোখে না দেখা পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না তার ঠিক ধরণটি।

প্রথমে মনে হ'লো—এ অত্যন্ত কদর্য, সাংঘাতিক। লোভী, অস্থিরচিত্ত লোকগুলো গণ্ডায় গণ্ডায়, শতে শতে, জুয়ার টেবিলের চারদিকে ভিড় করে থাকে। তাদের কথা বলছিনা আদৌ। মুহূর্তে যত বেশি সম্ভব জিতবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কদর্য তো কিছু দেখিনা।

"সে-লোকটা খুব কম দানে খেলে!"—বলল একজন খেলোয়াড়। তার উত্তরে সেই বিত্তশালী নীতিবিদ্ বলল, "এ তো আরো খারাপ—ক্ষুদ্র লোভ!"

এ হ'লো নির্বোধেরই উক্তি। বড় হোক্, ছোট হোক্—গৃধ্নুতা যেন এক নয়—এ যেন মাত্রার উপর নির্ভর করে! রথ্‌চাইল্ডের কাছে যা তুচ্ছ, আমার কাছে তা' অতুল সম্পত্তি। আর, লাভের প্রয়াস—স্থধু জুয়ার টেবিলে কেন, সর্বত্রই—অপরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা ছাড়া তো আর কিছু নয়। লাভ বা জিত খারাপ কিনা সে-প্রশ্ন আলাদা, সে-প্রশ্নের মীমাংসা করছিনা এখানে। জিতবার উন্মাদনায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি। "হল"-এ প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থগৃধ্নুতা বা লোভের আপাতমধুর আবিলতা মনখানিকে আচ্ছন্ন করলো। সেই সময়টাই হোল সর্বাপেক্ষা মধুর—যখন লোকে প্রকাশ্যে, নিঃসংশয়ে কোন কাজ করে, সৌজন্য প্রকাশের বালাই থাকেনা। সত্যিই,—কেন—কেন এই বঞ্চনা? জুয়া হচ্ছে সব চেয়ে বেশি নির্বুদ্ধিতা ও অবিবেচনার কাজ। সেখানকার জুয়ার টেবিলের চারপাশে বিশৃঙ্খল জনতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কদর্য দেখায় জুয়ার প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও গাম্ভীর্য। ভক্তি-গদগদভাবে তারা টেবিলে এসে দাঁড়ায়। সাধারণ ও বড়লোকের খেলার মধ্যে এজন্যই প্রভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। জুয়াখেলা রয়েছে দু'রকমের। একটি ভদ্রশ্রেণীর জন্য, আর একটি হোল সর্বসাধারণের।

শেষেরটার খেলোয়াড়ই হলো বেশি। এই প্রভেদটা এখানে স্পষ্ট ধরা পড়ে সত্যিই, ঘৃণিত এই পার্থক্য। যেমন,—কোন ভদ্রলোক এক-বারে পাঁচ-দ টাকা কিংবা আরও বেশি দান ধরতে পারেন, হাজার টাকা ধরতে আপত্তি নেই, তিনি যদি বড়লোক হন। কিন্তু সে সুধু খেলবারই জন্য আনন্দেরই খাতিরে অর্থাৎ হার-জিতের নিয়মটা পরখ করবার জন্য; জিতবার আগ্রহ তিনি কিছুতেই দেখাতে পারেন না, জিতলে উচ্চ হাস্যধ্বনি করেন, পাশের কোন কোন লোকের সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে পারেন, আর এক বাজি খেলে টাকার অঙ্ক দ্বিগুণ করতে পারেন, কিন্তু এ সুধু ঔৎসুক্য বশতঃ, পরীক্ষার খাতিরে—সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিবেচনা করবার জন্য; সাধারণ লোকের মতো জিতবার আকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত হ'য়ে নয়। বস্তুতঃ, জুয়াটাকে অবসর-বিনোদন ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারেন না তিনি। উপার্জনের লোভ ও গতিশীলতার উপর ব্যাঙ্ক নির্ভর করছে—এ বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহই নেই। তিনি যদি মনে করতেন আর-আর জুয়াড়ীরা—রৌপ্যমুদ্রার জন্য কম্পমান এই জনতা—তাঁর মতো ধনী ও ভদ্রলোক সুধু খেলবার খাতিরেই খেলছে, তা'হলে বাস্তবের সম্বন্ধে এই নিছক অজ্ঞতা, মানুষ সম্বন্ধে এই নির্দোষ অভিমত, অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ হোত নিঃসন্দেহে। দেখেছি, মা তাঁর পনেরো-ষোল বছরের মেয়ের হাতে কয়েকটি মোহর গুঁজে দিয়ে, খেলার নিয়ম বাতলে দিয়ে তাকে এগিয়ে দিয়েছে। হারুক বা জিতুক, তরুণী হাসতে হাসতে চলে গেছে।

আমাদের জেনারেল গর্বিতভাবে এগিয়ে এলেন টেবিলে। তাঁকে চেয়ার বাড়িয়ে দেবার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো একজন সেবক। তিনি তার দিকে দৃক্‌পাত করলেন না অবজ্ঞায়। থলে থেকে তিনশো মোহর তিনি কালোর উপরে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গেই জিত হলো তাঁর। তিনি টাকাটা না তুলে টেবিলের উপরেই রাখলেন। আবার কালো পড়লো, এবারও বাড়তি টাকা তুলে নিলেন না। তৃতীয় বারে লাল পড়লো। তিনি বারো

হাজার টাকা হারলেন। স্মিতহাস্যে তিনি প্রস্থান করলেন তাঁর আভিজাত্য বজায় রেখে। সন্দেহ নেই, তাঁর অন্তর্দাহ হচ্ছিল, আর এ হারের অঙ্কের পরিমাণ যদি এর দু'তিনগুণ হতো তা'হলে তিনি তাঁর আভিজাত্য বজায় রাখতে পারতেন না—তাঁর মনখানি উপ্‌চে পড়তো। জনৈক ফরাসী আমার চোখের সামনে তিরিশ হাজার মোহর হেরেছে, কিন্তু তাকে এতটুকুও বিচলিত দেখায়নি। যাঁরা সত্যিকারের ভদ্রলোক, সর্বস্ব হারলেও তাঁদের এতটুকুও উত্তেজনা দেখানো উচিত নয়। টাকাটা তাঁদের পদমর্যাদার অনেক নীচে; তাই, ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। জনতা ও চতুষ্পার্শ্বের এই নীচতা লক্ষ্য না করাই হ'লো আভিজাত্য। কখনওবা এর বিপরীত আচরণ করা—নয়তো বা আরসিতে দেখাও হয়তো কম আভিজাত্য নয়,—যদিও জনতার চিত্তবিনোদন ও ভদ্রলোকের আনন্দবিধানের জন্যই এই অনুষ্ঠান। কেউ যদি হঠাৎ জনতার মধ্যে এসে পড়ে, তাহলে তাকে এই ধারণা নিয়ে চারদিকে দেখতে হবে যে সে নিজে এই জনতার একজন নয়। বেশি মন দিয়ে দেখাও ভদ্রোচিত নয়। নিবিষ্টভাবে দেখার মতোও নয় এ দৃশ্য। তাছাড়া, ভদ্রলোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, এমন দৃশ্য খুব বেশি নেই। তবু, আমার মনে হলো, এ গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখবারই জিনিস—অন্ততঃ তার—যে স্বধু দেখতে আসেনি, নিজেকে এই জনতার অংশ বলেই একান্তভাবে অনুভব করছে। আমার নৈতিক মতবাদের কথা জিজ্ঞাসা করবেন না এ-প্রসঙ্গে। আমার বর্তমান যুক্তির মধ্যে কোন দাম নেই তার। আপাততঃ তাই যথেষ্ট। বিবেকের দংশন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই তা' বলছি। তবে, একটা জিনিস লক্ষ্য করছি কিছুদিন থেকে—আমার চিন্তা ও কাজকে নৈতিক মান দিয়ে বিচার করবার অনিচ্ছা এসে গেছে, আর একটা কিসের দ্বারা যেন আমি চালিত হচ্ছি।

সত্যিই, জঘন্য ছিল জনতার দৃষ্টি। আমার বিশ্বাস, জুয়ার টেবিলে সাধারণ চুরির অনেকখানি হয়ে থাকে। টেবিলের কোণায় যে লোকগুলো বসে থাকে

"দান" দেখে কার জিত হলো বলে দেবার জন্য, তারা অনেক কিছু করে। তারাও জনতারই অংশ। তাদের অধিকাংশই ফরাসী। জুয়া দেখে তার বর্ণনা লিখবার জন্য দাঁড়িয়ে দেখছিলাম না আমি। কেমন করে খেলতে হবে জানবার জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছিলাম। লক্ষ্য করলাম, অপরে যা পেয়েছে তা' নিজের বলে হাত বাড়িয়ে নেওয়া একটি সাধারণ রীতি। তর্ক ওঠে, গোলমাল হয়, নিজের দান প্রমাণ করবার জন্য সাক্ষী যোগাড় করাও একটি কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

এ সব আমার কাছে এক অব্যক্ত সমস্যা মনে হলো। যেটুকু বুঝলাম তা'তে এই ধারণা হলো—সম ও অসম সংখ্যা আর রঙয়ের উপরেই দাগ দেওয়া থাকে। পোলিনার সেই একশোটি মুদ্রা নিয়ে একবার ভাগ্যপরীক্ষা করবো স্থির করলাম। নিজের জন্য খেলছিনা, একথা ভাবতেই ভুল হয়ে যাচ্ছিল আমার।' এ বিরস ভাবনা থেকে মনকে মুক্ত করতে চাইলাম। বোধ হলো পোলিনার জন্য খেলতে সুরু করে নিজেরই কপাল ভাঙবো। অন্ধ বিশ্বাসে সংক্রামিত না হয়ে কি জুয়ার টেবিলে যাওয়া যায়না? পঞ্চাশটি মুদ্রা বার করে সমসংখ্যায় রাখলাম। চাকা ঘুরলো, থামলো গিয়ে তেরোয়। হারলাম আমি। রুদ্ধ আবেগে, টাকাটা কোনমতে তুলে নিয়ে চলে যাবার উদ্দেশ্যে বাকী পঞ্চাশটি মুদ্রা দিলাম 'লাল'-এ। ঘুরে এলো লাল। সেই একশোটি মুদ্রা লাল-এ রাখলাম। আবার লাল! সব টাকা আবার দিলাম একই যায়গায়। আবার ঘুরে এসে চাকা থামলো লাল-এ। চারশোটি টাকা তুলে নিয়ে মাঝখানের বারো নম্বরে দিলাম। জানতাম না, জিতলে কী পাবো? আমায় দানের তিনগুণ দেওয়া হলো। এমনি করে একশো মুদ্রায় আট হাজার মুদ্রা সংগৃহীত হোল। উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম—অসহ্য, অদ্ভুত অস্বাভাবিক এক নেশায়। ঠিক করলাম—ফিরে যাবো এবার। মনে হলো —আমার নিজের জন্য হলে এমনি একাগ্রতার সঙ্গে খেলতাম না। সমসংখ্যার উপর সেই আট-হাজার রাখলাম। এবার এলো "চার", আর আমায় দেওয়া হলো ষোল হাজার। একসঙ্গে ষাট হাজার মুদ্রা নিয়ে চললাম পোলিনারই কাছে

ওরা সবাই পার্কে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিল। সান্ধ্যভোজের পর দেখা হলো পোলিনার সঙ্গে। প্রথমে দেখা হলো জেনারেলের সঙ্গে। তিনি আর আর কথা-প্রসঙ্গে বললেন, 'জুয়ার টেবিলে তিনি আমায় আশা করেন নি। তারপর অর্থপূর্ণভাবে বললেন, অবশ্যি তুমি যদি অনেক টাকা পেতে তাহলে-ও আমি খুসী হতাম না। তবে, তোমার কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেবার অধিকার আমার নেই, কিন্তু তোমাকে স্বীকার করতেই হবে—" বলতে বলতে থেমে গেলেন। এই হলো তাঁর অভ্যাস।

শুষ্ককণ্ঠে বললাম: আমার খুব কম টাকাই আছে, খেললেও বেশি টাকা হারতে পারতাম না।

উপরে আমার ঘরে গিয়ে পোলিনাকে টাকা দিলাম। বললাম, আমি আর তার হ'য়ে খেলবো না। সবিস্ময়ে সে জিগ্যেস করলো, কেন?

তার দিকে চেয়ে জবাব দিলাম, কারণ আমি নিজের জন্য খেলতে চাই। এমনি করে খেলতে আমার বাধে। শ্লেষজড়িতকণ্ঠে পোলিনা বলল, তা'হলে এখনো তোমার মনে সে-ধারণাই রয়েছে যে জুয়াই তোমার একমাত্র অবলম্বন ও মুক্তি?

বললাম, হ্যাঁ, তবে আমি জিতবোই—এই বিশ্বাসের বলে নয়।

স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলাম—আমি একা থাকতে চাই। পোলিনা আমায় অনুরোধ করল তার সঙ্গে আধাআধি ভাগে খেলতে। সেই শর্তে খেলবার জন্য সে আমায় আটশো মুদ্রা দিতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমি সে-টাকা নিইনি। তাকে জানিয়ে দিয়েছি—আরেকজনের জন্য আমি খেলতে পারি না; তার কারণ এ নয় যে আমার তা পছন্দ হয়না, কারণ হলো—আমি হারবো, এ সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত ধারণা জন্মেছে।

মুহূর্তেক চিন্তার পর সে বলল, তবুও,—তোমার এটা মনে করা নির্বুদ্ধিতা যে জুয়ার উপরই আমি একান্তভাবে নির্ভর করে রয়েছি। তোমাকে তাই খেলতে হ'বে আমারই সঙ্গে ভাগে—, আর—তুমি তা করবে।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই পোলিনা চলে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গতকাল জুয়া সম্বন্ধে কোন কথাই সে বলেনি। আমার সঙ্গে বাক্যালাপ যথাসম্ভব পরিহার করেই চলেছে। অপরিবর্তিতই রয়েছে আমার প্রতি তার আচরণ, সেই পরিপূর্ণ ঔদাসীন্যের সঙ্গে অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণার ভাব। লক্ষ্য করলাম, তার এই বিদ্বেষ গোপন করবার কোন চেষ্টাই সে করেনি। কিন্তু তবু, সে এটাও লুকোবার চেষ্টা করেনি যে আমায় তার প্রয়োজন—আমায় সে রেখেছে তার কোন গোপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তার দাম্ভিকতা ও সকলের সঙ্গে দুর্বিনীত ব্যবহারের কথা স্মরণ করলে সন্দেহই থাকেনা—তার সঙ্গে আমার এক দুর্জ্ঞেয়, বিচিত্র সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। সে জানে, তাকে আমি ভালবাসি—উন্মত্তের মতো ভালবাসি। এমন কি, তার প্রতি আমার প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যক্ত করবার অবকাশও সে দেয় কোন কোন মুহূর্তে। অবশ্যি, এ প্রকাশের সুযোগ দিয়ে আমায় সে বরং অধিকতর অবজ্ঞাই করে। এ যেন তার স্পষ্টোক্তি—আমার এ অনুরাগে তার কিছু যায় আসেনা। সে নিজে তার ব্যক্তিগত অনেকগুলো কথা আমায় বলেছে—যদিও খোলাখুলিভাবে নয়। আমার প্রতি তার এ উপেক্ষার মধ্যেও এক বিচিত্র শালীনতা রয়েছে। যেমন, সে জানে—তার ব্যক্তিগত কোন ঘটনার কথা আমি জানি, যার কথা সে নিজেই আমাকে বলেছে, সুধু এই উদ্দেশ্যে যে তারই ফলে সে আমায় কলুর বলদের মতো খাটাতে পারবে, তার যে-কোন কাজ হাঁসিল করতে পারবে। সর্বদাই সে আমায় বলেছে—সুধু ততটুকু—যতটুকু প্রয়োজন তার আজ্ঞাবাহী হিসেবে; তার বেশী নয়। তার দুঃখ ও উদ্বেগে আমায় দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন দেখলে সে কখনও বন্ধুর মতো আমায় সান্ত্বনা দিতে আসেনা। আমাকে দিয়ে সে এমন সব কাজ করিয়েছে যা সুধু কষ্টসাধ্য নয়, বিপজ্জনকও। তাই, আমার মনে হয়—সে আমায় জানাতে বাধ্য হয়েছে তার ব্যক্তিগত গোপন কথাগুলো। আমার

কি উচিত—আমার নিজের বেদনা ও আবেগের কথা চিন্তা করা, কিংবা তারই উদ্বেগ ও ব্যর্থতায় তার চেয়ে বেশি চিন্তিত হওয়া ?

তিন সপ্তাহ আগে আমি জানতাম, জুয়া খেলায় তার আভি[illegible] সে আমায় জানিয়ে দিয়েছিল—তারই জন্য খেলতে হবে আমায়, বলেছিল—তার পক্ষে খেলা যুক্তিগত হবেনা। তার কথার ধরণ থেকে বুঝেছিলাম,—তার উদ্বেগ অসামান্য, তা' স্বধু অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষাপ্রণোদিত নয়। টাকা স্বধু টাকারই জন্য, তার কাছে টাকার কোন দাম নেই। তার কোন উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়। হয়তো বা এমন কোন ঘটনা রয়েছে যা আমি অনুমানই করতে পারি, আজো জানতে পারিনি তা' কি। অবশ্যি, যে অবজ্ঞা ও গোলামির মধ্যে সে আমায় রেখেছে তা'তে তাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করা অসম্ভব ছিলনা আমার পক্ষে। তার চোখে আমি সামান্য একজন সেবক মাত্র—নিতান্ত তুচ্ছ। আমার অমার্জিত ঔৎসুক্যে সে হয়তো রাগ করতো না। কিন্তু, কথা হচ্ছে—সে আমায় প্রশ্ন করবার সুযোগ দেয়, নিজে জবাব দেয়না। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতা দেখায়। এই হ'লো আমাদের দু'জনের মনের অবস্থা।

গতকাল তার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে। চারদিন আগে যে "তার" পাঠানো হয়েছে, যার উত্তর আসেনি এখনও, তার জন্য জেনারেল মুষড়ে পড়েছেন। "তার"টির সঙ্গে গ্রানির সম্পর্ক ছিল। ফরাসী ভদ্রলোকটিও চিন্তাগ্রস্ত হয়েছেন। বেশ বড় বড় বুলি আওড়ান তিনি। যেমন কথায় বলে—শূয়োরের বাচ্চাকে টেবিলের উপরে বসিয়ে রাখলে সে উঠে দাঁড়াবেই। এ-ও হলো ঠিক তেমনি। পোলিনার উপরও তিনি মাঝে মাঝে রূঢ় হয়ে ওঠেন, তারই সঙ্গে সঙ্গে যান বাগানে—ঘোড়ায় চড়ে বা গাড়িতে চড়ে। ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে কেমন যেন একটা দুশ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে অনেকদিন থেকেই। তাঁরা দুজনে রাশিয়ায় একটা সরাইখানা খুলবেন ঠিক করেছেন। ভদ্রলোকের পারিবারিক তথ্যও কিছু কিছু সংগ্রহ করেছি আমি।

জেনারেলকে উদ্ধার করবার জন্যই তিনি এখানে এসেছেন গত বছর। চাকরী ছাড়বার সময় তিরিশ হাজার টাকার ঘাটতি পূরণ করে দিতে হয়েছে তাঁকে। তবে, জেনারেল এখন তাঁর হাতের মুঠোয়। কিন্তু বর্তমানে মলি ব্ল্যাঙ্কিই হ'চ্ছে এই ব্যবসায়ের নায়িকা, তার সম্বন্ধে ভুল করিনি আমি, নিশ্চয়।

কে এই মলি ব্ল্যাঙ্কি? আমাদের জানানো হয়েছে, সে একজন সম্ভ্রান্ত ফরাসী মহিলা। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী। তার মা রয়েছে তারই সঙ্গে। আরও জানা গেছে আমাদের এই মার্কু'ইর কোন দূরসম্পর্কীয়া—জ্যেঠাতো, মামাতো—বোন, কিংবা তেমন একটা কিছু। শুনেছি, আমার প্যারী যাবার আগে ঐ ফরাসী ও মলি ব্ল্যাঙ্কির পরস্পর আকর্ষণটা ছিল একটু মার্জিত ও সতর্ক; কিন্তু ইদানীং তাদের পরিচয়, হৃদ্যতা ও আত্মীয়তা হয়েছে ঘনিষ্ঠতর। আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তাদের কাছে প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। তাই আমাদের সঙ্গে শিষ্টাচার বা বন্ধুত্ব রক্ষা করা প্রয়োজন করেনা তারা। সেদিনও দেখেছি, মিঃ এষ্টলি কী বিশ্রীভাবে চেয়েছিলেন মলি ও তার মার দিকে। মনে হয়েছিল, এষ্টলির সঙ্গে ইতিপূর্বেই তাঁদের পরিচয় হয়েছে। এষ্টলি এমনি লাজুক ও অল্পভাষী যে, তাঁর সম্বন্ধে এটুকু অন্ততঃ বলা যায়, তিনি প্রকাশ্যে ময়লা কাপড় কাচতে বসবেন না। যাহোক, ফরাসীটা তার দিকে একবার তাকায়ও না। তাই তিনি তাকে ভয় করেন না। কিন্তু মলি কেন তাঁর দিকে চায় না? জেনারেল অধীর হয়ে উঠেছিলেন। সবাই বুঝে ফেলেছে, গ্রাণির মৃত্যুর "তার"এর মানে কী।...

অনুভব করলাম, কোন গোপন কারণে পোলিনা আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করছেনা, আমায় এড়িয়ে চলছে। তবু, আমিও নিরাসক্ত ও উদাস ভাব দেখাতে লাগলাম। মনে করলাম, সে নিজেই আমার কাছে আসবে। কিন্তু আজ ও কাল সুধু ব্ল্যাঙ্কির উপরই দৃষ্টি রাখলাম। হায়রে জেনারেল! তাঁর দফা-রফা হয়ে গেছে। পঞ্চাশ বছর বয়সে এমনি দুর্দান্ত উন্মাদনার প্রেমে পড়াও বিপদ বই কি! যখন কেউ ভাবে—সে মৃতদার, তার সন্তানসন্ততিরা জমিদারীর ধ্বংসাবশেষ—দেনা ছাড়া আর কিছু নয়, তখন স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়াই ঘটে তার অদৃষ্টে।

মলি ব্ল্যাঙ্কি সুন্দরী। আমার বক্তব্য প্রকাশ করতে পারছি কিনা জানিনা যদি বলি—তার মুখের ছাঁচ এমনি যে, দেখেই আঁৎকে উঠতে হবে। আমি নিজে তো অন্ততঃ ভয় পেয়েছি। তার বয়স হয়তো হবে পঁচিশ। বেশ হৃষ্টপুষ্ট লম্বা-চওড়া, কাঁধ দুটো ঢালু। গলা আর বুকটা চমৎকার, রংটি হলো ঘন পিঙ্গল। ইণ্ডিয়ান ইঙ্কের মতো কালো কেশরাজি দুটি বেণী বাঁধবার পক্ষে যথেষ্ট। চোখ দুটো কালো—পিঙ্গল, সিত; দৃষ্টি অবজ্ঞা-মাখা, দাঁতগুলো শ্বেতবর্ণ, ঠোঁট দুটো রঙ মাখা, গায়ে কস্তুরীর গন্ধ। দামী পোশাক পরে সে বেশ ষ্টাইল করে, কিন্তু রুচিপূর্ণভাবে। তার হাত দুটি ও পা দু'খানি অপরূপ কণ্ঠস্বর ঠিক যেন বেহালার আওয়াজ। মাঝে মাঝে সে দাঁত বার করে হাসে কিন্তু তার স্বাভাবিক ভঙ্গী হচ্ছে—নীরব ও নির্লজ্জ চাহনি। আমার ধারণা, সে একেবারে অশিক্ষিত। হয়তো, বুদ্ধিমতীও নয়। কিন্তু তার মধ্যে আকর্ষ আছে। বেশ ধূর্ত সে। মনে হয়না—তার জীবন উত্তেজনা ও অভিযানহীন ছিল। সত্যি বলতে কি, ফরাসীটা তার কোন আত্মীয় নয়, আর তার মা-ও সত্যিকারের মা নয়। তবে প্রমাণ পাওয়া গেছে—বার্লিনের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে। এই ফরাসী অভিজাত—যদিও তার আভিজাত্য সম্বন্ধে আমার ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে—রাশিয়া, জর্মানী ও মস্কোর কোন বিশেষ সমাজে সমাদৃত হয়ে থাকেন। আর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই এতটুকুও। জানিনা, ফ্রান্সে তিনি কী। সবাই বলে, তিনি বিরাট বাগানবাড়ির মালিক।....

ভেবেছিলাম—এই পনেরো দিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটবে। জানিনা মলি ব্ল্যাঙ্কি ও জেনারেলের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কোন কথাবার্তা হয়েছে কিনা। সব কিছুই নির্ভর করছে অর্থের উপর—অর্থাৎ, জেনারেল অর্থের প্রাচুর্য দেখাতে পারেন কিনা। গ্রানি এখনও বেঁচে আছে জানলেই মলি ব্ল্যাঙ্কি অদৃশ্য হবে—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ভাবতে বিস্ময় লাগে, আনন্দ বোধ করি—আমি কী বাচালই না হয়েছি।. এগুলো সত্যিই আমার কাছে বিরক্তিকর ঠেকে

এদের সাহচর্য ছাড়তে পারলে আমার কী আনন্দই না হোত! কিন্তু,—আমি কি পোলিনাকে ছাড়তে পারি, না তার আশেপাশে গোপনে থেকে গোয়েন্দাগিরি করতে পারি? গোয়েন্দাগিরি করা নীচতা। কিন্তু তা'তে আমার কী যায় আসে?

দু'দিন—আজ ও কাল, মিঃ এষ্টাল সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি পোলিনার প্রণয়াসক্ত। সদাচারী ও সচ্চরিত্র কোন প্রেমিক যখন কথায় বা দৃষ্টিতে তার মনোভাব প্রকাশ করার চেয়ে মাটির তলায় সানন্দে প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয় মনে করে, যখন তার দিকে চাইলেই হাসি পায়।

রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, আর তিনি টুপিটি তুলে চলে যান অন্যদিকে—যদিও আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য তাঁর প্রাণ আনচান করে। ডাকলে আসেননা তিনি। নাচঘরে, মঞ্চের পাশে কিংবা ঝরণার সামনে—যেখানেই বসি, তিনি তারই অদূরে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকেন। যেখানেই আমরা আমরা যাই, পেছন ফিরলেই পথে কিংবা ঝোপের পেছনে মিঃ এষ্টলির মাথাটি দেখা যায়। তিনি হয়তো আমার সঙ্গে একান্তে আলাপ করবার সুযোগ খুঁজছেন। আজ সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে—দু'একটি কথা-ও হয়েছে। অসংবদ্ধভাবে কথা বলেন তিনি কখনও কখনও। "সুপ্রভাত" না বলেই তিনি বলে উঠলেন, 'মলি ব্ল্যাঙ্কির মতো অনেক স্ত্রীলোক দেখেছি আমি।'

তারপর, তিনি আমার দিকে চাইলেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। বুঝতে পারলাম না তাঁর কথা। জিগ্যেস করলাম, কি বলতে চান। তিনি বললেন, ও কিছু নয়—! মলি পোলিনা বুঝি ফুল খুব ভালবাসেন?

বললাম, কী জানি!

সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি: কী! আপনি তা-ও জানেন না?

স্মিতহস্যে বললাম, না, আমি তা লক্ষ্য করিনি।

: হুঁ, এতে আশ্চর্য হ'লাম।—তিনি ঘাড় নাড়তে নাড়তে চললেন। তাঁকে বেশ প্রফুল্ল মনে হলো।

ফরাসী ভাষাতেই কথাবার্তা চলেছিল দু'জনের।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিচিত্র, হাস্যকর আজকের দিনটি। এখন রাত এগারোটা। ছোট্ট
াকিয়ার উপর বসে ভাবছি এই দিনটিরই কথা। পোলিনার হয়ে জুয়াঘরে
ওয়া দিয়েই সুরু হয়েছিল দিনটি। এক হাজার দুশো মুদ্রা নিয়েছিলাম
ট শর্তে। প্রথম—আধাআধি ভাগ আমি নেব না, অর্থাৎ জিতলেও আমি
জে নেব না কিছুই। দ্বিতীয়—সন্ধ্যায় পোলিনা আমায় বলবে, টাকায় তার
প্রয়োজন, আর কত টাকাই বা প্রয়োজন। কোন একটা কাজের জন্য
ত্যই তার টাকার দরকার তাড়াতাড়ি। সে আমায় তা' জানাবে কথা
য়েছে। তাই, যাত্রা করলাম আমি। ভয়ানক ভিড় জমেছিল জুয়াঘরে।
াই ছিল উদ্ধত, লালসান্ধ। ভিড় ঠেলে মাঝখানে গিয়ে অর্থ-সংগ্রাহকের
াছে দাঁড়ালাম। দু'তিনটি টাকা দান ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম শঙ্কিত
ত্তে। চেয়ে রইলাম নিবিষ্টভাবে। মনে হলো, হিসেব করা না-করা সমান।
ক শ্রেণীর খেলোয়াড় আছে যারা এই হিসেবটাকেই সব চেয়ে বেশি
্যবান মনে করে। কাগজের উপর পেন্সিলটি ধরে বসে তারা দান গুণে,
েখ, হিসেব করে, তারপর দান ধরে আর হারে ঠিক আমাদেরই মতো—
রা হিসাব না করে খেলে তাদেরই মতো। একটা ধারণা আমার মনে
মূল হয়ে আছে; আর আমি তা সত্য বলেই মনে করি। কোন পদ্ধতি না
কলেও আকস্মিক সুযোগের পর্যায়ের মধ্যে সত্যই অদ্ভুত এক শৃঙ্খলা রয়েছে।
মন, মাঝখানের কয়েকটি সংখ্যার পরে আসে নীচের বারো,—সেটা ঘুরে
সে দুবার—শেষ বারোটি সংখ্যার উপর, তারপর আবার প্রথম বারোটির
ার। তারপর, মাঝখানে তৃতীয় সংখ্যায় দান পড়ে, তেরো ও চব্বিশের মধ্যে
র ঘুরে পড়ে উপর্যুপরি তিন চার বার। তারপর, আসে শেষ তৃতীয়
খ্যাগুলোয়। তারপর পঁচিশ ও ছাব্বিশের মধ্যে দুটি সংখ্যা ঘুরে যায়, প্রথম
য়কটি সংখ্যার একটিতে, আবার একবার ঘুরে আসে প্রথম তিনটি সংখ্যার

মধ্যে, তারপর তিনবার মধ্যের সংখ্যাগুলিতেই পড়ে। এভাবে চলে দেড়
কী দু ঘণ্টা। এক, তিন, দুই—এক, তিন, আর দুই। এ অত্যন্ত কৌতূক
কোনদিন অথবা কোন সকালে লালের পর কালো, আর ঘুরে ঘুরে লাল কি
দু'তিন বারের বেশি পড়েনা। আবার কোন দিন সন্ধ্যায় বার বার সুধু
পড়ে—ঘুরে ঘুরে উপর্যুপরি বাইশ বার—সারাটি দিনের মধ্যেও সুধু
মিঃ এষ্টলি সারাদিন আমায় এর অনেকটা বুঝিয়ে দিলেন। সারাটি
টেবিলে উপস্থিত ছিলেন তিনি, কিন্তু দান ধরেননি একটিবারও।

অল্পক্ষণের মধ্যেই হারলাম শেষ কপর্দকটি পর্য্যন্ত। আবার অসম সং
উপর দুশো টাকা ধরলাম। জিতলাম এবার, আবার—আবার। তিনবার
হলো আমার। পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রায় চার হাজার টাকা হাতে এ
তখনই বেরিয়ে আসা উচিত ছিল আমার। কিন্তু মনে জাগলো এক
চাঞ্চল্য, অদৃষ্টের প্রতি চরম অবহেলা, নিয়তিকে সংগ্রামে আহ্বান করে
বার করে ভ্যাঙচি কাটবার দুর্বার বাসনা। বারো হাজার টাকা ধরল
এই হলো সর্ব্বোচ্চ দান। প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে ব্যাগ উজাড় করে নিয়ে
সংখ্যার উপর ফেললাম। হেরে গেলাম এবার। স্তম্ভিত-স্তব্ধ হয়ে জু
থেকে বেরিয়ে এলাম। বুঝতে পারলাম না, কী হলো আমার। সান্ধ্যভোজ
আগে পর্যন্ত পোলিনকে এ খবর দিইনি। দিনের বাকী সময়টা কাটি
পার্কে ঘুরে।

সেদিনকার মতো আজও খাবার টেবিলে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম।
ব্ল্যাঙ্কি ও সেই ফরাসী ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসেছি
আবার। মনে হলো, ফরাসীটা সকালে জুয়াঘরে গিয়েছিলেন। অ
অসামান্য নৈপুণ্য লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। তিনি যেন মনোযোগের
আমায় অভ্যর্থনা করলেন। আমাকে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আমি
নিজের টাকা হেরেছি কিনা। তিনি হয়তো সন্দেহ করেছিলেন ট
পোলিনারই। মিথ্যে বললাম, টাকাটা আমারই।

বিস্মিত হলেন জেনারেল। এত টাকা কোথায় পেলাম আমি? তাঁকে জানালাম, একশো টাকা নিয়ে খেলা আরম্ভ করেছিলাম, ছ-সাত দান জিতে সুদ্ধু পাঁচ ছ' হাজার টাকা হয়েছিল—দু'বারে আবার হেরেছি সব। বিশ্বাস করলেন তিনি। পোলিনার মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। সে চুপ করেই রইলো। প্রতিবাদ করলো না, আসল কথাটি প্রকাশ করলো না। বুঝলাম, তার সঙ্গে আমার যোগাযোগের কথা গোপন করে ভালই করেছি। যা হোক, আজ আমায় বলতে সে বাধ্য, সকালে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ভাবছিলাম, জেনারেল কোন মন্তব্য প্রকাশ করবেন। তিনি নীরব রইলেন। কিন্তু তাঁর মুখে দেখতে পেলাম অশান্তি ও চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ। হয়তো, তাঁর এই নিদারুণ আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে আমরই মতো নির্বোধের হাত দিয়ে এলো এত টাকা, আর তা পনেরো মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে গেল—এটা তাঁর পক্ষে মর্মান্তিক।

সন্দেহ হয়, ফরাসীটার সঙ্গে জেনারেলের বেশ ঠোকাঠুকি হয়ে গেছে এরই মধ্যে। কাল দু'জনকে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করতে দেখেছিলাম। তারপর একটু রুষ্টভাবেই যেন ফরাসীটা চলে গিয়েছিলেন। আজ সকালে জেনারেলের কাছে এসেছিলেন তিনি—হয়তো, কালকের অসমাপ্ত কথাটি শেষ করবারই জন্য।

আমি কত টাকা হেরেছি শুনে ফরাসী ভদ্রলোক শ্লেষ ও অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, মানুষের একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার। যদিও রাশিয়ানদের অনেকেই জুয়া খেলে, তবু তারা এর ঠিক উপযুক্ত নয়।

'বললাম, জুয়াটা রুশদের জন্যই সৃষ্টি বলে আমার ধারণা।

আমার এ-কথায় তিনি অবজ্ঞার হাসি হাসলেন। বললাম, আমার কথাই ঠিক। জুয়াড়ী বললে রুশদের প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই হয় বেশি।

ফরাসী ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এ অভিমতের ভিত্তিটা কি বলুন একবার।

বললাম, ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ-সঞ্চয়ের বৃত্তি পশ্চিমের সভ্য সমাজের ধর্ম ও সদ্‌গুণাবলীর মধ্যে সর্বোচ্চ একটি স্থান দখল করেছে। রুশের অর্থ সঞ্চয় করতে পারে না, এমন নয়। আর তারা যথেচ্ছ ও নির্দোষভাবে অর্থ ব্যয় করে। তাছাড়া—রুশদের অর্থের প্রয়োজন। তাই, আমরা সানন্দে সাগ্রহে জুয়া ইত্যাদির আশ্রয় নিই যেন কাজ না করে দু'ঘণ্টার মধ্যে বড়লোক হতে পারি। আমরা খেলি কোন হিসেব না করে, কোন চিন্তা না করে। তাই সাধারণতঃ আমরা হারি।

ফরাসী ভদ্রলোক বললেন, এটা খানিকটা সত্যি বটে। জেনারেল বেশ জোর দিয়ে বললেন—না, তা সত্যি নয়, নিজের দেশের ও দেশবাসীর এমনি অপযশ ঘোষণা করতে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।

বললাম, রুশদের এই নোংরামি আর অসদুপায়ে অর্জিত অর্থের সঞ্চয়-বৃত্তি এ দুয়ের কোন্‌টি বেশি খারাপ, বুঝতে পারছি না আমি।

জেনারেল বললেন, কী জঘন্য মনোবৃত্তি!

ফরাসী তাঁর সঙ্গে সায় দিলেন, এ হলো রুশ মনোবৃত্তি।

মুচকি হাসলাম। তারপর তাঁদের উত্তেজিত করবার জন্য বললাম, জার্মাণ দেবমূর্তির কাছে মাথা নোয়ানোর চেয়ে আমি আজন্ম কিরঘিজ তাঁবুতে বাস করাই শ্রেয় মনে করি।

সক্রোধে গর্জন করলেন জেনারেল, কোন্ দেবমূর্তির কথা বলছ?

: অর্থসঞ্চয়ের জার্মাণ বৃত্তি। এখানে আমি এসেছি বেশিদিন হয়নি, তবু যা' দেখছি, যেটুকু প্রমাণ পেয়েছি তাতে আমার শিরার রক্ত টগবগ করে উঠে। কাল আট মাইল ঘুরেছি, যা দেখেছি—তার সঙ্গে জার্মাণ ছবির বইগুলোর হুবহু মিল লক্ষ্য করেছি। প্রতিটি ঘরে রয়েছে এক একজন গৃহস্বামী—ধার্মিক ও সৎ, এত সৎ যে কাছে ঘেঁসতে ভয় হয়। প্রতিটি গৃহস্বামীরই এক একটি পরিবার রয়েছে। তারা রাত্রিতে তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে। তাদের ঘরের চালের উপর দাঁড়িয়ে আছে "এল্‌ম্" আর "চেষ্ট্‌ নাট্" গাছ।, সূর্যাস্তের

সময় তাদের ছাদের উপর সারস দেখা যায়। সবই সহজেই চিত্ত হরণ করে।... রাগ করবেন না। একটু গুছিয়ে বলতে দিন আমায়। আমার মনে পড়ে, বাবা আমাদের বাগানের কাগজি লেবু গাছের তলায় বসে আমাকে ও মাকে একটি বই পড়ে শোনাতেন।...তাই, বুঝতে পেরেছি। এখানকার প্রতিটি পরিবারে পরাধীনতা ও বন্ধন যা রয়েছে তা' বর্ণনা করা যায় না। তারা সবাই বলদের মতো খাটে, ইহুদীর মতো টাকা জমায়। যেমন ধরুন, গৃহস্বামী অনেক টাকা জমিয়েছে। সে ভাবছে, ছেলেকে দিয়ে কোন একটা ব্যবসা করাবে কিংবা তাকে কিছু জমি কিনে দেবে। মেয়েকে কোন যৌতুক সে দেবে না; তাই মেয়ে থাকবে চির অধবা। ছোট ছেলেটিকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে কিংবা সেনাদলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে যে টাকাটা পাবে তা' দিয়ে পরিবারের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বাড়াবে। আমি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছি। তবে, এটা করা হয় পরিবারেরই খাতিরে। তারা সবাই জানে, পরিবারের স্বার্থ। বলি বন্ধভূমিতে নীত হয়, তখনও সে আনন্দ বোধ করে—এই হলো আদর্শ! আর কী? বড় ছেলেটাও সুখী নয়। তার প্রেমিকা আছে, তাদের দুজনের হৃদয়ের বিনিময় হয়েছে, কিন্তু বিয়ে হতে পারে না, কারণ টাকা যথেষ্ট হয়নি এখনও। তারা দুজনে অপেক্ষা করে সংযমী হয়ে। সরল বিশ্বাসে, হাসিমুখে করে আত্মদান। প্রেমিকার গাল দুটো কুঁচকে যায়, কোটরগত হয়। অবশেষে কুড়ি বছর পরে তাদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয়; সদুপায়ে, ধর্মসঙ্গতভাবে সঞ্চিত হয় অর্থ। গৃহস্বামী পিতা তখন তার চল্লিশ বছরের ছেলে আর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের বিগত যৌবনা পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ জানায়, পড়ে শোনায় নৈতিক উপদেশবাণী। চোখের জলে তার দু'গণ্ড প্লাবিত হয়। তারপর যথাসময়ে সে মারা যায়, আর তার ছেলে হয় ধার্মিক গৃহস্বামী, অনুসরণ করে সেই পুরানো রীতি। এমনি করে পঞ্চাশ বা সত্তর বছরে প্রথম গৃহস্বামীর পৌত্র অর্থের অধিকারী হয়। সে তার ছেলেকে উত্তরাধিকারী করে যায়, তারপর তার ছেলে—এমনি করে পাঁচ ছ' পুরুষের মধ্যে তাদের একজন ব্যারণ বা রথচাইল্ড কিংবা তেমনি একটা কিছু

হয়ে ওঠে। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি? একশো বছরের বা দু' বছরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য, বুদ্ধি, সততা, চরিত্রবল, প্রতিজ্ঞা, মিতব্যয়িতা এর বেশি কী চাই? এর চেয়ে মহান্ আর কিছুই থাকতে পারেনা গোটা পৃথিবীকে তাঁরা তাঁদের সেই আদর্শে বিচার করতে আরম্ভ করেছেন যাঁরা তাঁদের মতো নয়—তাদের অপরাধী বলে শাস্তি দিতে চাইছেন আসল কথা হলো এই। আমি রুশীয় রীতিতে আমার টাকা খরচ করবো কিংবা জুয়া খেলে বড়লোক হবো। পাঁচ পুরুষ পরে "গোপ্পে এণ্ড কোং" হতে চাইনা আমি। আমার নিজের টাকার প্রয়োজন, কিন্তু আমি নিজেকে অর্থের অনুগত মনে করিনা। জানি, নিতান্ত অর্থহীন আমার কথাগুলো, কিন্তু এই আমার সিদ্ধান্ত।

বিনীতভাবে জেনারেল বললেন, তোমার এ উক্তির মধ্যে সত্য খুব বেশি আছে কিনা জানিনা। কিন্তু জানি, তোমায় সুযোগ দিলেই ভয়ানক বাড়াবাড়ি কর। আর—

কথাটি শেষ না করেই তিনি থামলেন। কোন একটা দরকারী প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি সেটি অসমাপ্ত রেখে দেন। এই হলো তাঁর অভ্যেস।

ফরাসী ভদ্রলোক চোখ পাকিয়ে শুনছিলেন। আমার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলেন না। তীব্র ঔদাসীন্যের সঙ্গে চেয়েছিল পোলিনা। আমার কোন কথাই যেন সে শুনতে পায়নি।...

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অস্বাভাবিক চিন্তাকুল ছিল পোলিনা। টেবিল থেকে উঠতেই সে আমায় বলল, চল, বেড়াতে নিয়ে চল আমায়। শিশুদের সঙ্গে নিয়ে পার্কের ভিতর সেই ঝরণার ধারে গেলাম।

প্রবল উত্তেজনাবশে হঠাৎ একটি অদ্ভুত ও অর্থহীন প্রশ্ন করলাম—মার্কুইস অর্থাৎ সেই ফরাসী ভদ্রলোক তাকে বেড়াতে নেন না কেন, কেন তিনি অনেকদিন ধরে বাক্যালাপ করছেন না তাঁর সঙ্গে ?

বিস্মিত হলাম তার উত্তরে। সে বলল. কারণ—সে একটি বদমায়েস।

মার্কুইস সম্বন্ধে এমন মন্তব্য তার মুখে শুনিনি আর। ভয় হলো—তার রাগের কারণ অনুসন্ধান করতে। নীরবে শুনে গেলাম তাই।

রাগত, রুক্ষভাবে সে বলল, দেখছ তো, তার সঙ্গে জেনারেলের সদ্ভাব নেই। কী হয়েছে জানতে চাও ? জেনারেল তার কাছে বাঁধা, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ওর। আর—গ্রানি যদি মারা না যান, তাহলে তার কাছে বন্ধকী সম্পত্তির অধিকারী হবে ঐ ফরাসীটা।

: সত্যি ? আমি অবশ্যি একথা শুনেছি ; কিন্তু জানতাম না, সবই তার কাছে বন্ধক রয়েছে।

হ্যাঁ, একথা সত্যি।

বললাম, তাহ'লে বিদায়, মলি ব্লাঙ্কি। সে আর জেনারেলের স্ত্রী হচ্ছে না! আমার তো মনে হয়—জেনারেলের প্রেম এত গভীর যে তিনি আত্মহত্যা-ও করতে পারেন। তাঁর বয়সে প্রেমে পড়া বিপজ্জনক।

সকৌতুকে পোলিনা বলল. আমারও আশঙ্কা—তাঁর একটা কিছু হবে।

বললাম, সত্যিই তা' বেশ মজার হবে। এর চেয়ে আর খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা যায় না যে সুধু টাকার জন্যই সে তাঁকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

এতে কোন সৌজন্য নেই, শালীনতা নেই। এটাই হলো সব চেয়ে আশ্চর্যের! "গ্রাণির কি খবর"—"তিনি মারা গেলেন কিনা"—একটির পর একটি শুধু এই তার" পাঠানোর চেয়ে হাস্যকর ও নীচতা কী হ'তে পারে? তোমার কেমন মনে হয়?

বিরক্তিভরে আমায় বাধা দিয়ে বলল পোলিনা, ও সব বাজে! তোমার আনন্দ দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে যাচ্ছি! তোমার এত আনন্দ কিসের বল তো? আমার টাকাটা হেরেছ বলে নয়, নিশ্চয়?

: আমায় দিয়েছিলে কেন? আমি তো বলেছিলাম, পরের জন্য—বিশেষ করে তোমার জন্য—আমি খেলতে পারবো না। তোমার কথা শুনি, তোমার আদেশ পালন করি; কিন্তু তার পরিণামের জবাবদিহি তো করতে পারি না। তোমায় তো বলেছি—এতে লাভ হ'বেনা কিছুই। এতগুলো টাকা হারিয়ে তুমি কি মুসড়ে পড়েছ? তোমার কী প্রয়োজন এত টাকায়?

: এ প্রশ্ন কেন?

: কেন? তুমিই তো আমায় বলবে বলেছিলে…। শোন, আমার বিশ্বাস, আমি যখন আমার নিজেরই জন্য খেলা আরম্ভ করবো, (আমার কাছে এখনও একশো কুড়ি টাকা রয়েছে) তখন আমি জিতবোই। তখন তোমার যত টাকা দরকার আমার কাছ থেকে নিতে পারবে।

অবজ্ঞাভরে সে তাকালো আমার পানে।

বললাম, আমার এ প্রস্তাবে রাগ করো না। আমি ভালো করেই জানি—তোমার কাছে—অর্থাৎ তোমার চোখে, আমি এমন কিছু নই যে আমার কাছ থেকে তুমি টাকা ধার নিতে পার। আমার উপহার গ্রহণ করলে তোমার অপমান হবে না। তা'ছাড়া, তোমার টাকাই তো আমি হেরেছি।

কটাক্ষপাত করলো পোলিনা আমার দিকে। উত্তেজনা ও শ্লেষের সঙ্গে বলে যাচ্ছিলাম। তাই সে বাধা দিল আমায়। বলল: আমার আর্থিক অবস্থা জানার মধ্যে কৌতূহলের কিছু নেই। তবে, যদি একান্তই জানতে চাও তো

জেনো—আমি ঋণগ্রস্ত। আমি ধার করেছি, সে-টাকা শোধ দিতে হবে। আমার এক উদ্ভট ধারণা ছিল—এখানে এই জুয়ায় আমি জিতবো। জানি না, কেন হয়েছিল এমন ধারণা। বিশ্বাসও হয়েছিল আমার। হয়তো উপায়ান্তর ছিল না বলে আমি তা' বিশ্বাস করেছিলাম।

: এর কারণ, তুমি অবশ্যই জিতবে, তাই। এ হচ্ছে একলা ডুবে যেতে ঘাস আঁকড়ে ধরে থাকার মতো। যে লোকটা ডুবছে সে যদি জলে না পড়তো, তাহলে সে খড়কে গাছের ডাল মনে করতো না।

অবাক হলো পোলিনা। বলল, তুমি নিজেই তো তা করেছিলে। পনেরো দিন আগে জুয়ায় জয়লাভ করা সম্বন্ধে অনেক কথাই তো বলেছিলে। বলেছিলে, তুমি জিতবেই ; আমি যেন তোমায় পাগল মনে না করি। তখন আমার সঙ্গে তামাসা করছিলে কি? কিন্তু আমার যতটুকু মনে পড়ে—কথাগুলো এমনিভাবে বলেছিলে যে সেটাকে ঠাট্টা মনে করা অসম্ভব ছিল।

চিন্তাগ্রস্তভাবে বললাম, তা' সত্যি ; এখনও আমার বিশ্বাস, আমি জিতবো। …মেনে নিচ্ছি, আজকের এই নিরর্থক ও নির্দোষ অসাফল্যে এতটুকুও শঙ্কাকুল হইনি আমি। তুমিই চিন্তা জাগিয়ে তুলেছ আমার মনে। এখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস—নিজের জন্য খেলতে আরম্ভ করা মাত্রই আমি নিশ্চয় জিতবো।

: তোমার এত নিশ্চয়তা কেন?

: জানিনা, তুমিও এমনি নিশ্চিত হতে কিনা। আমি জানি, আমার জিত হবে। এই হলো আমার অবলম্বন। তাই হয়তো আমি জিতবো।

: দেখছি, তোমার এ কুসংস্কার অত্যন্ত প্রবল। তা'ই করা উচিত তোমার।

: তুমি ভাবছ বুঝি—কিছু পাবার আশাই আমি করতে পারি না।

স্থির ঔদাসীন্যের সঙ্গে পোলিনা বলল, ও-কিছু নয় আমার কাছে। তোমার যেমন খুসী করগে। আমার মনে হয় না, কোন কিছুতেই তুমি প্রতিকারের কষ্ট বোধ কর। অতি চঞ্চল তুমি ; তোমায় বিশ্বাস করা যায় না।

কিসের জন্য তোমার টাকার দরকার? সেদিন তুমি যে যুক্তি দেখিয়েছ, তার মধ্যে তো আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছুই দেখি না!

বাধা দিয়ে বললাম, যাক, তুমি বলেছিলে—ধার শোধ দিতে হবে তোমার। তা' বেশ মোটা একটা কিছু নিশ্চয়—আর ঐ ফরাসীটার কাছে!

: এ আবার কি প্রশ্ন? তুমি ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ আজ। মদ খেয়েছ বুঝি?

: তুমি জান—তোমার কাছে যে-কোন কথা বলবার অধিকার আমার আছে। তাই, সময়-সময় তোমায় অশিষ্ট প্রশ্ন করি। আজ আবার বলছি—তোমার দাস আমি। দাসকে কোন কথা বললে কেউ কিছু মনে করে না, তার কথায় আমল দেয়না কেউ।

: তোমার সেই 'দাস-থিওরি' আমার বরদাস্ত হয় না।

: দেখ, আমার একথার মানে এ নয় যে আমি সত্যিই তোমার দাস হতে চাই। এ একটা কথার কথা।

: বল—সত্যি করে বল, তোমার টাকার কী প্রয়োজন?

: তুমি তা' জানতে চাও কেন?

গর্বিতভাবে ঘাড় দুলিয়ে সে বলল, যেমন তুমি চাও—।

: 'দাস-থিওরি,' তোমার সহ্য হয় না, কিন্তু দাসত্ব করাতে চাও। এর মানে জিজ্ঞেস করলে বল—'উত্তর দাও, তর্ক করো না'। তবে তাই হোক। কেন টাকা চাই? টাকাই সব!

: বুঝলাম, তবে টাকা চাওয়ার উন্মত্ততার মধ্যে না পড়ে। তুমিও দেখছি ঘোর অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠেছ। তার পেছনেও কোন উদ্দেশ্য রয়েছে নিশ্চয়। পরিষ্কার ভাষায় বল। আমি তা'ই চাই।

মনে হোল—সে রেগে যাচ্ছে। তার এই জিজ্ঞাসায় কৌতুক বোধ করলাম।

বললাম, উদ্দেশ্য অবশ্যি আছে, কিন্তু তা' তোমায় বলতে পারবো না। টাকায় আমি তোমার কাছে হবো সম্পূর্ণ আলাদা একটি লোক—দাস নই।

ঃ কেমন করে ?

ঃ বুঝতে পারছ না, কেমন করে ? কারো বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের পরোয়া করি না আমি।

ঃ বলেছিলে না দাসত্ব তোমার কাছে আনন্দ ? আমি মনে করেছিলাম—

বিচিত্র আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম ঃ তুমি তাই ভেবেছিলে ! তোমার সেই সারল্য তোমার নিজের চেয়ে কত মধুর ! হ্যাঁ, তোমার দাসত্ব আনন্দই বটে ! অপমান ও তাচ্ছীল্যের চরমের মধ্যে আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায়। কশাঘাতে যখন পিঠের চামড়া ছিঁড়ে যায়, তখনও হয়তো—…। কিন্তু আমি চাই—আর এক রকমের আনন্দ। কাল জেনারেল আমায় একটি বক্তৃতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। বছরে সাতশো টাকা! এত টাকা হয়তো তাঁর কাছ থেকে আমি পাবোই না কোনদিন। তখন মার্কুই আমার দিকে চেয়েছিলেন। আমায় তিনি যেন দেখতেই পাননি। তবু, তখন তাঁর নাকের ডগা ধরে টানবার ইচ্ছা মনে প্রবল হয়েছিল।

ঃ সেটা মানুষের কথা নয়। যে-কোন অবস্থাতেই মানুষ ভদ্রতা বজায় রেখে চলতে পারে। বিরোধ কোনদিনই অপমানকর নয়।

ঃ এ হচ্ছে বই-এর কথা। তোমার ধারণা, আমি শিষ্টাচার জানিনা—অর্থাৎ নৈতিক গর্বে গঠিত হলেও আমি হয়তো শিষ্টাচারী নই। তুমি ভাবছ হয়তো তাই। রুশেরা সবাই তেমনি। কেন জান ? কারণ—তাদের কর্ম শক্তি এত বহুমুখী যে তারা নিজেরাই শিষ্টাচারের কানুন তৈরী করতে পারে। সে একটা কায়দা মাত্র। আমাদের জন্য কায়দা-কানুন তৈরী করতে হলে চাই প্রতিভা। আর, প্রতিভার অভাব প্রায়ই তো দেখা যায়। সুধু ফরাসী ও অন্যান্য য়ুরোপীয়দের শিষ্টাচারের নীতি এত বিশদভাবে বর্ণিত রয়েছে যে নৈতিক মর্যাদা না থাকলেও তারা শিষ্টাচারের চূড়ান্ত দেখাতে পারে।

তাই, বাইরের আদব-কায়দাকেই তারা বেশি মনে করে। নৈতিক অপমান যদি কোন ফরাসীকে করা যায় তো সে তা' অবিচলচিত্তে সহ্য করবে, কিন্তু যদি তার নাকে আঘাত দেওয়া হয়, সে তা সইবেনা কিছুতেই কারণ, সেটা হলো যুগ-পবিত্র, সর্বজন-গ্রাহ্য আইন বিরুদ্ধ। এজন্যই ফরাসীদের জন্য রুশ মহিলাদের দুর্বলতা রয়েছে। তারা বলে, ফরাসীদের আদব-কায়দা চমৎকার। তবে, আমার মতে, তাদের আদব-কায়দা বলে সত্যিই কিছু নেই—সে হলো একটা কুক্কুটাসক্তি মাত্র। আমি অবশ্যি সেটা বুঝিনা। আমি তো আর মহিলা নই। মোরগ হয়তো দেখতে সুন্দর।...সত্যি, আমি বাজে বক্‌ছি। তুমি আমায় বাধা দিচ্ছনা। তোমার সঙ্গে যখন কথা বলি তখন কত কথাই না বলতে ইচ্ছে করে! সাধ হয়,—সবই তোমায় বলে ফেলি। ভদ্রতার ধার ধারিনা আমি। স্বীকার করতে আপত্তি নেই—শিষ্টাচারের কোন বালাই নেই আমার। নৈতিক গুণ নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনা। আমার সব কিছু যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। কেন, তুমি জান। কোন সংবাদ আমি রাখিনা রাশিয়ার কিংবা এখানকার। ড্রেস্‌ডেন-এ ছিলাম কিন্তু ড্রেসডেন কেমন আমার মনে নেই। তুমি জান, কিসে গ্রাস করেছে আমায়। কোন আশা নেই আমার। তোমার কাছে আমি নগণ্য। তাই তোমায় স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি—তোমা ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিনা কোথাও। দুনিয়ার আর সবই আমার কাছে অর্থহীন। জানিনা, কেন তোমায় ভালবাসি—কতটুকুই বা ভালবাসি। হয়তো, তুমিই জান। পরমা সুন্দরী তুমি নও; জানিনা—তুমি ভাল কিনা। তোমার অন্তরখানি নিশ্চয় ভালো নয়। তোমার মনখানি সংকীর্ণ।

পোলিনা বলল, হয়তো এমনি করে টাকা দিয়ে তুমি আমায় কিনবে মনে করছ। আমার সম্মান-বোধে তোমার বিশ্বাস নেই।

বললাম, তোমায় টাকা দিয়ে কিনবো—একথা তো আমি বলেছি মনে হয়না।

: জানই না, কী বলছ। তুমি যদি টাকা দিয়ে আমায় কিনবার কথা মনে না কর, তা'হলে নিশ্চয় ভাবছ—আমার সম্মানটুকু কিনে নেবে!

: না—না, মোটেই নয়। বলেছি তো, সে-কথা বর্ণনা করা যায় না। তুমি আমায় অভিভূত করে ফেলেছ। রাগ করোনা আমার এ অপ্রাসঙ্গিক কথায়। উন্মাদ আমি। অবশ্যি, তুমি রাগ করলে কিছু যায় আসেনা আমার। উপর তলায় আমার সেই ছোট্ট ঘরখানিতে যখন থাকি, তখন কল্পনা করি—তোমার পোশাকের মৃদু শব্দ। কেন আমার উপর রাগ করবে তুমি? তোমার দাস বলেছি বলে? আমার সঙ্গে সত্যি দাসের মতো ব্যবহার কর তুমি। জান, আমি একদিন তোমায় খুন করবো? তোমার প্রতি আমার ভালবাসার অবসান ঘটাবার জন্য নয়—তোমায় গ্রাস করবার প্রেরণা আমার মনের মধ্যে জেগে আছে বলে।...কি? হাসছ?

: হাসছিনা। বল্‌ছি, তুমি চুপ কর।

রাগে রুদ্ধশ্বাস হয়ে সে স্থিরভাবে দাঁড়ালো। আমায় বিশ্বাস করুন, আমি জানিনা সে সুন্দরী কিনা। কিন্তু সে যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তার মুখের দিকে তাকাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে আমার মনে। তাকে রাগাতে চাই আমি। সে হয়তো তা' লক্ষ্য করেছে, আর ইচ্ছে করেই রেগেছে।

বিরক্তির ভাব দেখালো সে। বলল, কী ক্লান্তিকর।

বলতে লাগলাম, আমি তা' গ্রাহ্য করিনা। জান, আমাদের দুজনের একসঙ্গে বেড়ানো বিপজ্জনক। সর্বদাই আমার মনে অদম্য আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে—তোমায় মারবার, তোমার দৈহিক সৌন্দর্যটুকু নষ্ট করে দেবার, তোমার টুঁটি চেপে ধরবার। মনে করছ তা অসম্ভব? আমার মস্তিষ্ক বিকল করে দিয়েছ তুমি। ভাবছ, আমি অপবাদকে ভয় করি? রাগ করছ বুঝি? তোমার রাগে কিছু যায় আসেনা আমার। নিরাশ হ'য়েও আমি ভালবাসি তোমায়। জান, এর পর এর চেয়ে আরো সহস্র গুণ বেশি ভালবাসবো। যদি কোনদিন

তোমায় খুন করি, তবে নিজেকেও মরতে হবে আমার। যতদিন সম্ভব আত্মহত্যাটা স্থগিত রাখবো—স্বধু তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদের অব্যক্ত বেদনাটুকু অনুভব করবার জন্য। অদৃষ্টবাদী না হয়ে পারি কোথায়? পরশু দিন শ্লেনজেনবুর্গএ তোমারই উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে তোমার কানে কানে বলেছিলাম, বল,—এবার আমি সেই গহবরে ঝাঁপিয়ে পড়ি! তুমি যদি বলতে, তখনই ঝাঁপিয়ে পড়তাম আমি। বিশ্বাস করছনা?

পোলিনা বলল, এ কী নির্বোধের মতো কথা বলছ?

ঃ গ্রাহ্য করিনা—আমি নির্বোধ কী জ্ঞানী। স্বধু জানি, তোমার কাছে আমি বলবো—বক্‌বো। আমার সমস্ত আত্মসম্মান তোমার কাছে ঢেলে দিতে আপত্তি নেই আমার।

রুক্ষভাবে সে বলল, কী হ'তো শ্লেনজেনবুর্গ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে? কোন মানেই হতোনা তার।

ঃ চমৎকার! আমায় অভিভূত করবার জন্যই সেই চমৎকার কথাটি বলেছ। তোমার মনখানি দেখতে পাই আমি। নিরর্থক বলছ? কিন্তু আনন্দের দাম আছে সর্বদাই। তা'ছাড়া, ক্ষমতা-প্রয়োগ পতঙ্গের উপর হলেও এক রকমের আনন্দ। মানুষ স্বভাবতই অত্যাচারী। সে ভালবাসে অত্যাচারী হতে। তুমিও তা' ভয়ানকভাবে ভালবাস।…

অস্বাভাবিক স্থির দৃষ্টিতে সে চাইলো আমার পানে। আমার মুখে হয়তো অসংবদ্ধ ও অসম্ভব উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছিল। মনে হলো, এই মুহূর্তেই হয়েছে আমাদের দুজনের কথোপকথন। আমার চোখ দুটি রক্তবর্ণ হয়েছিল, মুখে ফেনা বেরিয়েছিল। শ্লেনজেনবুর্গ সম্বন্ধে আমি এখনও জোর করে বলতে পারি—স্বধু একটিবার যদি সে বল্‌তো—তা'হলেই! সে যদি আমায় ঠাট্টা করেও বলতো—অবজ্ঞাভরে, এমনকি টিটকারী দিয়েও—তা'হলে আমি লাফিয়ে পড়তাম।

পোলিনা বলল, বাসবেনা কেন? আমি তোমায় বিশ্বাস করি।

তীব্র ঘৃণা ও হলাহল মিশিয়ে সে কথাগুলো উচ্চারণ করলো। ইচ্ছা :লো, সেই মুহূর্তেই তাকে খুন করে ফেলি।

হঠাৎ সে আমায় জিজ্ঞেস করলো ; তুমি কি কাপুরুষ নও ?

: তা' হয়তো—আমি কাপুরুষ। জানিনা···অনেকদিন ধরে সে সম্বন্ধে চাবিনি ;

: যদি বলি—"এই লোকটিকে খুন কর"—তুমি খুন করবে ?

: কোন্ লোকটাকে ?

: যাকেই বলিনা কেন—

: ঐ ফরাসীটাকে ?

: প্রশ্ন করোনা, উত্তর দাও আগে। বলছি—আমি যাকে বলি তাকে তুমি ্ন করতে পারবে ? জানতে চাই—তুমি কি এখনও স্থির মস্তিষ্কে বলছ একথা ?

গম্ভীর ব্যাকুলভাবে সে আমার উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। আশ্চর্য মনে হলো আমার।

বললাম, বল এখানে কি হচ্ছে ? কাকে ভয় পাচ্ছ তুমি—আমায়, না আর কাউকে ?···এখানে আমি নিজেই তো যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছি। তুমি—তুমি হচ্ছ পাপীয়সী মলি ব্ল্যাঙ্কির কবলিত, উন্মাদ এক সর্বহারার দৎ-মেয়ে। তোমার উপর ফরাসীটার রহস্যজনক প্রভাব রয়েছে, আর তুমি ম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করছ—এমনি আর একটি প্রশ্ন। যাহোক্, আমায় বল। নইলে আমার মস্তিষ্ক বিকল হ'য়ে যাবে, আমি হয়তো কিছু করে বসবো। আমায় স্পষ্টভাবে বলতে তোমার লজ্জা হ'চ্ছে বুঝি ? তোমায় আমি কী ভাবি না-ভাবি, তা'তে তোমার কিছু যায় আসেনা।

: ওকথা তোমায় মোটেই বলছিনা। তোমায় একটি প্রশ্ন করেছি আর তার উত্তরের অপেক্ষা করছি—এইমাত্র।

বললাম, অবশ্যি—তুমি যাকেই বলনা কেন, আমি তাকে খুন করবো। কিন্তু তুমি কি পার—সে-আদেশ দিতে পার ?

: ভাবছ, তোমায় ছাড়বো ? তোমায় স্বধু বলবো না—পাশে দাঁড়িয়ে দেখবো। তা' সইতে পারবে ? না—না—তুমি পারতে ! তোমায় বললে তুমি হয়তো খুন করতে পারতে। তারপর—ফিরে এসে আমায়ও খুন করতে পারতে।

বিস্ময় জাগলো মনে, এসব কথা শুনে। তখনও তার এ প্রশ্নকে আমি কৌতুকই মনে করেছিলাম, কিন্তু আসলে তার এ প্রশ্ন ছিল সুচিন্তিত। তবু, অবাক হলাম—তার এমনি কর্তৃত্ব প্রদর্শন, প্রভুত্ব জ্ঞাপন ও সরল, সহজ এই উক্তিতে : 'তুমি নিপাত যাও, আমি পাশে দাঁড়িয়ে দেখবো।' এমন নির্লজ্জ উক্তি বাড়াবাড়ি নয় কি ? আমায় কোন্ দৃষ্টিতে সে দেখছে ? এ যে দাসত্বের চেয়েও বেশি। কেউ যদি কারো পানে এমনি করে তাকায়, তবে সে তাকে নিজের স্তরে তুলে নেয়। অসম্ভব, অবিশ্বাস্য আমাদের কথোপকথন ! তবু, স্পন্দিত হলো আমার অন্তরখানি।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠ্‌লো সে।

পার্কের একখানি বেঞ্চিতে বসেছিলাম আমরা। শিশুরা খেলছিল আমাদের সামনে। নাচঘরের সুমুখের পথটায় যেখানে গাড়ি থামে আরলোক নামে, ঠিক সেদিকে মুখ করে বসেছিলাম। সে বলল, দেখছ—এই ভদ্রমহিলাটিকে ? ইনি হচ্ছেন বার্মারহাম-এর ব্যারণেস্। মাত্র তিনদিন হলো এখানে এসেছেন তিনি। ছড়ি হাতে ঐ লম্বা কুঁজো ভদ্রলোকটি হচ্ছেন তাঁর স্বামী। সেদিন আমাদের দিকে উনি কেমন করে চেয়েছিলেন, জান ? একবার তাঁর কাছে যাও, অভিবাদন করে দু' একটি ফরাসী বুলি শুনিয়ে এসো তো।

: কেন ?

: আমার কথায় স্লেনজেনবুর্গ থেকে লাফ দেবে বলেছিলে, যে-কোন লোককে খুন করবে বলেছিলে। খুনের বদলে আমি একটু হাসতে চাই মাত্র।

যাও, দেরী করোনা আর। আমি দেখতে চাই—ব্যারণ তোমায় লাঠি দিয়ে মারুক।

: আমায় পরীক্ষা করছ? ভাবছ, আমি একাজ করবো না?

: হ্যাঁ। যাও—আমি চাই, তুমি একবার যাও।

: এ হ'লো এক উগ্র খেয়াল। তবু, আমি নিশ্চয় যাচ্ছি। তবে বলছি—এ কাজটা জেনারেল, আর তাঁরই জন্যে তোমারও অতৃপ্তিকর হবে না। বিশ্বাস কর—আমি নিজের কথা ভাবছি না, ভাবছি—স্বধু তোমার ও জেনারেলের কথা। আর, একটি ভদ্রমহিলাকে এমনি করে অপমান করাও পাগলামো।

অবজ্ঞাভরে সে বলল, তুমি দেখছি, একটি স্তাবক ছাড়া আর কিছু নও। তোমার চোখ দু'টো হিংস্র, রক্তাক্ত দেখাচ্ছে। হয়তো বেশি মদ খেয়েছ। তুমি কি মনে কর, আমি বুঝি না—এ নির্বুদ্ধিতা ও ইতরামো, জেনারেল রাগ করবেন এতে? আমি স্বধু হাসতে চাই। আমি চাই—ব্যস্। একটি ভদ্রমহিলাকে তুমি অপমান করবে কেন?—মার খাওয়ার জন্য।...

নীরবে চললাম তার আদেশ পালন করতে। এই বোকামির হাত থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায় পেলাম না খুঁজে।

ব্যারণের স্ত্রীর কাছে এগোতে লাগলাম। মনে হলো, কে আমায় চালিয়ে নিচ্ছে। এ প্রেরণা যেন ইস্কুলের ছেলের দৌরাত্ম্যের প্রেরণা! এ উত্তেজনার দুরন্ত প্রতিক্রিয়া স্বরু হলো আমার মনে। অনুভব করলাম—আমি মাতাল হয়েছি!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেই নির্বোধ দিনটির পর দু'দিন কেটে গেছে। কী লজ্জাকর, অভ গোলমাল, কথা কাটাকাটি ও চিৎকারই না হয়েছিল! আমিই ছিলা তার মূলে। বুঝতে পারছি না, কী হয়েছিল আমার—আমি কি উন্মা হয়েছিলাম কিংবা ক্ষণিকের চিত্তবিভ্রম ঘটেছিল। বাধা না পাওয়া পর্যন্ত কী কেলেঙ্কারীই না করেছিলাম আমি! হয়তো বা আমার মন ভেঙে পড়েছিল কখনও কখনও মনে হয়—শৈশবাবস্থা ও ছেলেমানসি কাটিয়ে উঠতে পারিনি আমি। আমার সেই কাজটা ছিল অর্বাচীনের অর্থহীন কৌতুক।

পোলিনা—পোলিনাই সব। শুধু তারই জন্য না হ'লে আমি এমনি শিশু-সুলভ আচরণ করতাম না। কে জানে? এ আমার হতাশার জন্য হতে পারে। বুঝতে পারি না—তার মধ্যে সুন্দর কী আছে? সে সুন্দরী আমার বিশ্বাস—সে সুন্দরী, সকলের চিত্ত-চাঞ্চল্য আনে। দীর্ঘাঙ্গী কমনীয়কান্তি, তন্বী সে—যেন গিরো দেওয়া যায়, নুইয়ে দোভাঁজ করা যায় তার পা দুটি লম্বা ও সরু, কেশরাজি ঈষৎ রক্তাভ, চোখ দুটো ঠিক বিড়ালে চোখের মতো। কিন্তু ঐ দু'টি চোখে সে গর্ব ও অবজ্ঞাভরে তাকাতে পারে......।

চার মাস আগের কথা। আমি তখন সবেমাত্র এসেছি। সে ড্রয়িংরুমে অনেকক্ষণ ধরে বসে কথোপকথন করছিল, আর আমি অবাক হয়ে তা দিকে চেয়ে ছিলাম।...তারপর নিজের ঘরে ঘুমোতে গিয়ে মনে হলো—সে ডি গ্রিয়ুকস্‌কে এক চড় মেরেছে: তিনি পোলিনার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের পানে চেয়েছিলেন। সেই সন্ধ্যা থেকে তাকে ভালবেসেছি আমি।......

......আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্‌।

রাস্তায় নেমে ব্যারণ ও তার স্ত্রীর অপেক্ষায় রইলাম। তাঁরা যখন আমার কাছাকাছি এলেন, তখন আমি টুপি তুলে তাঁদের অভিবাদন জানালাম। মনে পড়ে, ব্যারণের স্ত্রী পাতলা ধূসর বস্ত্রের চকচকে একটি গাউন পরেছিলেন। খর্বাকার এই মহিলাটির চোয়াল এত প্রশস্ত যে তার ঘাড় আছে বলেই মনে হয় না। তাঁর মুখখানি রক্তবর্ণ, চোখ দু'টি ছোট, কুঞ্চিতও গর্বব্যঞ্জক। তিনি সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর দর্শকদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাচ্ছিল তা তে—এই ছিল তাঁর ভাব। ব্যারণ ছিলেন গুঁজো, লম্বা-চওড়া। অন্যান্য জার্মাণদের মতো তাঁর শুকনো মুখখানিতে ছিল সহস্র কুঁচকি। তাঁর বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ। ভদ্রলোকের পা দু'টো যেন বুক থেকে আরম্ভ হয়েছে। ময়ূরের মতো গর্বিত তিনি, কিন্তু যেন একটু অপরিচ্ছন্ন। তাঁর মুখভঙ্গিমায় মেষসুলভ কী একটা ছিল,—যাকে বলা যেতে পারে দুর্বোধ।

মুহূর্তের মধ্যেই তাঁরা আমার সামনে এসে পড়লেন। আমার অভিবাদন ও হাতের টুপিটি তাঁদের চোখে পড়লো। ব্যারণ একবার ভ্রূকুটি করলেন, তাঁর পত্নী আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

মাদাম ব্যারণ!—সম্বোধন করে নমস্কার করলাম তাঁকে। তারপর টুপিটি মাথায় পরে ব্যারণের পাশাপাশি চলতে লাগলাম, তাঁর দিকে ফিরে মৃদু হাসলাম। কোন্ প্রবৃত্তি আমায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল জানি না। বোধ হলো, ক্ষিপ্রগতিতে আমি সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

আমার দিকে ফিরে ব্যারণ ডাক দিলেন, হেঁই!

ফিরলাম সেই ডাকে। আশান্বিত, আগ্রহাকুল হয়ে তাঁর দিকে চাইলাম, ঠোঁটের কোণে হাসি আনলাম টেনে। নিশ্চয় বিব্রত হয়েছিলেন তিনি। যতটুকু সম্ভব উপরের দিকে ভুরু দুটি টেনে তিনি আমার পানে চাইলেন। বিবর্ণ হতে লাগলো তাঁর মুখখানি। ব্যারণের পত্নী আমার দিকে কটাক্ষপাত করলেন। পথিকরা দেখতে লাগলো, কেউবা পথ চলতে চলতে থেমে গেল।

ব্যারণ আবার ডাক দিলেন, হেঁই!—

তাঁর মুখভঙ্গিতে ও কণ্ঠস্বরে ক্রোধ প্রকাশ পেলো স্পষ্টভাবে।

তাঁর দিকে ফিরে বললাম, "জা—ও!"

হাতের লাঠিটি ঘুরিয়ে তিনি বলে উঠ্‌লেন, এ আবার কী আপদ!

আমার চেহারা দেখে হয়তো বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি। বেশ জমকালো ছিল আমার বেশভূষা। সজোরে বললাম, জা—ও!

ব্যারণ ও তার স্ত্রী তাড়াতাড়ি ফিরে ভয়ে, সসব্যস্তে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। দর্শকদের কেউ-কেউ নিজেদের মধ্যে বলাবলি স্থরু করলো, কেউ বা অবাক্ হ'য়ে আমার দিকে চাইল। অবশ্যি, কিছুই স্পষ্ট মনে নেই আমার।···

তারপর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে পোলিনার দিকে চললাম। তার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে পৌছতেই দেখলাম—সে ছেলেদের নিয়ে হোটেলের দিকে চলেছে। হোটেলের দরজায় এসে তাকে ধরলাম। বললাম, সেই বোকামি তো করে এলাম—দেখলে?

সে বলল, তাতে কি হয়েছে? এবার তার মজা দেখবে।

আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাতও না করে সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। সারাটি রাত কাটালাম পার্কের চারদিকে ঘুরে ঘুরে। পার্ক ছাড়িয়ে ওধারে একটি রেস্তারেঁায় গিয়ে একটি "ওমলেট" আর কিছু মদ খেলাম। এই সামান্য জলযোগের জন্য ওরা আমার কাছ থেকে চার টাকা আদায় করল।

বাড়ি ফিরলাম। তখন বেলা প্রায় এগারোটা। জেনারেলের কাছে আমার ডাক পড়লো। আমাদের দখলে ছিল হোটেলের দু'খানি ফ্ল্যাট—চারখানা ঘর। একখানি ঘরবড়। এটি হলো ড্রয়িং রুম—এখানে একটি পিয়ানো রয়েছে। তার পাশের ঘরটি জেনারেলের পড়বার ঘর। সেই ঘরের মাঝখানটিতে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আমারই অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

আমাকে উদ্দেশ্য করে জেনারেল বললেন, এ সব কী করছ জান্‌তে পারি কি ?

বললাম, কী জানতে চান স্পষ্ট করে বললে খুসী হবো। এক জার্মাণের সঙ্গে আমার ঝগড়ার কথা বলছেন বোধ হয় ?

ঃ এক জার্মাণ ? তিনি হ'লেন ব্যারণ বার্মারহাম—একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তুমি তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে অপমান করেছ।

ঃ একটুও না।

ঃ তুমি তাঁদের ভয় দেখিয়েছিলে—

ঃ মোটেই না। আমি যখন জার্মাণীতে ছিলাম, তখন সব সময় "জা-ও" কথাটি শুনতাম। কথাটি এখনও আমার কানে বাজছে। ওঁদের সঙ্গে যখন রাস্তায় দেখা হয় তখন হঠাৎ, কেন জানিনা, কথাটি মনে পড়েছিল। ব্যারণের স্ত্রী তিন তিনবার সোজা আমার গায়ের উপর দিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করেছিলেন—যেন আমি একটি কীট—আমায় মাড়িয়ে তিনি চলে যাবেন! তা' আমার নিজেরও তো একটা মান-ইজ্জৎ রয়েছে। আমি টুপি তুলে তাঁদের অভিবাদন জানিয়েছিলাম, বিশ্বাস করুন—সত্যিই। তার বদলে তিনি মুখ ঘুরিয়ে আমায় কিনা বললেন—'হেঁই'! তখন আমি একটু জোরে "জা-ও" কথাটি বলেছি। স্বধু এই।

স্বীকার করি, এই শিশুসুলভ কৈফিয়ৎ দিয়ে নিজেই অত্যন্ত কৌতুক বোধ করলাম। ইচ্ছা হলো, সমস্ত ঘটনাটিকে যতদূর সম্ভব বিকৃত করেই বলবো।

জেনারেল গর্জে উঠ্‌লেন, আমায় ঠাট্টা করছ ? বললাম, কখনওনা। সত্যিই বলছি, আমার ব্যবহার এতটুকুও অভদ্রোচিত হয়নি। আমার আচরণ স্বধু নির্বোধ ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছু নয়। সেজন্য আমি দুঃখিত। তবে, আমার অনুতপ্ত না হবার কারণও রয়েছে। গত পনেরো দিন থেকে আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। অত্যন্ত চিন্তিত, বিমর্ষ হয়ে

পড়েছি। মাঝে মাঝে নিজেকে সামলাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি, মাকু ই
দ্য গ্রিয়ুক্সকে সত্যিসত্যিই আক্রমণ করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে। তিনি
হয়তো একথা শুনলে অসন্তুষ্ট হবেন। সংক্ষেপে, এ-ও হলো অসুস্থতারই
লক্ষণ। জানিনা, ক্ষমা চাইলেই (আমি ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই) ব্যারণ
ও তাঁর স্ত্রী কিছু মনে করবেন কিনা। কিছুদিন থেকে আইনজ্ঞ মহলে
এমনিধারা অজুহাতের অপব্যবহারের চেষ্টা চলেছে। তাই, তাঁরা আমা
হয়তো রেহাই দেবেন না। আইনজীবীরা ফৌজদারী মোকদ্দমায় সওয়াল
করেন—তাঁদের মক্কেল অপরাধের জন্য দায়ী নয়, অপরাধটা তার একটা
ব্যাধি ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁরা বলেন—খুনী খুন করেছে, কিন্তু সে-কথা
সে ভুলে গেছে। ডাক্তাররাও তাঁদের পক্ষ সমর্থন করে যান। তাঁরা
বলেন, কোন কোন ব্যাধি এমন অস্থায়ী চিত্তবিভ্রম ঘটায়—যখন লোকের
স্মৃতি-ভ্রংশ হয়। ব্যারণ ও তাঁর স্ত্রী—এঁরা হচ্ছেন সেকেলে ধরণের লোক
স্বধু তাই নয়—রাশিয়ার অভিজাত, জমিদার। তাঁরা হয়তো চিকিৎসাশাস্ত্র ও
আইনের এই অগ্রগতির কথা জানেন না। এজন্য আমার এ কৈফিয়ৎ
তাঁদের মনঃপূত হবে না। আপনার কি মনে হয় ?

বিস্মিত জেনারেল তীব্র ঘৃণার সঙ্গে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে মশায়—
যথেষ্ট হয়েছে! তোমার এই অনিষ্টকর কৌতুক থেকে আমাকে চিরদিনের
জন্য সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করবো আমি। ওদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না
তোমার। ক্ষমা চাইবার অনুরোধেও তোমার সঙ্গে কথা বলা তাঁদের
আত্মসম্মানের হানিকর হবে। ব্যারণ জানতে পেরেছেন—তুমি আমার
ঘরের লোক। তাই, এরই মধ্যে আমার কৈফিয়ৎ চেয়ে গেছেন তিনি।
আমাকে সে কৈফিয়ৎ সন্তোষজনকভাবে দিতে হয়েছে। বুঝতে পারছ—
তাঁর কাছে কী অবস্থায় তুমি আমায় ফেলেছ ? আমি বাধ্য হয়েছি তাঁর
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে। তাঁকে কথা দিয়েছি, এক্ষুণি—আজকেই তোমাকে
তাড়িয়ে দেব।

: জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, জেনারেল সাহেব, তিনিই কি তবে চেয়েছেন—আমায় তাড়িয়ে দেওয়া হোক?

: না। তাঁকে সেটুকু তৃপ্তি দেওয়া আমি নিজেই প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। তা'তে অবশ্যি ব্যারণ খুশীই হয়েছিলেন। এখন আমাদের ছাড়াছাড়ি করতে হবে। এখানকার হিসাবে আমার কাছে তোমার চল্লিশ টাকা তিন আনা পাওনা হয়েছে। এই নাও তোমার টাকা, আর এই হলো তার হিসেব। তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পার। বিদায়। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হলো। তোমারই জন্য আমায় এত হায়রাণ হতে হলো। হোটেলের ম্যানেজারকে বলে দিচ্ছি আজ থেকে তোমার হোটেল খরচের জন্য আমার আর কোন দায়িত্ব নেই।

টাকা ও পেন্সিলে লেখা হিসাবের কাগজটি নিয়ে জেনারেলকে অভিবাদন জানালাম। বললাম অত্যন্ত গম্ভীরভাবে: এর শেষ এখানে হতে পারেনা। ব্যারণের কাছে আপনাকে এমনি অপ্রস্তুত হতে হয়েছে বলে আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু ক্ষমা করবেন—সেজন্য দায়ী আপনি নিজে। আমার জন্য আপনি তাঁর কাছে নিজেকে দায়ী করতে গেলেন কেন? আমি আপনার ঘরের লোক—একথার মানে কি? আমি আপনার গৃহশিক্ষক মাত্র, আপনার ছেলে বা আশ্রিত নই। আমার কাজের জন্য আপনাকে দায়ী করা চলেনা। আইনতঃ, আমি একজন দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন ব্যক্তি, আমার বয়স চব্বিশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, অভিজাতবংশীয় তো বটেই। আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আপনি কেন আমার পক্ষে জবাবদিহি করবার অধিকার নিলেন? আপনার পদমর্যাদার প্রতি আমার অসামান্য শ্রদ্ধা রয়েছে, তাই, এ কৈফিয়ৎ আপনার কাছ থেকে দাবী করতে পারছিনা।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন জেনারেল। বিস্ময়ে হাত ছুঁড়লেন কতক্ষণ। তারপর ফরাসী ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বললেন, আমি তাঁর সঙ্গে লড়াই করতে চাইছি।

হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠ্‌লেন ফরাসী ভদ্রলোক।

তাতে বিব্রত না হয়ে দৃঢ়ভাবে বললাম, আমি কিন্তু কিছুতেই ব্যারণকে ছাড়ছিনা। আপনি তার নালিশ শুনেছেন, তার পক্ষ সমর্থন করেছেন,—নিজেই সমস্ত ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িত হয়েছেন। তাই, আপনাকে সসম্মানে জানাচ্ছি—কাল সকালেই আমি নিজে ব্যারণের কাছে কৈফিয়ৎ চাইবো—আমার নিজের সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা থাকা সত্বেও তিনি কেন আপনার কাছে নালিশ করতে গিয়েছিলেন।

যা ভেবেছিলাম তাই হলো। এই অসম্ভব উক্তিতে চম্‌কে উঠলেন জেনারেল। চিৎকার করে উঠ্‌লেন তিনি, এ আবার কি করতে চাইছ? আমায় আবার কোন্ ফ্যাসাদে ফেল্‌ছ ভগবান? এমন দুঃসাহস করোনা—করোনা, বলছি। এখানে পুলিশ আছে। আর আমি……আমি সত্যিই……আমার পদবী ও ব্যারণের পদমর্যাদা…তুমি গ্রেফ্‌তার হবে। কোন গোলমাল করোনা—। তা'হলে পুলিশ তোমায় এখান থেকে একেবারে তাড়িয়ে দেবে যে!

রাগের চোটে তাঁর মুখে কথা আটকে যাচ্ছিল। তবু, তাঁকে আতঙ্কিত দেখাচ্ছিল ভয়ানক।

জোর দিয়ে বললাম আবার, সত্যি সত্যি হাঙ্গামা হবার আগে হাঙ্গামা করার অজুহাতে কোন লোককে গ্রেফ্‌তার করা যায়না। আমি এখনও আমার কৈফিয়ৎই তৈরী করিনি। আপনি জানেন না, ঠিক কী করবো আমি। আমাকে একেবারে নগণ্য, পদমর্যাদাহীন—অর্থাৎ আমি অপরের কর্তৃত্বাধীন, আর আমার কাজের উপর অপরে হস্তক্ষেপ করতে পারে—একথা মনে করার কৈফিয়ৎ আমি চাইব ব্যারণের কাছে। তাতে আপনার চিন্তিত বা উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই।

তাঁর ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠস্বরকে অনুনয়ের সুরে পরিবর্তিত করে আমার হাত ধরে তিনি বললেন, দোহাই তোমার! একবার ভেবে দেখ। এর ফলে আর একটি অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হবে। তুমি তো জান—বিশেষ করে এখানে,

আর এখন! আমার বিষয় তুমি এখনও সম্পূর্ণ জাননা। আমরা যখন এখান থেকে চলে যাবো তখন তোমায় আবার ডাকবো। আমি শুধু এখানকার কথাই বলছিলাম। সত্যিই—। তুমি নিশ্চয় এর যুক্তিটা বুঝেছ। তারপর—হতাশাভরে তিনি ডাক দিলেন—আইভ্যানেভিস্!

ফিরে এসে বললাম, চিন্তা করবেন না, কোন হাঙ্গামা হবেনা।

বেরিয়ে এলাম ত্বরিত পদক্ষেপে।

…রাশিয়ানরা বিদেশে যেতে ভয় পায়। তাদের মনে শঙ্কা জাগে—কে কী মনে করবে, অপরে কী বলবে, কোন কাজটা যুক্তিসঙ্গত হবে? এক কথায়, ওরা এমন আচরণ করে—যেন মাস্তুলের দড়ির মধ্যে রয়েছে। যারা পদগৌরবের দাবী করে তাদের তো কথাই নেই। হোটেলে, চলাফেরায়, সভাসমিতিতে সর্বত্রই তারা ফরাসীদের অনুকরণ করে। কিন্তু জেনারেলের সেদিকে লক্ষ্য ছিলনা। এ সব ছাড়াও তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল অন্য একটি বিষয়ের উপর। তাই, তিনি এমনি স্পষ্ট আচরণ করেছিলেন। আমার নির্বুদ্ধিতার কথা তিনি কর্তৃপক্ষকে জানাতেও পারেন—এই আশঙ্কায় আমাকে সত্যিসত্যিই তর্ক হতে হয়েছিল।

অবশ্যি, জেনারেলকে চটানো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি চেয়েছিলাম পোলিনাকে রাগাতে। পোলিনা আমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করেছে, আমায় এক বিশ্রী অবস্থায় ফেলেছে। আমার মনে তাই তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছে—আমায় নিবৃত্ত হবার অনুরোধ জানাবার জন্য তাকে বাধ্য করবো। এ ছাড়া আর একটি আকাঙ্ক্ষাও আমার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছিল। তার কাছে আমার কোন অস্তিত্ব না থাকতে পারে; কিন্তু তা' থেকে এও বলা যায় না—আমি কারো সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবো না, ব্যারণ আমায় মেরে গুঁড়ো করে দিতে পারবে। ইচ্ছা হলো—সব কিছু তুচ্ছ করে বেরিয়ে আসবো। তারা দেখুক। এ সব দেখে শুনে সে হয়তো ভয়ে আমায় ডেকে পাঠাবে। আর যদি তা না-ও করে, তবু, অন্ততঃ সে একবার দেখুক—আমিও কম নই।…

[আজব খবর। এইমাত্র নার্সের সঙ্গে দেখা হলো সিঁড়িতে। তার কাছে শুনলাম, আজ সন্ধ্যের গাড়িতে মেরিয়া ফিলিপ্পোভ্‌না কার্লস্‌বাদ-এ চলে গেছে তার কাকাকে দেখতে। এর মানে কী? নার্স বলল, অনেকদিন থেকে যাবার ইচ্ছা করছিল সে। কিন্তু, সে-ইচ্ছার কথা কেউ জানবেনা কেন অবশ্যি, এও হতে পারে—স্থধু আমি ছাড়া আর সবাই এ খবর রাখে। কথায় কথায় নার্স বলল, মেরিয়ার সঙ্গে পরশু দিন আলাপ-আলোচনা হয়ে গেছে বুঝেছি! নিশ্চয়, মলি ব্ল্যাঙ্কি। হ্যাঁ, চরম একটা কিছু আসন্ন!]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সকালে হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে আমার জন্য আলাদা বিল করতে বলে দিলাম! ঘরখানির চার্জ এমন বেশি কিছু নয় যে ভয়ে হোটেল ছেড়ে পালাবার আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হবে আমার মনে। হাতে এখনও নগদ ষাট টাকা রয়েছে; আর অর্থ তো নাগালের মধ্যেই। আশ্চর্য! আমি এখনও জিতিনি, তবু—আমি আচরণ করি, অনুভব করি, চিন্তা করি—ঠিক ধনীরই মতো, কল্পনাও করতে পারি না আর কোন কিছুরই।

ভাবছিলাম—একবার মিঃ এষ্টলির সঙ্গে দেখা করবো হোটেলে গিয়ে! তখনও খুব সকাল। তবুও বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। অপ্রত্যাশিত-ভাবে এলেন গ্রিয়ুকস্। এর আগে এমন হয়নি কখনও। ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছুদিন ধরে বেশ মন কষাকষি চলছিল। তিনি আমায় প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা দেখাতেন। তাঁকে পছন্দ না করার ব্যক্তিগত কারণও ছিল আমার। আমিও তাঁকে ঘৃণাই করতাম। অবাক্ হয়ে গেলাম তাঁকে দেখে। মনে হলো—একটা বিশেষ কিছু আসন্ন। আমার ঘরে এসে অত্যন্ত ভদ্রভাবে অভিবাদন জানালেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, এই ভোর সকালে কোথায় যাচ্ছি। বিশেষ কাজে মিঃ এষ্টলির কাছে যাচ্ছি শুনে তিনি কী যেন চিন্তা করলেন। গভীর চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো তাঁর মুখমণ্ডলে।

দ্য গ্রিয়ুকস্ আর-আর ফরাসীর চেয়ে আলাদা নন, অর্থাৎ প্রয়োজন হলে তার নিজের লাভের সম্ভাবনা থাকলে, কাজ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত তিনি বেশ খোসমেজাজ ও বিনয়ী, আর প্রয়োজন চুকলেই অসহ্য বিরক্তিকর। স্বভাব-বিনয়ী নয় কোন ফরাসী। তার বিনয় যেন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, ফরমায়েসী। একটু মৌলিক, সাধারণের চেয়ে আলাদা হবার কোন কারণ দেখলেই নির্বোধের মতো অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয় তার আচরণের। এই হলো তার সনাতন ঐতিহ্য। একজন স্বাভাবিক ফরাসী নীচতম, ক্ষুদ্র, সাধারণ

ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা গঠিত। এক কথায়, পৃথিবীর সব চেয়ে বিরক্তি জীব! আমার মতে, অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞেরাই—বিশেষ করে রুশ-তরুণীরা ফরাসীদের দেখে মুগ্ধ হয়। তাদের এই চিরাচরিত অশোভন শিষ্টাচা নম্রতা ও প্রফুল্লতা যে-কোন লোকের কাছে ধরা পড়ে।

অতি স্পষ্টভাবে অথচ শিষ্টাচারের সঙ্গে তিনি বললেন, আমি কোন জরু দরকারে আপনার কাছে এসেছি। একথাও আমি গোপন করতে চাই যে আমি এসেছি, মিঃ জেনারেলের পক্ষ হয়ে মধ্যস্থতা করবার জন্য। রুশ ভা আমি ভাল জানিনা, তাই বুঝতে পারি নি—কী হয়েছে। কিন্তু জেনারে আমায় সবই বুঝিয়ে দিয়েছেন—

বাধা দিয়ে বললাম, তা' শুনুন, আপনি এসেছেন মধ্যস্থতা করতে। আ একজন বাইরের লোক। কখনও জেনারেলের পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্বের দা করিনি কিংবা অন্তরঙ্গতা দেখাই নি। তাই সম্পূর্ণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে কি জানি না। তা' বলুন তো, আপনি কি সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নইলে আপনি কেন সব কিছুতেই মাথা ঘামাচ্ছেন, এমনকি—জেনারে প্রতিনিধি সেজে মধ্যস্থতা করতে এসেছেন?

এ প্রশ্ন তাঁকে খুসী করতে পারলো না। প্রশ্নটি ছিল তাঁর কাছে ে স্পষ্ট। প্রতিবাদ করতে চাইলেন না তিনি।

শুষ্কভাবে বললেন, আমার সঙ্গে জেনারেলের সম্পর্ক খানিকটা ব্যবসায় অ খানিকটা কোন বিশেষ একটা বিষয়ের। আপনি কাল যে-ইচ্ছাটি প্রক করেছেন তা' পরিহার করবার অনুরোধ জানিয়ে উনি আমায় আপনার কা পাঠালেন। আপনি যা করবেন ভেবেছিলেন তা' বেশ চালাকি সন্দেহ নে কিন্তু তিনি আপনাকে শুধু এ কথাটি জানাতে বললেন—তা'তে তিনি ক্ষত হবেন না। আর ব্যারণ নিজে আপনার সঙ্গে দেখাই করবেন না। তা'ছা আপনি যাতে অপ্রীতিকর কিছু করতে না পারেন, সে-ব্যবস্থাও তিনি কর পারবেন। সেটা আপনি নিজেই বুঝে দেখুন। কী লাভ হবে আপনার তাতে

জেনারেল কথা দিচ্ছেন—সুযোগ আসা-মাত্রই তিনি আপনাকে কাজে বহাল করবেন আবার। ততদিন পর্যন্ত তিনি আপনার পুরো মাইনেটাও দিয়ে যাবেন। এই তো আপনার লাভ!

শান্তভাবে বললাম, তিনি হয়তো ভুল করছেন, ব্যারণের কাছ থেকে আমায় জোর করে তাড়াবার চেষ্টা না করে আমার কথাটি শোনাই তাঁর উচিত। তা' যাক্, তা'হলে আমি কী করি দেখবার জন্য আপনি এসেছেন।

: হা ভগবান! এ বিষয়ের সঙ্গে জেনারেলের সম্পর্ক এত বেশি যে আপনি কী করছেন, কেমন করছেন জানলে তিনি খুশী হবেন।

আমি বলতে আরম্ভ করলাম। ঘাড় বাঁকা করে আমার দিকে চেয়ে শুনতে লাগলেন তিনি। তাঁর মুখে বিদ্রূপের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বেশ গম্ভীর ভাব দেখালেন। ভান করলাম—এ-বিষয়টিকে আমি সত্যিই সহজভাবে গ্রহণ করিনি। বললাম, ব্যারণ আমার নামে জেনারেলের কাছে নালিশ করে আমার মানহানি করেছেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছেন—যেন আমি আমার নিজের সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে পারি না, আলাপের যোগ্য নই আমি। অপমানিত বোধ করা অন্যায় হয়নি আমার। কিন্তু বয়সের তফাৎ, সামাজিক মর্য্যাদা ইত্যাদি বিবেচনা করে একথা বলবার সময় হাসি চেপে রাখতে পারলুম না) আমি ব্যারণের কৈফিয়ৎ তলব করতে গিয়ে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করতে পারি না কিংবা তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করতে চাই না। সুধু কি তাই? আমি নিজে ব্যারণের কাছে, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম। তার কারণ আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছি, প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে আমার মধ্যে। ব্যারণ জেনারেলের কাছে নালিশ করেছেন, তাতে আমার কিছু ক্ষতি নেই। কিন্তু আমাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করতে বলে তিনি আমায় এমন অবস্থায় এনে ফেলছেন যে আমি ব্যারণ ও তাঁর স্ত্রীর কাছে আর ক্ষমা চাইতে পারি না। তা'হলে, ব্যারণ ও আর সবাই নিশ্চয় ভাব্‌বে—ভয়ে ও চাকরী রাখবার জন্যে

আমি ক্ষমা চাইতে গেছি। এখন বুঝতেই তো পারছেন—আমি ব্যারণকে বলবো—আমার কাছে ক্ষমা চাইতে, তাঁকে দিয়ে বলাবো—আমায় অপমান করবার ইচ্ছা ছিল না তাঁর। একথা বললেই আমি তাঁর কাছে একান্ত বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। এই বলে উপসংহার করলাম যে আমি ব্যারণকে অনুরোধ করবো—তিনি যেন তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবার জন্য আমার হাত দু'খানি খুলে দেন।

: ছিঃ—ছিঃ—ওকি কথা বলছেন? এ তো সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। আপনি ক্ষমা চাইবেন কেন? আসুন মশায়, আসুন, স্বীকার করুন—সুধু জেনারেলকে বিব্রত করবার জন্যই আপনি এ সব করেছেন—আর হয়তো আপনার কোন বিশেষ উদ্দেশ্যও রয়েছে—

: মাফ্ করবেন। তা'তে আপনার কি?

: আমার না হোক্, জেনারেলের তো বটে।

: কেন, তিনি তো কাল রাত্তিরেই আমায় বলেছেন তাঁকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে, তাঁর চিন্তার অবধি ছিল না—আরও কত কী! কিন্তু আমার তো তেমন মনেই হলো না তাঁকে দেখে।

দ্য গ্রিয়ুকস দৃঢ়তর-কণ্ঠে বিরক্তির সুরে বললেন. তার কারণ একটা রয়েছে। আপনি মলি দ্য কোমিন্‌জেস্‌কে জানেন?

: অর্থাৎ, মলি ব্ল্যাঙ্কি?

: হ্যাঁ, মলি ব্ল্যাঙ্কি দ্য কোমিন্‌জেস্‌···। আপনি তা লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়। এক কথায়, জেনারেল প্রেমে পড়েছেন, সত্যিই···বিয়েটা এখানে হতে পারে। একবার ভেবে দেখুন—এতে কলঙ্ক, জল্পনা-কল্পনা······

: এ বিয়েতে আমি তো কোন কলঙ্ক কিংবা জল্পনা-কল্পনা দেখিনা।

: কিন্তু ব্যারণের সঙ্গে এই ঝগড়া—

: সে তো আমার সঙ্গে, আপনাদের সঙ্গে নয়। আমি তো আর সেই পরিবারভুক্ত নই।···কিন্তু আমায় ক্ষমা করবেন—জিজ্ঞেসা করতে পারি কি—

মালি ব্ল্যাঙ্কি ও জেনারেলের বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেছে? ওরা দেরী করছে কেন? আর, কেন সেটা আমাদের কাছ থেকে ও পরিবারের আর সবাকার কাছ থেকে লুকোচ্ছে?

: জানিনা···তবে, এটা একেবারে···আপনি তো জানেন, ওঁরা রাশিয়া থেকে একটি খবর পাবার আশা করছেন···জেনারেলকে ব্যবস্থা করতে হবে।

: ও-হো!

দ্য গ্রিয়ুকস অবজ্ঞাভরে আমার পানে তাকালেন। বললেন, আপনার সহজাত শিষ্টাচার, বুদ্ধি ও চতুরতার উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। যে পরিবার আপনাকে একান্ত প্রিয়জনের মতো গ্রহণ করে সম্মানিত করেছে—আপনি সেই পরিবারের জন্য এটুকু করবেন, নিশ্চয়।

: মাফ্ করবেন। আমায় বরখাস্ত করা হয়েছে। আর—আপনি বলছেন তা' এখনও হয়নি। কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতেই হবে—এ হচ্ছে ঠিক একথা বলার মতো—"জিনিসপত্র গুটিয়ে নিতে বলছি না। তবে, একটু সরুন—যাতে জিনিসগুলো সব দেখতে পাই।"

দ্য গ্রিয়ুকুস বললেন, বেশ। যদি তাই হয়—অনুরোধে যদি আপনাকে প্রভাবান্বিত করা না যায়, আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি—উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। আপনাকে আজই এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা হবে। একটি সাধারণ লোক এসেছে ব্যারণের সঙ্গে পাল্লা দিতে! আপনি কি মনে করছেন—আপনাকে বাধা দেওয়া হবে না? আপনাকে জানাচ্ছি, এখানে কেউ ভয় করে না আপনাকে। আপনি ব্যারণকে বিরক্ত করেছেন, তাই আমি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়েই আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনি কি ভাবছেন—ব্যারণ তাঁর বেয়ারাদের আদেশ দেবেন না আপনাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিতে?

আত্ম-সংবরণ করে বললাম, কিন্তু—আমি নিজে তো যাচ্ছিনা; তাছাড়া, বেশ ভদ্রভাবে কাজটা করা হবে। আমি এক্ষুণি মিঃ এষ্টলির কাছে যাচ্ছি।

তাঁকে অনুরোধ করবো। তিনিই ব্যারণের কাছে যাবেন, আর ব্যারণ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনাই জানাবেন। আমি নিজে একজন নগণ্য ব্যক্তি হ'তে পারি, মনে হতে পারে—আমি অপরের আজ্ঞাবাহী, কিন্তু মিঃ এষ্টলি হচ্ছেন একেবারে খোদ লর্ডের ভাইপো; আর সবাই জানে—লর্ড পিব্রক্ ও সেই লর্ড এখানে আছেন। বিশ্বাস করুন, ব্যারণ মিঃ এষ্টলির সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবেন, তাঁর কথা শুনবেন। যদি না শোনেন, তা'হলে মিঃ এষ্টলি তা' ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করবেন (প্রকৃত ইংরেজের স্বভাব আপনি জানেন), আর তাঁর কোন বন্ধুকে পাঠাবেন ব্যারণের কাছে। জাঁদরেল সব বন্ধু রয়েছে তাঁর। এবার বুঝলেন? আপনি যা আশঙ্কা করছেন, ঠিক তেমন কিছু হবে না।

সত্যিই আতঙ্কিত ও আহত হলেন ভদ্রলোক। তাঁর মনে কোন সন্দেহই রইল না—আমি একটা কেলেঙ্কারী করবোই। অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন, দোহাই আপনার, এ মতলব ছাড়ুন, এতে কেলেঙ্কারী হবে! আপনি স্বস্তি চাইছেন না, চাইছেন একটা গোলমাল সৃষ্টি করতে। ভাবছেন—তা' বেশ কৌতুককর ও বুদ্ধিমানোচিত হবে…!

দাঁড়িয়ে আমার টুপিটি হাতে নিলাম দেখে তিনি এই বলে তার বক্তব্য শেষ করলেন: কিন্তু—আমি আপনার কাছে এসেছিলাম একখানি চিঠি নিয়ে, চিঠিটা একবার পড়ুন, আমায় উত্তর নিয়ে যেতে হবে।

তিনি তাঁর পকেট থেকে বার করলেন ময়দার টিকলি দিয়ে আঁটা, ভাঁজ করা একখানি চিঠি। চিঠিখানি তিনি আমার হাতে দিলেন।

পোলিনারই লেখা চিঠি। সে লিখেছে:

তুমি বোধ হয় একটি কাজ করবে ভাবছ। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ কারণে (কারণগুলো পরে বলবো) দয়া করে সে-কাজটি করো না। সত্যিই এ আহাম্মকের কাজ। তোমাকে আমার প্রয়োজন। আর—তুমি তো প্রতিজ্ঞা করেছিলে—আমার কথা শুনবে। একবার ভেবে দেখ—সেই

স্লেনজেনবুর্গ-এর কথা। আমার অনুরোধ—অবাধ্য হয়ো না। যদি প্রয়োজন হয়—এ-ই আমার আদেশ—"

তোমার "প"

পুনঃ। কাল যা হ'য়েছে তা'তে তুমি যদি আমার উপর রাগ করে থাক, ক্ষমা করো আমায়।……

চিঠিখানি পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সবই যেন আমার চোখের সামনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো। ঠোঁট দুটি রক্তহীন, সিত হ'লো। কাঁপতে লাগলাম আমি। ম্ গ্রিয়ুকস অতি-পরিণামদর্শীর মতো চেয়ে রইলেন আমার পানে। আমার বিহ্বলতাকে উপেক্ষা করবার জন্যই যেন চোখ ফেরালেন তিনি; আমায় ব্যঙ্গ করলেন মুখভঙ্গীতে।

বললাম, বেশ। তাকে বলবেন—সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। জিজ্ঞেস করলাম, জানতে পারি কি চিঠিখানি এতক্ষণ পরে দিলেন কেন? যদি সেজন্যই এসে থাকেন তো অনর্থক বাজে না বকে সে-কথা বললেই তো পারতেন।

: হ্যাঁ, আমিও তাই চেয়েছিলাম।……কিন্তু এ-ও এক অদ্ভুত ব্যাপার কিনা! আমার স্বাভাবিক অধীরতা আপনাকে ক্ষমা করতেই হবে। আপনার অভিপ্রায় জানবার জন্য আমি ব্যগ্র হয়েছিলাম। চিঠিতে কী লেখা রয়েছে—আমি জানি না। ভেবেছিলাম ওটা দেবার তাড়া নেই কিছুই।

: বুঝেছি। এর মানে হচ্ছে—প্রয়োজন না হলে চিঠিখানি না দেবার নির্দেশ ছিল আপনার উপর। মৌখিকভাবে যদি ব্যবস্থা করা সম্ভব হোত, তাহলে চিঠিটি আর দিতেই হোত না—এই তো? খোলাখুলিভাবে বলুন, মিঃ গ্রিয়ুক্স্।

গম্ভীর হয়ে পড়লেন তিনি। আমার দিকে কটাক্ষপাত করে বললেন, নমস্কার!

প্রতি-নমস্কার জানালাম। মিঃ গ্রিয়ুকস্ বেরিয়ে এলেন। মনে হলো—তাঁর ঠোঁটের কোণে অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠেছে। সত্যই, এর বেশি কী আর করা যায়?

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ভাবলাম, এর একটা বোঝাপড়া করে নেব। পরিষ্কারভাবে ভাবতে পারছিলাম না। মাথায় যেন আঘাত পেয়েছি মনে হলো। একটু স্বস্তি বোধ করলাম—বাইরের হাওয়ার শীতল স্পর্শে।

একটু পরেই স্পষ্ট-ভাবে ভাবতে পারলুম আবার। দু'টি ব্যাপার মনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌লো: প্রথমতঃ, আমার এই শিশুসুলভ ব্যবহার ও অনিষ্ট করবার হুমকি সর্বজনীন ত্রাসের সৃষ্টি করেছে; দ্বিতীয়তঃ পোলিনার উপর এই ফরাসীটার অসম্ভব প্রভাব রয়েছে। তাঁর একটি কথায়—সে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে, চিঠি লেখে, আমায় অনুরোধ করে। অবশ্যি, তাদের দু'জনের সম্পর্ক-রহস্য এখনও আমার অনাবিষ্কৃত রয়েছে। তবে, কিছুদিন থেকে দ্য গ্রিয়ুকুস্-এর প্রতি পোলিনার অবজ্ঞা লক্ষ্য করছি। তিনিও রূঢ় আচরণ করেছেন পোলিনার সঙ্গে। আমি তা দেখেছি। পোলিনা নিজেও আমায় তা' বলেছে। তবু—কোন্ দায়ে সে ঐ ফরাসীর সঙ্গে আবদ্ধ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মিঃ এষ্টলির সঙ্গে দেখা হলো—বাদামকুঞ্জে। এখানে যায়গাটিকে বলা হয়—বিহারভূমি।

আমায় দেখেই তিনি বললেন, আমি আপনারই কাছে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনি দেখছি আমার আস্তানার দিকে চলেছেন। ঐ লোকগুলোর কাছ থেকে সরে এলেন, তাহলে ?

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি জানলেন কেমন করে ? সকলেরই কি একথা জানা সম্ভব ?

: না-না, সবাই জানে না। এ তো সকলের জানার মতো নয়। এ নিয়ে আলোচনাও করছে না কেউ।

: তাহলে—আপনি ?

: আমি জানি, অর্থাৎ দৈবক্রমে জেনেছি। এখান থেকে গিয়ে কোথায় থাকবেন আপনি ? আপনাকে আমার ভালো লাগে। তাই, আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলাম।

বললাম, আপনি সত্যিই চমৎকার লোক, মিঃ এষ্টলি। (তবে, তিনি কোথায় খবরটি পেলেন জানবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলাম আমি)। এখনও আমার কফি খাওয়া হয়নি। আপনিও নিশ্চয়, বেশ ভালো এক কাপ কফি খেতে আপত্তি করবেন না। চলুন না, একটি 'কাফে'তে। সেখানে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে আপনাকে সব বলবো, আপনিও আমায় বলবেন।······

অদূরেই রেস্তোরাঁ। কফি দেওয়া হোল। দুজনে বসলাম। একটি সিগারেট ধরালাম আমি। মিঃ এষ্টলি সিগারেট ধরালেন না। আমার দিকে চেয়ে রইলেন উৎকর্ণ হয়ে।

বললাম, আমি কোথাও যাচ্ছি না, এখানেই থাকবো।

মিঃ এষ্টলি বললেন, আমারও স্থির ধারণা ছিল—আপনি থাকবেন।

এখানে আসবার সময় ভাবিনি—পোলিনার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা এষ্টলিকে জানাবো। সত্যিই, সে-সম্বন্ধে তাঁকে কিছুই বলবো না ভেবেছিলাম। এতক্ষণ একটি কথাও বলিনি সে-সম্বন্ধে। তিনি নিজেও বেশ গম্ভীর ছিলেন। প্রথম থেকে লক্ষ্য করেছি—পোলিনার উপর তিনি আসক্ত হয়েছেন। কিন্তু তার নাম একটিবারের জন্যও উচ্চারণ করেন নি। আমার উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ দেখে পোলিনার সঙ্গে আমার প্রণয়ের বিবরণ তাঁকে জানাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগলো মনে। আধ ঘণ্টা ধরে কথা বললাম তাঁর সঙ্গে। বেশ ভালোও লাগছিল। আমার প্রণয়ের কাহিনী সেদিনই প্রথম প্রকাশ করলাম। আমি বলছিলাম; মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন তিনি। আমার উৎসাহও বাড়ছিল সঙ্গে সঙ্গে। একটি বিষয়ের জন্য আমি দুঃখিত। সেই ফরাসী ভদ্রলোক সম্বন্ধে যা বলা উচিত তার চেয়ে বেশি বলেছিলাম হয়তো।

মিঃ এষ্টলি স্থিরভাবে বসে শুনলেন আমার চোখে চোখ চেয়ে। একটি কথাও বললেন না তিনি। দ্য গ্রিয়ুকস্‌-এর কথা বলতেই তিনি বাধা দিয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, যে-ঘটনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তার উল্লেখ করবার অধিকার আমার আছে কিনা। মিঃ এষ্টলির প্রশ্ন সর্বদাই এমনি অদ্ভুত!

বললাম, হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক। এ অধিকার আমার নেই।

: তা'হলে এ সুধু অনুমান, নিশ্চয় করে কিছুই বলতে পারেন না?

মিঃ এষ্টলির মতো গম্ভীর প্রকৃতির লোকের মুখে এই প্রশ্নে বিস্মিত হ'লাম। উত্তর দিলাম, না।

: যদি তাই হয়, তাহলে আপনি ভুল করছেন—আমায় বলে তো বটেই, সে-সম্বন্ধে চিন্তা করেও।

বাধা দিয়ে বললাম, বেশ, তা' স্বীকার করে নিচ্ছি। এখনকার আলোচ্য বিষয় সেটা নয়।

বিগত কাহিনীটি তাঁকে আদ্যোপান্ত বললাম। পোলিনার কৌতুক, ব্যারণের সঙ্গে আমার অভিযান, চাকরী থেকে বরখাস্ত হওয়া, জেনারেলের হতাশা, মিঃ গ্রিয়ুক্সের দৌত্য—সবই। পরিশেষে তাঁকে দেখালাম সেই চিঠিখানি। জিজ্ঞেস করলাম, এ থেকে আপনার কী অনুমান হয়? আপনার মত জানবার জন্যই আপনার কাছে এসেছিলাম। আমি তো সেই ফরাসীটাকে হত্যা করতাম—হয়তো করবোও।

মিঃ এষ্টলি বললেন, আমিও তা করতে পারতাম। আপনি জানেন—মিস পোলিনাকে। যে-সব লোকের কাছ থেকে আমাদের দূরে সরে থাকা প্রয়োজন, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আপত্তি নেই তার। অবশ্যি, তার গত দিনের কাজটা অদ্ভুতই বটে। সে আপনাকে শুধু ছাড়াতে চায়নি, ব্যারণের লাঠির ঠেঙানি খাওয়াতে ও চেয়েছিল। বুঝতে পারছি না—লাঠিটি তাঁর হাতে থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন তার সদ্ব্যবহার করলেন না। (আর—এ ধরণের ঠাট্টা একজন ভদ্র বংশীয়া তরুণীর পক্ষে অশোভনও)। তবে, সে ধারণা করতে পারেনি—আপনি তার সেই ঠাট্টার অভিলাষ সত্যিসত্যিই পূরণ করবেন।

মিঃ এষ্টলির দিকে কটাক্ষপাত করে বললাম, এ কার অভিলাষ জানেন? —মিস্ পোলিনার নিজের।

বিস্মিতভাবে আমার পানে চাইলেন মিঃ এষ্টলি। বললেন, আপনার চোখ দু'টি জল্ জল্ করছে। তাতে আপনার সন্দেহের স্বাক্ষর দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেই সন্দেহ-প্রকাশের অধিকার আপনার নেই। সে-অধিকারের স্বীকৃতি দিতে পারছিনা আমি। আপনার কোন প্রশ্নের জবাব আমি দোবনা।

কেন জানিনা, বিব্রত হয়ে পড়লাম। বললাম, বেশ, দরকার নেই তার।

কখন, কোথায়, কেমন করে পোলিনা মিঃ এষ্টলির এ বিশ্বাস জন্মালো? কদিন ধরে মিঃ এষ্টলিকে একরকম দেখিনি, আর পোলিনা সর্বদাই আমার

কাছে দুজ্ঞেয় হয়ে রয়েছে। তবু, আমার অনুরাগের কথা প্রকাশ করা পর মনে হলো—আমাদের দু'জনের সম্পর্কের কথা স্পষ্ট করে যেন বল হয়নি। সবই যেন বিচিত্র, চঞ্চল, অভূতপূর্ব!

দম আটকে যাচ্ছিল। হাই তুলে বললাম, বেশ, বেশ! আমার মাথা ঠিক নেই, এখন অনেক কিছুই বুঝতে পারছিনা। আপনার উপদেশ আমি চাইনা, চাই আপনার অভিমত। তারপর একটু থেমে আবা বলতে সুরু করলাম, আপনার কি মনে হয়? জেনারেলের এত মাথাব্যথ কেন? কেন তিনি এই সাধারণ কৌতুককে এত বড় করে দেখছেন কেন তিনি এমন বিব্রত হয়েছেন যে দ্য গ্রিয়ুকস্‌কে পাঠালেন আমায় নিবৃত করতে! একবার ভেবে দেখুন বিষয়টা। তিনি আমায় অনুরোধ করলেন অবশেষে অনুনয় করলেন। রাত নটার সময় তিনি এসেছিলেন। তাঁর হাতে ছিল পোলিনার হাতের লেখা চিঠি। ভেবেই পাচ্ছিনা কখন লেখা হলে চিঠিটা? এ থেকে আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তা' হ'লো—পোলিনা তাঁ অনুগত। এ ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী? তাঁর এত আগ্রহ কেন ব্যারণকে তাঁদের ভয় কিসের এত? মলি ব্ল্যাঙ্কিকে যদি জেনারেল বিয়ে করেন, তাতেও কী হয়েছে? তাঁরা বলছেন—এজন্যই নাকি তাঁদের সতর্ক হতে হচ্ছে। কিন্তু এ কি বাড়াবাড়ি নয়?

সহাস্যে ঘাড় নাড়লেন মিঃ এষ্টলি। বললেন, নিশ্চয়। আমার বিশ্বাস এ সম্বন্ধে আমি আপনার চেয়ে ঢের বেশি জানি। এর সঙ্গে সম্পর্ক একমাত্র মলি ব্ল্যাঙ্কিরই, আর—তা'ই হচ্ছে সম্পূর্ণ সত্য।

অধৈর্য হয়ে বললাম, মলি ব্ল্যাঙ্কির খবর কি? মনে হলো—মিস্ পোলিন সম্বন্ধেও একটা কিছু আবিষ্কার করা যাবে।

: ব্যারণ ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে এমন একটা কেলেঙ্কারীর পর সে বোধ হয় আর তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না।

: বেশ, বেশ!

ঃ দু'বছর আগে ঠিক এমনি সময়ে মলি ছিল রৌলেটেনবুর্গ-এ। আমি ছিলাম এখানে। মলিকে তখন মলি দ্য কোমিনজেস্ বলা হোত না, তার ম্যার কোন অস্তিত্বই ছিল না তখন। অর্থাৎ কেউ তার কথা জানতোই না। তখন দ্য গ্রিয়ুকস্ও ছিলেন না। আমার বিশ্বাস—ওরা তো কোন আত্মীয় নয়ই, তাদের পরিচয়ও মাত্র কদিনের। দ্য গ্রিয়ুকস্ নিশ্চয় কোন কারণে মার্কুই হয়েছেন। তাঁর নামটীও বেশি দিনের নয়। তাঁকে অন্য নামে জানেন এমন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।

ঃ কিন্তু বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে।

ঃ হতে পারে। মলি ব্ল্যাঙ্কির সঙ্গেও এমনি পরিচয় থাকা অসম্ভব নয়। দু'বছর পরে ব্যারণের পত্নীর অনুরোধে পুলিশ মলি ব্ল্যাঙ্কিকে শহর থেকে বেরিয়ে যাবার আদেশ দেয়। মলি সে-আদেশ পালন করে।

ঃ সে-কি!

ঃ সে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে 'বারবেরিণী' কিংবা তেমনি এক ঐতিহাসিক নামে—খাঁটি মুক্তোর আংটি পরা কোন এক ইতালীয় রাজপুত্রের সঙ্গে। তারা ঘুরে বেড়াতো চমৎকার একখানি গাড়িতে। যতটুকু মনে পড়ে—মলি জুয়া খেলতো। প্রথম দিকে সে জিততো, পরে ভাগ্যলক্ষ্মী বিরূপ হলেন তার উপর। আমার মনে আছে—একদিন অনেক টাকা সে হেরেছিল। সব চেয়ে দুঃখের হলো এই যে রাজপুত্তুর অদৃশ্য হলেন, ঘোড়া ও গাড়ি উধাও হলো, একে একে সবই কোথায় গেল মিলিয়ে। হোটেলের বিল বাকী পড়েছিল অনেক টাকা। মলি সেল্মা (হঠাৎ সে তার নাম পরিবর্তন করলো) তীব্র হতাশার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলো। সে ডুকরে কেঁদে কেঁদে হোটেলময় ঘুরে বেড়ালো, রাগে নিজের পরণের কাপড় ছিঁড়লো। হোটেলে ছিলেন এক পোলিশ কাউন্ট। (পোলিশ ভ্রমণকারীমাত্রেই কাউন্ট)। মলি সেল্মা তার সুন্দর, সুগন্ধি আঙ্গুলগুলো দিয়ে বিড়ালের মতো নিজের মুখ আঁচড়াচ্ছে ও কাপড় ছিঁড়ছে দেখে তাঁর দয়া হলো। দু'জনের আলাপ হয়ে গেল।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের আগে সে শান্ত হলো। সন্ধ্যায় সেই মহিলার বাহুখানি বাহুর নীচে নিয়ে নাচঘরে আত্মপ্রকাশ করলেন সেই কাউণ্ট। মলি ব্ল্যাঙ্কি খিল খিল করে হাসতে লাগলো। আরো সহজ, স্বাধীন মনে হোল তার আচরণ। সে স্পষ্টই দেখিয়ে দিল—মলি সেই শ্রেণীরই মহিলা যারা নাচঘরে গিয়ে আর-আর খেলোয়াড়দের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজের জন্য যায়গা করে নেয়। ও-সব মহিলাদের ধরণই এমনি। আপনি দেখেছেন নিশ্চয়?

ঃ সেটা দেখার মতো নয়। এখানে এসে তারা বিচলিত হয় না এতটুকুও—অন্ততঃ, যারা জুয়ার টেবিলে হাজার টাকার নোট ভাঙাতে পারে। কিন্তু যে-মুহূর্তে তারা আর নোট ভাঙাতে পারে না, তখনই তাদের বাড়ি ফিরে যেতে বলা হয়।

নোটের পর নোট ভাঙালো মলি ব্ল্যাঙ্কি। কিন্তু ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হলেন না। কিন্তু এ ধরণের স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই ভাগ্যবতী হয়—জুয়া খেলায় আশ্চর্য আত্মসংযম রয়েছে তাদের। যাহোক, আমার কাহিনীটি ফুরিয়েছে। একদিন সেই রাজপুত্রের মতো কাউণ্ট-ও অদৃশ্য হলেন। সেল্‌মা একাকিনী গেল জুয়ার টেবিলে। কেউ তার দিকে বাহু প্রসারিত করলো না। দু' দিনের মধ্যে সে সব হারালো। সর্বশেষ মুদ্রাটি দান ধরে হেরে গিয়ে সে তাকালো চারদিকে; ব্যারণ বার্মারহামকে দেখলো তার পাশে। তার দিকে অবজ্ঞাভরে চেয়েছিলেন তিনি। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে স্বাভাবিক হাসির সঙ্গে ব্যারণকে সম্বোধন করলো। বলল, লালের উপর দশটি টাকা ধরুন। ব্যারণের পত্নী পরদিন স্বামীকে আদেশ করলেন—তিনি যেন আর নাচঘরে না যান। হয়তো অবাক হচ্ছেন—এ সব ছোট-খাট অথচ অদ্ভুত বিবরণ আমি জানি বলে। সেদিন সন্ধ্যায় আমার জনৈক আত্মীয়ের কাছ থেকে এ সব খুঁটিনাটি সংবাদ জেনেছি। তিনি মলি সেল্‌মাকে রৌলেটেনবুর্গ থেকে 'স্পা'তে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর গাড়িতে। সেবারের মতো যাতে পুলিশের কাছ থেকে চলে যাবার আদেশ না আসে, সেজন্যই হয়তো মলি ব্ল্যাঙ্কি

নারেলের স্ত্রী হতে চায়। এখন সে নিজে খেলে না, জুয়ারীদের ভাগে ধার য়। এ উপায়টি বেশ নিরাপদ। আমার সন্দেহ হয়, জেনারেলও তার াছে ধারেন। হয়তো, দ্য গ্রিয়ুকস্-এর যোগাযোগ আছে তার সঙ্গে। াপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন—বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ব্যারণ ও তাঁর পত্নীর নোযোগ আকর্ষণের জন্য সে উৎকণ্ঠিত হতেই পারে না। তার নিজের এ বস্থায় কেলেঙ্কারীর চেয়ে বেশি অসুবিধে আর কিছুই হতে পারে না। আপনি াই দলের সঙ্গে জড়িত। আপনার এ ব্যবহারে একটা গোলমাল হতে পারে, নেনা—মলি জেনারেলের কিংবা মিস্ পোলিনার হাত ধরে রাস্তায় বেরোয়। ঝলেন এবার ?

ঃ না—।

টেবিলের উপর প্রবল মুষ্ঠাঘাত করলাম। ভয়ে চাকর এলো ছুটে।

সক্রোধে বললাম ঃ আমায় বলুন মিঃ এষ্টলি, আপনি যদি এ কাহিনী ানেন—যদি জানেন—মলি ব্ল্যাঙ্কি কী, তাহলে আমাকে ও জেনারেলকে— শেষ করে, যে তার সঙ্গে প্রকাশ্যে নাচঘরে ঘুরে বেড়ায়, সেই মিস্ পোলিনাকে তর্ক করে দেননি কেন ? এমন হতে দেওয়া যায় কি ?

মিঃ এষ্টলি ধীরভাবে বললেন, আপনি তো কিছুই করেননি, আপনাকে তর্ক করবো কেন ? জেনারেল হয়তো ব্ল্যাঙ্কিকে আমার চেয়ে বেশি জানেন, ‍্, তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। সত্যিই বেচারী বড় দুর্ভাগা। গতকাল াঙ্কিকে দেখলাম—সেই দ্য গ্রিয়ুকস্ আর রাশিয়ান রাজকুমারের সঙ্গে ৎকার একটি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছে। জেনারেল একটি বাদামী রঙের াড়ার পিঠে বসে তার পেছনে চলেছেন। সকালে তিনি আমায় বলেছিলেন র পায়ে ব্যথা হয়েছে, কিন্তু তবু ঘোড়ায় চেপেছিলেন। তখনই আমার মনে াছিল—তিনি সর্বহারা। তাছাড়া, এ সব আমার কাজ নয়। মাত্র দিনইতো পোলিনার সঙ্গে পরিচয় হলো আমার। যাহোক্, আপনাকে া বলেছি—আপনার প্রতি আমার গভীর ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও আমাকে

কতগুলো বিশেষ প্রশ্ন করবার অধিকার আপনার আছে বলে আমি ম
করিনা।

গাত্রোত্থান করে বললাম, বেশ এবার আমার কাছে দিনের আলোর মে
পরিষ্কার হলো যে মিস পোলিনা মলি ব্ল্যাঙ্কি সম্বন্ধে সব কিছুই জানে, কি
সেই ফরাসীটাকে ছাড়তে পারে না সে। তাই, সে মলি ব্ল্যাঙ্কির সঙ্গে ঘু
বেড়ায় ঐ লোকটির সংস্পর্শে আসবার জন্য। বিশ্বাস করুন, আর কোন মো
সে মলির সঙ্গে ঘুরতে পারে না—ব্যারণকে কিছু না করবার অনুরো
করে আমায় চিঠি লিখতে পারে না। তুচ্ছ এ সব ব্যাপার, বোঝাবু
নেই এর।

: আপনি যে গোড়ায় গলদ করছেন। ভুলে যাচ্ছেন কেন—মলি ব্ল্যা
জেনারেলের বাগ্‌দত্তা; দ্বিতীয়তঃ, পোলিনা জেনারেলের প্রথম পক্ষের স্ত্রী
মেয়ে, তার একটি ছোট ভাই ও বোন আছে, তারা জেনারেলের নিজে
সন্তান—অবজ্ঞাত, লুণ্ঠিত।

: হ্যাঁ তাই। শিশুদের ছেড়ে চলে যাওয়া মানে তাদের নির্বাসন দেওয়
তাদের কাছে থাকা মানে তাদের ভালমন্দ দেখা, সম্পত্তির সামান্যতম অংশটু
আগলে রাখা। সবই সত্যি, কিন্তু তবু—…। এবার বুঝলাম, তারা সব
প্রাণির জন্য এমন উদ্বিগ্ন কেন?

মিঃ এষ্টলি জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য?

: মস্কোর সেই বুড়ো ডাইনি—যে মরবে না, অথচ তারা "তার" কর
আশা করছে—সে মারা যাবে।

: হ্যাঁ, তার ওপরেই সব নির্ভর করছে। তিনি কী দিয়ে যান, তার উপরে
তো সব! যদি টাকা পয়সা পাওয়া যায়, তবে জেনারেল বিয়ে করবেন, মি
পোলিনা মুক্তি পাবে, আর দ্য গ্রিয়ুকস্—

: দ্য গ্রিয়ুকস্—কি?

: স্ত গ্রিয়ুক্স্-এর ধার শোধ দেওয়া হবে। সেজন্যই তো তিনি এখানে য়েছেন।

: তাই বুঝি তিনি এখানে রয়েছেন ?

: এর বেশি কিছু জানি না আমি।

মিঃ এষ্টলি চুপ করলেন। বললাম, কিন্তু আমি জানি। তিনি অপেক্ষা রছেন উত্তরাধিকারের জন্য। পোলিনা নিজে যৌতুক পাবে,—আর টাকাটা জনারেলের হাতে এলেই সে তাঁর ঘাড়ে চাপবে। স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি। মনকি, যারা সব চেয়ে গর্বিতা, তারাও অনায়াসে দাসীপণা করতে রাজী তে পারে।

······পোলিনা স্বধু একাগ্রভাবে ভালবাসতে পারে। তার সম্বন্ধে এই লো আমার ধারণা। সে যখন একাকিনী চিন্তাকুলা থাকে, তখন তার উপর থকে চোখ ফেরানো যায় না। সে আমার জীবনের সকল ভীতি ও মনা। কিন্তু, কে আমায় ডাকছে ? বলে উঠ্লাম, :কে ডাকছে ?—ক যেন রুশ ভাষায় ডাকছে আমায়—এলেকসি আইভ্যানোভিচ্ ? এ যে ারী কণ্ঠ ! ঐ—ঐ শুনুন আপনারা।···

আমরা হোটেলের কাছাকাছি এসে পড়েছি। হুঁস নেই কখন "কাফে" ছড়ে চলে এসেছি।

এষ্টলি বললেন, স্ত্রী-কণ্ঠের ডাক শুনতে পাচ্ছি যেন। বুঝতে পারছিনা—ক কাকে ডাকছে। ডাকটি ছিল রুশ ভাষায়। দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ দেখতে াগলাম, ঐ যে ভদ্র-মহিলাটি আর্ম-চেয়ারে বসে আছেন, যাঁকে তাঁর চাকরেরা স'ড়ির উপর দিয়ে উপরে উঠাচ্ছে—তিনিই ডাকছেন। কুলিরা বাক্স-পটরা নিয়ে যাচ্ছিল তাঁর পিছু পিছু। মনে হলো, এইমাত্র গাড়ি থেকে ালেন।

: কিন্তু আমায় ডাকছেন কেন তিনি ? আবার সেই ডাক--! ঐ দেখুন, মাল নাড়া হচ্ছে।

মিঃ এষ্টলি বললেন, হ্যাঁ, উনি রুমাল নাড়ছেন।

হোটেলের সিঁড়ির উপর থেকে উন্মাদ আহ্বান এলো, এলেক্সি আ্ই
ভ্যার্নোভিচ্! এসো, আমায় একটু সাহায্য কর এসে। কী আহাম্ম
দেখনা!

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম হোটেলের প্রবেশ-পথের দিকে। দৌড়ে সিঁড়ি বে
উপরের দিকে উঠ্তে লাগলাম।...

বিস্ময়ে আমার হাত দুটো অবশ হ'য়ে ঝুলে পড়্লো কাঁধের দুপাশে,
দুখানি মেঝেয় আটকে গেল।